ভক্তিগানামৃত।

অর্থাৎ

সগুণ নির্গুণ ব্রহ্ম-বিষয়ক

সঙ্গীত-সমূহ

বৰ্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ হিজ্ হাইনেস্

৺ মহতাব্‌চন্দ্ বাহাদুর

কর্ত্তৃক বিরচিত

তদীয় তনয় হিজ্ হাইনেস্ মহারাজাধিরাজ

শ্রীলশ্রীযুক্ত আফ্‌তাবচন্দ্ মহতাব্

বাহাদুরের আদেশানুসারে

বৰ্দ্ধমান

অধিরাজ যন্ত্রে শ্রীপুরুষোত্তমদেব চট্টরাজ দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সন ১২৮৭। ২৭ শ্রাবণ।

বিজ্ঞাপন।

বর্দ্ধমানাদি মহামহীন্দ্র চতুর্দ্দশ নরেন্দ্র হিজ্ হাইনেস্ মহারাজাধিরাজ৺মহ্‌তাব্‌চন্দ্ বাহাদুর অবকাশকালে স্বয়ং যে সমুদয় তান-লয়-সমন্বিত ভক্তিরস সংঘটিত বিবিধ দেব দেবী-বিষয়ক "ভক্তিগানামৃত" নামক সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন, তাহা তদীয় আজ্ঞাক্রমে মুদ্রিত হইতে আরব্ধ হইয়া সম্প্রতি তদীয় তনয় হিজ্ হাইনেস্ মহারাজাধিরাজ শ্রীলশ্রীযুক্ত আফ্‌তাবচন্দ্ মহ্‌তাব্ বাহাদুরের আদেশানুসারে ইহার মুদ্রণ কার্য্য সমাপ্ত হইল, স্বর্গীয় মহারাজ বাহাদুর এই সমস্ত সংগীত রচনা করিয়া প্রত্যহ সভাসদগণে পরিবেষ্টিত হইয়া তান লয়জ্ঞ বিজ্ঞগায়ক-দ্বারা গান করাইতেন, সুতরাং এই সমুদয় সংগীত বিশেষরূপে পরীক্ষিত ইহা স্বরের সহিত কর্ণকুহরে প্রবেশ করিলে, ভাবুকগণের অন্তঃকরণ আর্দ্র করিয়া নয়ন হইতে অশ্রুবর্ষণ করে, পরিশেষে ইহা অবশ্য উল্লেখ করা বিধেয় যে,যে প্রকাশ করা যাইতেছে যে, মহারাজ বাহাদুর যে কয়েকটী সঙ্গীতের শেষ না করিয়া সুরপুরে গমন করেন, সেই সকল সঙ্গীতও ইহাতে অবিকল প্রকাশিত হইল অধিকেনালমিতি।

সন ১২৮৭ বঙ্গাব্দ শ্রাবণ।

বর্দ্ধমান রাজবাটী
মহাভারত কার্য্যালয় } শ্রীঅঘোরনাথ তত্ত্বনিধি

ভক্তি গানামৃত।

রাগিণী জয়জয়ন্তী। তাল চৌতাল।

অসার কল্পনে মন! কেন কর অনুরাগ।
সংসারের সার যিনি, তাঁহাতে কেন বিরাগ॥
অসত্যেতে সত্য-ভান, সত্যে হয় মিথ্যাজ্ঞান,
সত্যের কর সন্ধান, ত্যজিয়া অসত্য-ভাগ।
তীর্থভ্রমণ পূজন, ব্রত হোম উপোষণ,
অনিত্য ফল কারণ, অশ্বমেধ আদি যাগ।
নিত্যানন্দ নিরাকার, প্রতিমা নাহিক যার,
ভাব সেই নির্ব্বিকার, কল্পনারে করি ত্যাগ॥ (১)

রাগিণী ললিত। তাল জলদ্‌তেতালা।

অবশ্য মরণ মন! কেন না স্মরণ কর।
বাসনাতে বদ্ধ হ'য়ে, বিষয়ে হলে তৎপর॥
স্বপ্নসম পরিজন, জীবন যৌবন ধন,
ছত্র দণ্ড সিংহাসন, ক্ষণেকে হবে অন্তর।
কোথা রাজকার্য্য তব, বিদ্যা বুদ্ধি ধন্যরব,
কোথা বা রহিবে সব, ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বর।
অতএব বলি শুন, ভাব সত্য পুনঃ পুনঃ,
যাবে রজস্তমোগুণ, পাবে নিত্য পরাৎপর॥ (২)

রাগিণী কেদারা। তাল ধিমাতেতালা।

অহংজ্ঞানে মত্ত হয়ে, কেন কর অভিমান।
জান না কি এ জীবন, জীবনবিম্ব-সমান ॥
ক্ষণিক তব বিভব, যে দেহে কর গৌরব,
অবশ্য সে হবে শব, কোথা রবে ধন মান।
ষড় ঋতু আদি সবে, বার বার হবে ভবে,
তারা শশী ভানু রবে, রবে না এ দেহ প্রাণ ॥
শুন তত্ত্ব উপদেশ, ত্যজ হিংসা রাগ দ্বেষ,
ভজ নিত্য নির্ব্বিশেষ, কর চিত্ত সমাধান ॥ (৩)

রাগিণী জয়জয়ন্তী। তাল চৌতাল।

আত্ম-উপাসনা বিনা, কেমনে হবে নিস্তার।
অতএব কর মন! ভজন সাধন তার ॥
জীবের যেই জীবন, যে হয় মনের মন,
বিশ্বকর্ত্তা নিরঞ্জন, ভাব সেই মূলাধার।
কর মায়াদর্প চূর্ণ, ভাব চিদানন্দ পূর্ণ,
অনায়াসে হবে তূর্ণ, সংসার-সাগর পার ॥
হও ব্রহ্মে অনুরাগী, কল্পনা সাধনা-ত্যাগী,
সংসারে হয়ে বিরাগী, সদা ভাব সারাৎসার ॥ (৪)

রাগিণী মূলতানী। তাল জলদ্‌তেতালা।

এক ভাবে সদা রবে, এই কি ভেবেছ মন !!
অক্ষয় কি হবে সব, তব উপার্জ্জিত-ধন ॥
বিষয় হবে কিরূপে, মান্য হবে ধনীরূপে,
এই আশা-অন্ধকূপে, হয়েছে তব পতন।
শিখেছ নানা উপায়, যাতে ধন নাহি যায়,
কত যত্নে রাখ তায়, ভুলে ধন চিরন্তন ॥

কিন্তু ইহা অনুচিত, হও চিত সমাহিত,
কর পরমার্থ-হিত, সত্যধন উপার্জ্জন ॥ (৫)

রাগিণী সরফরদা। তাল চৌতাল।

কি সজাতি কি বিজাতি, জ্ঞানোদয়ে একাকার।
জাতিভেদে বর্ণভেদে, অজ্ঞানের অধিকার ॥
নানাবর্ণ নানাকায়, যত জাতি দেখা যায়,
আছে এক আত্মা তায়, নিত্য শুদ্ধ নির্ব্বিকার।
জাতিমাত্রে হতে মান্য, লইতে জাতি প্রাধান্য,
অন্যেরে ভাবি সামান্য, করে মহা অহঙ্কার ॥
কিন্তু বিশ্ব যাঁর সৃষ্টি, আছে যাঁর সম দৃষ্টি,
তাঁর কৃপা-সুধাবৃষ্টি, সমভাগে সবাকার।
দেশভেদে রীতিভেদ, পরিচ্ছদ-পরিচ্ছেদ,
কত শাস্ত্র কত বেদ, সংখ্যা করে সাধ্য কার ॥
হল্যে জ্ঞান-চন্দ্রোদয়, হয় জীব জ্যোতির্ম্ময়,
তখনি বিলয় হয়, ভেদ-বুদ্ধি-অন্ধকার ॥ (৬)

রাগিণী মূলতানী। তাল চৌতাল।

না জানিয়া বেদান্তার্থ, পরমার্থ বিনাশিলে।
ভাবিয়া দেখ না জীব, কে তুমি কোথা আসিলে ॥
শুনে নানা শাস্ত্র-মর্ম্ম, নানা রূপ নানা ধর্ম্ম,
নানা ব্রত নানা কর্ম্ম, নানা দেব উপাসিলে।
জেনে শাস্ত্র নানামত, নানা মুনি নানামত,
হ'য়ে নানাপথে রত, নানা মত প্রকাশিলে ॥
বেদান্তার্থ ব্রহ্মতত্ত্ব, কর সদা তাঁর তত্ত্ব,
শুদ্ধ হবে বুদ্ধি সত্ত্ব, কামাদি-রিপু শাসিলে ॥ (৭)

মৃচ্ছিলা ধাতুদার্ব্বাদিমূর্ত্তাবীশ্বরবুদ্ধয়ঃ।

ক্লিশ্যন্তি তপসা মূঢ়াঃ পরাং শান্তিং ন যান্তি তে।
অপ্সু দেবা মনুষ্যাণাং দিবি দেবা মনীষিণাং।
কাষ্ঠলোষ্ট্রেষু মূর্খাণাং যুক্তস্যাত্মনি দেবতা॥

রাগিণী কেদারা। তাল কওয়ালি।

নিরঞ্জন নিরাকার, নিখিল-কারণ।
নির্ব্বিকার নিরাধার, পতিত পাবন॥
বিরহিত পাপপুণ্য, অতীত বাক্য-নৈপুণ্য,
উপাধি-কল্পনা-শূন্য, বিবর্জ্জিত বিশেষণ।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, প্রভৃতির অধীশ্বর,
বিশ্বপাতা বিশ্বেশ্বর, গুণাতীত সনাতন।
একমাত্র যিনি সার, সকলের মুলাধার,
শ্রবণ মনন তাঁর, কর নিয়ত ধারণ॥ (৮)

রাগিণী বাগেশ্রী। তাল জলদ্‌তেতালা।

নিরঞ্জন নিরাময়ে, নিয়ত কর স্মরণ।
যে করে করণ-বিনা, সৃষ্টি স্থিতি সংহরণ॥
সর্ব্বাধার নিরাধার, সর্ব্বাকার নিরাকার,
সবিকার নির্ব্বিকার, অমনা করে মনন।
অকর করে গ্রহণ, সর্ব্বগত অচরণ,
অকর্ণ করে শ্রবণ, অনেত্র করে দর্শন।
কি বিচিত্র শক্তি তার, কেবা জানে সাধ্য কার,
যে সকল গুণাধার, গুণহীন সনাতন॥ (৯)

রাগিণী জয়জয়ন্তী। তাল চৌতাল।

বিশ্বকর্ত্তা পরমাত্মা, কেন তারে ভোলো মন!।
অদ্ভুত যার রচনা, সাক্ষ্য দেয় প্রতিক্ষণ॥
সতত ভাবিয়ে যারে, যাব ভব-সিন্ধু-পারে,

কেমনে ভুলিয়ে তাঁরে, কর অন্য-উপাসন।
যে নির্গুণ নিরাকার, আকার-কল্পনা তার,
করো না করো না আর, প্রকল্পিত নামার্পণ।
তত্ত্ব-উপদেশ শুন, হ'য়ে সমাধি-নিপুণ,
ভাব মন! পুনঃ পুনঃ, নির্ব্বিকার নিরঞ্জন॥ (১০)

রাগিণী সরফরদা। তাল জলদ্‌তেতালা।

বিস্মৃত হ'য়ো না মন! সেই বিশ্বেশ্বরে।
বিশ্বজন-সহ তব, পালন যে করে॥
বিশ্বব্যাপ্ত বিশ্বাধার, বিশ্বাতীত বিশ্বাকার,
সহিয়ে বিশ্বের ভার, বিশ্বের যে ক্লেশ হরে॥ (১১)

রাগিণী জয়জয়ন্তী। তাল চৌতাল।

ভজ সেই বিশ্বেশ্বরে, ত্যজ অনিত্য বাসনা।
অন্য কে উপাস্য আছে, কর কার উপাসনা॥
যে হয় জগদাধার, অপার মহিমা যার,
মহিমার সীমা তার, করো না ভ্রমে ভাবনা।
যাহার রচনা-কার্য্য, মনেতে না হয় ধার্য্য,
তার শক্তি অনিবার্য্য, মনে কে করে ধারণা।
সৃজন পালন লয়, যার ইচ্ছামাত্রে হয়,
ভাবিলে সে জ্যোতির্ম্ময়, রবে না ভব-যাতনা॥ (১২)

রাগিণী ভূপালী। তাল জলদ্‌তেতালা।

মন! ভুলো না তারে।
সকল সুখ-সম্পদ, যে দিল তোমারে॥
অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডময়, জড় জীবসমুদয়,
হয় রয় পায় লয়, অবলম্ব করি যারে॥ (১৩)

রাগিণী জয়জয়ন্তী। তাল চৌতাল।

সত্য ত্যজিয়ে কেন, অসত্যেতে মজ মন।
সত্য অনুরক্ত জন, হয় বিমুক্ত-বন্ধন॥
সত্য নিত্য অবিনাশ, নিরন্তর স্বপ্রকাশ,
কর সত্যপুরে বাস, অসত্যের বিসর্জ্জন।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, দেহীমাত্র বিনশ্বর,
অনশ্বর পরাৎপর, কর তার আরাধন॥ (১৪)
ব্রহ্ম বিষ্ণু মহেশাদি দেবতা ভূতজাতয়ঃ।
সর্ব্বে নাশং প্রয়াস্যন্তি তস্মাৎ সত্যং সমাশ্রয়েৎ॥

রাগিণী বাগেশ্বরী। তাল জলদ্‌তেতালা।

নিরঞ্জন নিরাময়, সতত কর স্মরণ।
সৃষ্টি স্থিতি হর্ত্তা কর্ত্তা, বিশ্ব ধারণ কারণ॥
সর্ব্বাধার নিরাধার, সর্ব্বাকার নিরাকার,
নিষ্কর কর নিকর, অনয়নে সনয়ন।
সর্ব্বত ভূমি ভ্রমণ, যাঁর ব্যতীত চরণ,
মন নাহি আছে মন, কাম ক্রোধ মোহ হীন॥
বর্ত্তমান সর্ব্বগুণ, অথচ নির্গুণ জন,
এই মতে চন্দ্রের মন, করিবে ভাবন॥ (১৫)

রাগিণী মুলতানী। তাল ঐ।

অবশ্য মরণ মনে, কেন না স্মরণ কর।
চিরজীবী হ'য়ে বুঝি, রবে যুগ যুগান্তর॥
অবিরত হত হয়, দেখ মনে নাহি রয়,
না মরিব এ আশয়, মত্ত আছ নিরন্তর।
সর্ব্বগুণে গুণাকর, ধন আছে বহুতর,
গজ বাজি মনোহর, দ্বারে অতি শোভাকর॥

যদ্যপি মনে বিচার, কেহ না সঙ্গী তোমার,
ত্যজিতে হবে সংসার, চন্দ্র ভজ পরাৎপর ॥ (১৬)

রাগিণী মুলতানী। তাল জলদ্‌তেতালা।

এক রূপ সদা রব, এই কি বিচার মনে।
প্রতিদিন প্রতি রূপ, আয়ুগত প্রতিক্ষণে ॥
বিষয় হবে কিমতে, সদা মনোযোগী তাতে,
এই বিষয় রজ্জুতে, পড়েছ মন বন্ধনে।
যে মতে না যায় ধন, বিশেষ উপায় জ্যন,
তুচ্ছ ধন লোভে আছ, ভুলে চিরন্তন ধনে ॥
অতএব বলি শুন, বৃথা বিত্ত উপার্জ্জন,
ঘেরিবে যবে শমন, রবে কি ধন নিধনে ॥ (১৭)

রাগিণী বেহাগ। তাল ঐ।

পরমাত্মা পরব্রহ্ম, কেন তাঁরে ভুল মনে।
অদ্ভুত যাঁর রচনা, সাক্ষ্য দেয় ক্ষণে ক্ষণে ॥
ক্ষণমাত্র চিন্তা কর, সৎস্বরূপ নিরাকার,
জগৎ ব্যাপ্ত সারোদ্ধার, কে আছে আর সেই বিনে।
স্বকরে নির্ম্মাও যায়, পরে দেও প্রাণ তায়,
কিরূপ প্রকৃতি কার, যথার্থ কে জানে ॥
এ কি দেখি অবিচার, মূর্ত্তি ভিন্ন ভিন্নাকার,
নামার্পণ কর তাঁর, প্রকল্পিত অভিমানে।
অনিত্য দেখ সংসার, নিত্য প্রভু নিরাকার,
নির্ব্বিকার বিশ্বাধার, নির্লিপ্ত ত্রিগুণে ॥
অতএব বলি শুন, ভাব তাঁরে পুনঃপুন,
দর্শনাদি অদর্শন, শুদ্ধ সত্ত্ব নিরঞ্জনে ॥ (১৮)

রাগিণী ভূপালী। তাল জলদ্‌তেতালা।

মন ভুলো না তাঁরে,
সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্বাতীত ব্যাপ্ত চরাচরে।
সর্ব্বজীবে সমজ্ঞান, সর্ব্বজীবে অধিষ্ঠান,
সর্ব্বজীব সৃজন যে পালন করে॥ (১৯)

রাগিণী কেদারা। তাল ধিমাতেতালা।

অহং জ্ঞানে মত্ত এত একি বিবেচনা।
অবশ্য হইবে ধ্বংস, মন্ কি বুঝ না॥
সলিল বিম্ব সমান, ক্ষণমাত্র দেহ প্রাণ,
তথাচ এ অভিমান, পরিবর্ত্ত হইল না।
ষড় ঋতু দিবা নিশি, দিবাকর তারা শশি,
রহিবে সবে প্রকাশি, তুমিমাত্র রহিবে না।
শুন তত্ত্ব উপদেশ, ত্যজ হিংসা রাগ দ্বেষ,
ভজ সত্য নির্ব্বিশেষ, পুন না পাবে যাতনা॥ (২০)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল ঐ।

ভুল না মন বিশ্বময়, সেই বিশ্বেশ্বরে।
বিশ্ব জন সহ তব, পালন যে করে॥
বিশ্ব ব্যাপ্ত বিশ্বাধার, যেই বিশ্বে দেয় আহার,
না কর সন্ধান তাঁর, আছ মত্ত অহঙ্কারে। (২১)

রাগিণী আলাইয়া। তাল জলদ্‌তেতালা।

কি স্বজাতি কি বিজাতি, সকলি সমান মান্য।
বর্ণভেদ জাতিভেদ, সে কেবল বাহ্য ভিন্ন॥
নানা জন্তু নানা রূপ, কিন্তু দুগ্ধ একই রূপ,
তদ্রূপ নর-স্বরূপ, এক রূপে কর গণ্য।
ব্রাহ্মণ যবন ম্লেচ্ছ, পরস্পরে করে তুচ্ছ,

কিন্তু এক আত্মা স্বচ্ছ, অভিমানে মান্যামান্য॥
দেশ দেশ ভেদাভেদ, আহার ব্যবহার ভেদ,
কিন্তু আত্মা নাহি ভেদ, কেবা মান্য কে জঘন্য।
ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার সৃষ্টি, সর্ব্বত্র সমান দৃষ্টি,
সকলে সমান তুষ্টি, একমাত্র তিনি ধন্য॥
জন্ম মৃত্যু দিবা নিশি, রবি বায়ু তারা শশী,
অখিলে সম প্রকাশী, স্বপ্রকাশে সেই পুণ্য॥ (২২)

রাগিণী বাগেশ্বরী। তাল অদ্ধতেতালা।

নিরঞ্জন নিরাকার, কর না স্মরণ।
নির্ব্বিকার বিশ্বাধার, সকল কারণ॥
উপাধি কল্পনা শূন্য, বেদান্ত বেদের মান্য,
না কর সামান্য গণ্য, অতীত নয়ন মন।
কমলজ হরি হর, যাঁহাতে প্রকাশ পর,
সকলের অগোচর, তাঁরে কর ধ্যান॥
দ্বিতীয় নাহিক আর, অখণ্ড মণ্ডলাকার,
চন্দ্র কহে সেই সার, ভাব সর্ব্বক্ষণ॥ (২৩)

রাগিণী মুলতানী। তাল ঐ।

জগতের ভাব দেখে, ভাবিতে হ'ল আমারে।
একে নাহি থাকে মন, সদা সংশয় সঞ্চারে॥
হইয়ে থাকে একের, কভু না দেখি একের,
নিরক্ষিয়ে অনেকের, আছি চিত্ত চমৎকারে।
একে কত সুখ মনে, না জানে মানবগণে,
কিবা ব্যবহার মনে, ভাব কে বুঝিতে পারে॥
চন্দ্রের এই মানস, এক স্থানে থাকে বশ,
পেয়ে অদ্বিতীয় রস, বিরস হয় সংসারে॥ (২৪)

রাগিণী রাগেশ্বরী। তাল জলদ্‌তেতালা।

অচিন্তিত চিন্তামণি, কেমনে চিন্তিবে নরে।
অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, ব্যাপ্ত আছ চরাচরে॥
তুমি জান সর্ব্বলোকে, কেহ না জানে তোমাকে,
মহিমা সীমা জানে কে, বিধি বিশ্ব অগোচরে।
লীলা তোমার বুঝা ভার, সকলের নহ কার,
নিরাকার কি সাকার, বাক্য মন পথোপরে॥
নিরঞ্জন সর্ব্বাধার, সকলেরি চিন্তাকর,
চন্দ্রে কেন ঘৃণা কর, চিন্তিনা বলে তোমারে॥ (২৫)

রাগিণী গৌর সারঙ্গ। তাল ধিমাতেতালা।

অতি দীন হীন, আমি অভাজন।
ধনমত্ত সর্ব্বক্ষণ, না করি হে স্মরণ॥
দিবা ব্যস্ত উপার্জ্জনে, নাহি মন তব ভজনে,
ধনেরি কারণ।
প্রমদা প্রমোদে বশ, ক্ষণদা করিয়ে শেষ,
তব ধ্যানে নাহি মন॥
চিন্তামণি নাম ধর, চন্দ্র দোষ ক্ষমা কর,
এই নিবেদন॥ (২৬)

রাগিণী সরফরদা। তাল জলদ্‌তেতালা।

পাপ করি পুণ্য করি, যথায় তথায় থাকি।
তোমার নিয়োগে করি, না করি একাকী॥
যে দিকে লওয়াও মন, সে দিকে মন গমন,
তুমি সকল কারণ, বিপদে তোমাকে ডাকি।
তুমি যন্ত্রী সবে যন্ত্র, তুমি মন্ত্রী সবে মন্ত্র,
তুমি বেদ পুরাণ তন্ত্র, বা না তুমি তাই কাকি॥

যথা যাই সঙ্গে তুমি, তুমি কর রক্ষা আমি,
তুমি ক্রিয়া সর্ব্বস্বামী, চন্দ্রে কৃপা দিতে থাকি॥ (২৭)

রাগিণী খাম্বাজী। তাল শ্রী।

কিবা কায্ সিংহাসনে, রাজকার্য্য ভার তার।
হতভাগ্য সেই জন, ব্রহ্মে ভক্তি নাহি যার॥
ধনে যদি মহাধনী, মানে হয় মহামানী,
তথাপি জঘন্য জানি, ধর্ম্মে যার অনাচার।
যদি হয় বিদ্যাবান্ সর্ব্বগুণে গুণবান,
বিনা পরমার্থ জ্ঞান, কিছুতে নাহি নিস্তার।
পূজায় যাহার আস্থা, বৈদিক কর্ম্মে অনাস্থা,
সত্যধর্ম্মে দুরবস্থা, চন্দ্র কহে তার দুস্তার॥ (২৮)

রাগিণী ঝুম খাম্বাজ। তাল যৎ।

রুষ্ট যদি হন ভ্রাতা, অথবা রুষ্ট বিধাতা,
হইবে সব সমতা, তব কৃপা থাকিলে।
রুষ্ট যদি হয় প্রজা, কিম্বা রুষ্ট হন রাজা,
তথাপিও জয়ধ্বজা, তোমার নাম জপিলে।
সবে যদি শত্রু হয়, তাহাতেই কিবা ভয়,
তব দৃষ্টি যদি রয়, কিবা করিবে সকলে।
তোমা প্রতি যার ভক্তি, সর্ব্ব বিঘ্নে তার মুক্তি,
অদ্ভুত তোমার শক্তি, চন্দ্র নির্ভয় জলে স্থলে॥ (২৯)

রাগিণী মল্লার। তাল কওয়ালির ঠেকা।

জগতে দ্বিতীয় নাই, একমাত্র সর্ব্বাশ্রয়।
এক মন এক প্রাণ, একমাত্র ব্রহ্ম কয়॥
এক গতি এক জ্যোতি, এক মতি এক পতি,
এক সতী এক রতি, কেবল এক আশ্রয়।

এক জাত এক মৃত, একভাব একাকৃত,
এক পন্থা সমাবৃত, এক সত্য বেদে কয় ॥
এক জন্মদাতা পিতা, এক গর্ব্ভধারিণী মাতা,
এক ইন্দ্র এক ধাতা, এক চন্দ্র সুর্য্যোদয় ।
এক বিষ্ণু এক রাম, এক শিব এক শ্যাম,
এক ব্রহ্মা এক কাম, এক হয় ক্ষিতিতনয় ॥
একেতেই এ সংসার, একেতে সবে নিস্তার,
চন্দ্র এক বোঝে সার, যদি এক ঐক্য হয় ॥ (৩০)

রাগিণী বেহাগ । তাল চৌতালা ।

মানব পশু পক্ষী কীট, পতঙ্গ জীব অগণনা ।
চেতন এক আত্মা, কহে দেহ ভিন্নে নানা ॥
জীব মধ্যে বর্ত্তন, পাষাণ বিটপিগণ,
নির্জ্জীব মুর্ত্তি জীবন; তদ্ভিন্নে প্রতীয়মানা ।
অনল তথা তপন, তেজঃপুঞ্জ নির্জ্জীবন,
চন্দ্র তারকাগণ, শীতল মধ্যে গণনা ॥
সৌদামিনী বজ্র আদি, শক্তি মধ্যে সর্ব্ববাদী,
এতদ্ভিন্ন নির্ব্বিবাদী, বেদান্তমতে ধারণা ।
এসব নিয়ন্তা যেই, ভক্তি রাখ তাহাতেই,
চন্দ্রের বাসনা এই, এক ব্রহ্ম উপাসনা ॥ (৩১)

রাগিণী ঐ । তাল জলদ্‌তেতালা ।

অধীন সকল দেখি, স্বাধীন পরাৎপর ।
দোষী ত জগতে সব, নির্দ্দোষী ত ঈশ্বর ॥
সংসারে সবে অশান্ত, ঈশ্বর কেবল শান্ত,
সকলেই দেখ ভ্রান্ত, অভ্রান্ত পরমেশ্বর ।
সকলের আছে দেহ, তিনি কেবল অদেহ,

সকলের আছে কেহ, পরাৎপর একেশ্বর ॥
সকলের আছে বিনাশ, তিনিমাত্র অবিনাশ,
সকলের মনে আশ, আশা-হীন মহেশ্বর।
পদার্থ সব-সগুণ, আত্মা কেবল নির্গুণ,
চন্দ্র নহত নিপুণ, সম্পূর্ণ জানা দুষ্কর ॥ (৩২)

রাগিণী ইমনকল্যাণ। তাল ঐ।

এ দেহের জ্ঞান সংস্কার, মন আমার।
পাঞ্চভৌতিক দেহ, পঞ্চত্যাগে ছার খার ॥
দেহে পরমাত্ম অংশ, কিন্তু আত্মার্ নাহি ধ্বংস,
যদবধি থাকে হংস, তাবত প্রাণ-সঞ্চার।
যখন অন্ত হইবে, পঞ্চে পঞ্চ মিশাইবে,
আত্মায় আত্মা মিলিবে, দেহে কে আছে তোমার ॥
কার কর্ম্ম কেবা করে, জাননা তাহা অন্তরে,
পড়েছ মোহ আঁধারে, না জানিয়ে তত্ত্বসার।
করিয়া নানা যতন, কর ধন উপার্জ্জন,
হইলে দেহ পতন, এ ধন হইবে কার ॥
কেন রে মন অশান্ত, ধন-গর্ব্বিত নিতান্ত,
আশা-পূর্ণিত একান্ত, ছাড় না কুসংস্কার।
ধন উপার্জ্জনে মন, সঞ্চয়ে কত যতন,
দেখে না হয় চেতন, সংসার সব অসার ॥
বৈরাগ্য অভ্যাস কর, আশা অতি ভয়ঙ্কর,
চন্দ্র নির্ম্মল অন্তর, তবে বিপদ নিস্তার ॥ (৩৩)

রাগিণী ঐ। তাল চৌতালা।

নমস্তে সচ্চিদানন্দ, নমস্তে পরমানন্দ,
নমস্তে জগদানন্দ, নমস্তে ত্বং নিরঞ্জন।

নমস্তে বিশ্বরূপ, নমস্তে আদি স্বরূপ,
নমস্তে সৎ চিদ্রূপ, নমস্তে সর্ব্ব কারণ ॥
নমস্তে বিশ্ব আধার, নমস্তে চৈতন্য সার,
নমস্তে সর্ব্ব বিস্তার, নমস্তে সর্ব্ব সাধন।
নমস্তে ভূবি-ধায়ক, নমস্তে জীব নায়ক,
নমস্তে সর্ব্ব কারক, নমস্তে আত্ম জীবন ॥
নমস্তে বিশ্বরূপায়, নমস্তে বিশ্বাধারায়,
নমস্তে পর তত্ত্বায়, নমস্তে বিশ্ব-তারণ।
নমস্তে চিদানন্দায়, নমস্তে বা অচ্যুতায়,
নমস্তে সর্ব্ব-শাস্তায়, নমস্তে সর্ব্ব চেতন ॥
নমস্তে আদিমাক্ষর, নমস্তে জগদীশ্বর,
নমস্তে পরাৎপর, নমস্তে ত্বং পুরাতন।
নমস্তে সর্ব্ব-সাক্ষিণে, নমস্তে বিশ্ব কারিণে,
নমস্তে গুণাত্মনে, নমস্তে চন্দ্র রক্ষণ। (৩৪)

রাগিণী গারা-ভৈরবী। তাল ধিমাতেতালা।

নিরাকার নির্ব্বিকার, সংসারেতে কে কে হয়।
সর্ব্বত্র স্থিত অমৃত, যাহার নাহিক লয় ॥
সর্ব্বত্র আছে গমন, অথচ নাহি চরণ,
এমন বা কয়জন, কেমনে হবে নির্ণয়।
কজন তাহে সগুণ, তার মধ্যে কে নির্গুণ,
বিশেষ কেবা নিপুণ, সচরাচরেতে কয় ॥
কার মধ্যে আকাশ, তদনুরূপ বাতাস,
অন্তর্ব্বাহে নিবাস, গুণ অবলয়ে রয়।
স্বভাব আকার হীন, বস্তুমাত্র যদধীন,
অহংস সর্ব্ব স্বাধীন, যদগুণে স্থিতি লয় ॥

সকলে আছে বিকার, তিনিমাত্র নির্ব্বিকার,
তাঁরে জানিয়ে আধার, চন্দ্র ভাব ব্রহ্মময়॥ (৩৫)

রাগিণী কানেড়া। তাল কওয়ালির ঠেকা।

মনোমধ্যে যেই করে বাস, তাঁরে নাহি কর ত্রাস।
তাঁর সঙ্গী হয়ে কেন, কুসঙ্গেতে অভিলাষ॥
আত্মা যেই জীবে আছে, কি লুকাবে তাঁর কাছে,
সকল সে দেখিতেছে, জানিতেছে মনো আশ।
যথা তব মতি হয়, তাঁর অগোচর নয়,
মন তাঁহার আলয়, আত্মারূপে তাঁর বাস॥
তিনিই মনের মন, জীবের হন জীবন,
পাপ পুণ্য দরশন, করি করেন প্রকাশ॥ (৩৬)

রাগিণী হাম্বির। তাল জলদ্‌তেতালা।

অধমে করুণা কর, প্রভু করুণানিধান।
কাতরে ডাকি তোমায়, দুঃখ কর সমাধান॥
বোধ করি মহাপাপী, অনুতাপে অনুতাপী,
প্রভু তব নাম জপি, ভরসা হয় কল্যাণ।
তব পদে অপরাধী, ভাবি তাই নিরবধি,
তুমি কৃপাজলনিধি, ভক্তে কর পরিত্রাণ॥
সুক্রিয়া হলো বিরল, দুষ্ক্রিয়া দেখি সকল,
কেবল ভক্তি সম্বল, ক্রিয়া-মধ্যে বলবান।
অপরাধী যদি হই, মহাদোষে দুষী নই,
তথাচ তোমারি হই, করি তব গুণ গান॥
যেই দিকে মনগামী, তাহা প্রভু জান তুমি,
হে নাথ! অন্তরযামী, রাখ চন্দ্র ধন মান॥ (৩৭)

রাগিণী মল্লার। তাল কওয়ালি।

অগ্রে নিষ্কাম শুদ্ধ কর, নিজ মন ছয় রিপু কর দমন।
বুদ্ধিবারি করি সেচন, ধৌত কর দুনয়ন॥
পরে লহ জ্ঞানাঞ্জন, তবে পাবে দরশন।
মোহ ত্যজি হও যদি সচেতন, তবে হইবে মিলন॥
সেই নিত্য নিরঞ্জন, কর আশা বিসর্জ্জন,
হবে তৃপ্তিভাজন, পুত্র পরিবারগণ কেহ ত নহে আপন।
সম্বন্ধ তাবৎ ক্ষণ, যাবৎ দেহে জীবন॥
যখন করিবে গ্রাস, দুরন্ত কাল শমন।
কোথা রবে বন্ধুগণ, কোথা রবে ধন জন॥
বৃথা কাল হরণ, সাবধান হও এখন।
কোথা ছিলে কোথা যাবে, কে তোমার সঙ্গী হবে,
ধন লাগি কেন কর, সদা পর পীড়ন।
আশা লোভ আকিঞ্চন, এ দেহ করে দাহন॥
বৈরাগ্য ঔষধে রোগ, কর তুমি নিবারণ।
গৃহবাস ত্যজ মন, আর ত্যজ ধনজন,
নিভৃতে বসিয়ে চন্দ্র, কর তাঁর ভজন॥ (৩৮)

রাগিণী হাম্বির। তাল জলদ্ তেতালা।

নিত্য নিরঞ্জন অনাদি, সর্ব্বমূলাধার।
শক্তি স্বভাব রূপে, সদা জগতে বিহার॥
মহেশ পরম যোগী, শ্রীকৃষ্ণ বিহার ভোগী,
ব্রহ্মা জগত নিয়োগী, রাম রাজ্য সুবিস্তার।
বিষ্ণু বৈকুণ্ঠবাসী, স্বয়ং মূল অবিনাশী,
চন্দ্র ভজহ সন্তোষী, মহিমা যাঁর অপার॥ (৩৯)

রাগিণী হাম্বীর। তাল জলদ্‌তেতালা।

আমার কি সাধ্য প্রভু, করিতে তোমার স্তুতি।
জগৎ ব্যাপিত তুমি, কোথা করিব প্রণতি॥
গৃহাভ্যন্তরে বাহিরে, শরীরে আর অন্তরে,
তাঁর সঙ্গে কি প্রকারে, করিব তাঁহারে নতি।
বাক্যের অতীত যিনি, মনের অতীত তিনি,
অচিন্ত্য তাঁহাকে জানি, চিন্তা করি কি আকৃতি॥
তুমি নহ ঈক্ষণীয়, ব্যাখ্যা করা তথদীয়,
কি সাধ্য প্রভু মদীয়, অসাধ্যে লওয়াই মতি।
আকার বিশিষ্ট হলে, পূজিতাম ফুল জলে,
তুমি প্রভু জলে স্থলে, কোথা তব অবস্থিতি॥
সচেতন জীব যত, অচেতন জীব কত,
বস্তুমাত্রেতে নিয়ত, জগতে কর বসতি।
তুমি কর্ত্তা তুমি কীর্ত্তি, তোমা বিনা কোথা স্ফূর্ত্তি,
তোমার সকল মূর্ত্তি, শিব বিষ্ণু প্রজাপতি॥
অখিল ব্রহ্মাণ্ডময়, যে যে ভাবে যে পূজয়,
সে পূজা কি পূজা নয়, তোমার কিসে বিরতি।
তুমি বল বলি আমি, কিন্তু তাহা কর তুমি,
তোমার নিদেশ গামী, সেই দিকে করি গতি॥
আমার কি আছে সাধ্য, তোমার নিয়মে বাধ্য,
তুমি জগত আরাধ্য, তুমি কৃত তুমি কৃতী।
আত্মা রূপে তব বাস, যাহা করি অভিলাষ,
সকলে তব প্রকাশ, সুমতি কিম্বা দুর্ম্মতি॥
তৃণ কাষ্ঠ মৃত্তিকায়, যাহে দেবতা নির্ম্মায়,
তুমি সেই সমুদয়, তাহাতেও তব ভাতি।

নির্দ্দিষ্ট স্থানে পূজিত, ঈশপক্ষে অনুচিত,
ব্যাপিত হয় খণ্ডিত. কিসে নাই তব জ্যোতিঃ ॥
তোমার হৃদয়েশ্বরী, প্রতিমা প্রণাম করি,
তুমি সর্ব্ব অধিকারী, ঘটে ঘটে তব স্থিতি।
বস্তুর বাহ্য অন্তরে. যে প্রভু বসতি করে,
সে প্রণাম অর্শে তারে, তুমি ছাড়া কি আকৃতি।
ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার স্থান, সর্ব্বভূতে বিদ্যমান,
চন্দ্র সম ভাব জ্ঞান, আকার তাঁর জগতী ॥ (৪০)

রাগিণী দেশমল্লার। তাল কওয়ালির ঠেকা।

বিষয়ে আশর মনঃ লুব্ধ হয়ে কেন রও,
সঞ্চয় করিয়ে ফল, কিবা হবে তাহা কও।
ধন উপার্জ্জনে দেখি. সদা ব্যস্ত কিন্তু সুখি,
অপরে করিয়ে দুঃখি. ছলে বলে ধন লও ॥
উপার্জ্জন চমৎকার, কত করি কদাচার,
নাহি দেখি পরিহার এত কেন লোভী হও।
আশা বলবতী মন, নাহি হয় নিবারণ,
বৈরাগ্য করি সাধন, চন্দ্র ধন ত্যাগ সও ॥ (৪১)

রাগিণী বাহার আড়ানা। তাল জলদতেতালা।

রক্ষ মান পরাৎপর, কুরু হৃদয় আনন্দ,
কালগতি দহ্যমান, খণ্ড নাথ নিরানন্দ।
মানস মহাদুর্ম্মীত, প্রয়াস পাপপূর্ণিত,
লোভে বিষয়ে ঘূর্ণিত, দেহি চন্দ্রে সদানন্দ ॥ (৪২)

রাগিণী সুরট-মল্লার। তাল ঐ।

ধন অর্জ্জনে প্রয়াস, অর্চ্চনে সদা অলস,
অসাধ্য লোভবর্জ্জন, বরঞ্চ বৃদ্ধি মানস।

বাসনা মহাদুর্জ্জয়, সাধনা মন বর্জ্জয়,
প্রতারণা পাপাশয়, আশয়ে লুব্ধ মানস ॥
ধনে সদা লিপ্ত মন, তৃপ্ত থাকি প্রাপ্তে ধন,
ক্ষিপ্ত করে আকিঞ্চন, সুপ্তের আশার বশ ॥
লোভের মহা আশয়, জপ তপ করে ক্ষয়,
ভক্তি মুক্তি নাহি রয়, লোভিতে ত্যজিত যশ।
যাগযজ্ঞ কিম্বা ধ্যান, আশায় খর্ব্বিত জ্ঞান,
ধনলোভে অভিমান, দুর্বৃত্ত সদা মানস ॥
ধর্ম্মকর্ম্মে শিথিলতা, বৈদিক কার্য্যে খর্ব্বতা,
আর্য্যপন্থায় মূঢ়তা, ধন্য মনের সাহস।
সনাতন ধর্ম্মচ্ছেদ, ঋষি বচন উচ্ছেদ,
গায়ত্রী করে বিচ্ছেদ, চন্দ্র হইল বিরস ॥ (৪৩)

রাগিণী লুম্-খাম্বাজ। তাল যৎ।

যে দিকে আঁখি ফিরাই, সে দিকে দেখিতে পাই,
সেই স্থানে আছেন তিনি, যেখানে সেখানে যাই।
আলোতে কি অন্ধকারে, স্থলেতে কিম্বা সাগরে,
ঘরে অথবা বাহিরে, সমভাবেতে সদাই ॥
শরীরে কিম্বা অন্তরে, নগরে কি প্রান্তরে,
প্রতিমায় স্থিতি করে, তুমি ছাড়া কিছু নাই।
যাহা দেখি তুমি তাহা, যাহা কহি তুমি কহা,
তুমি ছাড়া বস্তুরহা, সেকথা বৃথা বলাই।
গঙ্গা পূজা গঙ্গা জলে, তদ্রূপ ঈশ্বরস্থলে,
তিনি বলেন যে যা বলে, এভ্রমে ভ্রমে সবাই।
সর্ব্বভূতে বিরাজমান, সর্ব্বত্র যে বিদ্যমান,
চন্দ্র কোথা তার ধ্যান, করিবে তাহা সুধাই ॥ (৪৪)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল যৎ।

সত্যজ্ঞানানন্ত ব্রহ্ম, আনন্দরূপং বিভাতি।
শান্তং শিবমদ্বৈতং, গুণাতীতং মহাদ্যুতি॥
অচিন্ত্যাব্যক্তরূপায়, গুণাত্মনে নির্গুণায়,
সর্ব্বগতাধারায়, মূর্ত্তয়ে ব্রহ্মণে নতি।
পরমজরমমরং, প্রণব-স্বকলেবরং,
চন্দ্রশীতলকরং, স্বয়ম্ভু জ্যোতিরাকৃতি॥ (৪৫)

রাগিণী ইমন্। তাল কওয়ালি ধিমা।

মন সত্য বচন কর সার,
স্ত্রী পুত্র পরিবার সকলি অসার।
এক ব্রহ্মমাত্র অস্তি, দ্বিতীয় কুত্রাপি নাস্তি,
ভজনায় প্রাপ্ত স্বস্তি, বীজরূপে মুলাধার॥
ভুবন ব্যাপিত জ্ঞান, যে হয় প্রাণের প্রাণ,
বস্তুমাত্রে অধিষ্ঠান, সুমহান্ একাকার
ত্বং হি জগৎ আবরণ, ত্বং হি জ্যোতি চিক্কণ,
ত্বং হি সর্ব্ব কারণ, তব মহিমা অপার॥
নমঃ প্রণব বাচ্যায়, শাশ্বতায় নির্গুণায়,
চন্দ্রের এ ভব দায়, কৃপয়া কুরু উদ্ধার॥ (৪৬)

রাগিণী বেহাগ। তাল জলদ্তেতালা।

সাকার কি নিরাকার, তাহার কে জানে সার।
সকলেই আছ তুমি, কার্য্য হেতু নানাকার॥
সর্ব্বভূতে তব স্থিতি, আকারে তব বসতি,
বস্তু মাত্রে তব জ্যোতি, নিগূঢ় ভাবে প্রচার।
সচেতন জীব যত, অচেতন আছে তত,
জড় বস্তু আছে কত, সকলি সৃষ্টি তোমার॥

একে অস্তি একে নাস্তি, এ কথার নাহি স্বস্তি,
কেহ বলে কুত্র অস্তি, ভ্রান্তির বশে বিকার।
জীব আত্মা রূপে স্ফূর্ত্তি, সকলেই তোমার মুর্ত্তি,
তোমার সমুহ কীর্ত্তি, তুমি সর্ব্বমুলাধার॥
প্রতিমাদি পুজা করি, তাহেও তোমারে হেরি,
জগতে তব মাধুরী, বিশেষ রূপে প্রচার।
তোমা বিনা বস্তু থাকে, কভু না মানিব তাকে,
দোষ কি বা পৌত্তুলিকে, ব্রহ্ম তাজ্য কি সাকার॥
ভূতেশ জগত স্বামী, জড় মাত্রে আছ তুমি,
তোমারে বলি যে আমি, চন্দ্র জান সারোদ্ধার॥ (৪৭)

রাগিণী পরজ। তাল একতালা।

অব্যক্ত অচিন্ত্য অভ্রান্ত অরোগ ব্রহ্ম,
অদেহ অগেহ অমোহ অশোক ব্রহ্ম।
অজন্ম অকাম অরূপ অদোষ ব্রহ্ম,
অভয় অনাদি অমনঃ অদ্বিতীয় ব্রহ্ম॥ (৪৮)

রাগিণী জঙ্গলা খাম্বাজ। তাল আদ্ধা কওয়ালি।

স্মর জগদীশ্বরং কৃপাসাগরং,
প্রণববাচ্য গুরুং পরাৎপরং।
সৃজন লয় কারণং নির্গুণং গুণাকরং,
অজরামরং সত্য সনাতনং,
দুরিত নিবারণং বিশ্বধরং॥ (৪৯)

রাগিণী রাগেশ্বরী। তাল জলদ্‌তেতালা।

অহিংসা পরম ধর্ম্ম, এই ত ধর্ম্ম প্রধান।
ঐহিক স্বর্গ নরক, এই ত কর্ম্ম বিধান॥
মনের সুখেতে সুখ, মনের দুঃখেতে দুঃখ,

অনভিলাষে বিমুখ, মনই সর্ব্ব নিধান।
ক্রিয়া জীবন পর্য্যন্ত, প্রাণান্তে সকল অন্ত,
পাপ পুণ্য সর্ব্ব শান্ত, পরকালমাত্র ভাণ॥
প্রাণ অন্তে সুখ ভোগ, প্রাণ সত্ত্বে অনুযোগ,
প্রাণ হইলে বিয়োগ, সর্ব্ব কর্ম্ম সমাধান।
স্বর্গ মনের অক্লেশ, নরক মনের ক্লেশ,
জীবনান্তে সর্ব্বশেষ নাস্তি গমনের স্থান॥
পুণ্য মনের আহ্লাদ, পাপ মন বিসম্বাদ,
মৃত্যু ভয় পরমাদ, পরকাল অনুমান।
কর্ত্তব্য শরীর স্বস্তি, স্বর্গ নরক নাস্তি,
জীবনান্তে নাহি শাস্তি, চার্ব্বাক মতে ব্যাখ্যান॥
বেদান্ত মতের বাধা, তাহে সবে করে দ্বিধা,
প্রণব বাচ্যে যে সুধা, তাহা চন্দ্র কর পান॥ (৫০)

রাগিণী হাম্বির। তাল ধিমা কওয়ালি।

নিরঞ্জন নিরাকার, তিনি সকল প্রধান।
জ্ঞানিমাত্রে অদ্বিতীয়, এক ব্রহ্ম সুবিধান॥
পঞ্চ উপাসক আর, নাম ভেদ আছে তাঁর,
এ ব্যতীত অবতার, নানা দেবে মূর্ত্তিমান্।
অপ্সু দেবা মনুষ্যাণাং, দিবি দেবা মনীষিণাং,
কাষ্ঠ-লোষ্ট্রেষু মূর্খাণাং, শাস্ত্র বচন প্রমাণ॥
দেখ না মনে বিচারি, জান না ভাবনা করি,
কে যে সর্ব্ব অধিকারি, তবে ত প্রতীয়মান।
যাহার আছয়ে দেহ, অমর নহে সে কেহ,
অজর অক্ষর তেঁহ, সর্ব্বভূতে অধিষ্ঠান॥

বেদের বচন স্মর, মহাজন পন্থা ধর,
ইতস্তত কেন কর, চন্দ্র কি হারালে জ্ঞান ॥ (৫১)

রাগিণী বেহাগ। তাল একতালা।

ভজ মন্ চরণ তাঁর, যিনি সর্ব্বমূলাধার।
দেব দেবী যাঁর কৃপায়, হয়েছেন অবতার ॥
যিনি সকল নায়ক, যিনি সর্ব্ব বিধায়ক,
হও তাঁর উপাসক, দ্বিতীয় নাহিক যাঁর।
অমৃত নহে নশ্বর, স্বয়ম্ভু দিগম্বর.
তিনি সত্য পরাৎপর, জগৎ যাঁর অধিকার ॥
পরিপূর্ণ অদ্বিতীয়, শাশ্বত অচিন্তনীয়,
তিনি চন্দ্র ভজনীয়, আত্মারূপে একাকার ॥ (৫২)

রাগিণী বেহাগ। তাল জলদ্‌তেতালা।

ত্বং হি প্রভু নিরঞ্জনং, ত্বং হি সমস্ত কারণং,
ত্বং হি পরং পরাৎপরং, ত্বং হি নিখিল পূজনং।
ত্বং হি সৃষ্টি কারণং, ত্বং হি বিশ্ব ধারণং,
ত্বং হি বিশ্ব নাশনং, ত্বং হি চিদ্রূপ পাবনং ॥
ত্বং স্বরূপং ত্বং নীরূপং, ত্বং হি সূক্ষ্ম স্থূল রূপং,
ত্বং হি প্রণব স্বরূপং, ত্বং হি পাপ হীনং।
ত্বদ্ভয়াদগ্নির্জ্জ্বলতি, ভয়াৎ পবনো বহতি,
ত্বদ্ভয়াৎ সূর্য্যস্তপতি, ত্বং হি সর্ব্ব নিবারণং ॥
ত্বং দেব দেবাকারং, ত্বং হি সত্য নিরাকারং,
ত্বং হি বিশ্ব ব্যাপ্যাকারং, ত্বং হি বিশ্ব তারণং।
সর্ব্বাশ্রয়ং নিরাশ্রয়ং, পরানন্দ নিরাময়ং,
ত্বং হি চন্দ্র কৃপাময়ং, ত্বং হি করুণা নিধানং ॥ (৫৩)

রাগিণী বেহাগ। তাল জলদ্‌তেতালা।

বিভুং জগদীশ্বরং অচিন্ত্যং অজরামরং ভজে।
নিরাকারং বিশ্বাধারং, অনাদি গুরুং
অবিনাশং জ্ঞানং, অজপাভাসং ভজে॥
সৃজন-কারণং পালকং মহেশ্বরং,
সর্ব্ব-ভূতেশং পরং প্রণব বাচ্যং ভজে।
জগতো মূলং অনাদি অক্ষরং কৃপাময়ং,
চন্দ্রায় দেহি স্বং ভক্তিং ভজে॥ (৫৪)

রাগিণী বেহাগ। তাল জলদ্‌তেতালা।

জগতের কি রীতি দেখ, কোথা হাস্য কোথা খেদ।
কোন স্থানে নব প্রেম, কোথাও প্রেম বিচ্ছেদ॥
কোথাও নব কুমার, কোথা শুনি হাহাকার,
কাহার রাজ্য বিস্তার, কাহার ধন উচ্ছেদ।
কেহ সুস্থ কলেবরে, কারে রোগে ক্লিষ্ট করে,
কোথা যজ্ঞসূত্র ধরে, কোথা হয় ত্বক্‌ চ্ছেদ॥
কেহ করে পুণ্য কর্ম্ম, কেহ বা করে অধর্ম্ম,
কোথা সবে এক ধর্ম্ম, কোথাও বা জাতি ভেদ।
কোথাও পড়ে কোরান্‌, কোথাও পড়ে পুরাণ,
কেহ বাইবেল পড়ান, কেহ পাঠ করে বেদ॥
ধরা সুখ সব রবে, ক্রমশ দেখিবে সবে,
কেহ কবে কেহ কবে, আত্মাতে নহে অভেদ॥ (৫৫)

রাগিণী বেহাগ। তাল একতালা।

স্মরণ কর তাঁরে মন বিরাজে যে অন্তরে রে।
যে তোমার অন্তরে আছে, কেন না চাও তার কাছে,
কোথা বৃথা যাবে দূরে রে॥ (৫৬)

রাগিণী কানেড়া। তাল কওয়ালি ঠেকা।

আর কত দিন এ অধীন, দীনভাবাপন্নে রবে।
কৃপাময়ের কৃপা বিনা, দুঃখ নাশ কে করিবে॥
তুমি নাথ সর্ব্বময়, জান প্রভু সমুদয়,
বুঝিয়ে মন আশয়, তদ্রূপ কি কৃপা হবে।
সর্ব্বভূতেতে থাকিয়ে, রহ এ দাসে ভুলিয়ে,
আশা পূর্ণ কবে হবে, দুঃখ সব দূরে যাবে॥
সকল অন্তর স্থিত, হৃদয় ভাব বিদিত,
তবে কেন কৃপান্বিত, না হইবে সমভাবে॥ (৫৭)

রাগিণী বাহার। তাল জৎ।

কি দুঃখের বিষয় হলো, কেহ সত্য কয় না।
সত্য কহিলে কেহ, তাহে তুষ্ট হয় না॥
সত্য বাক্যে করে দ্বেষ, সত্যতার নাহি লেশ,
অসত্যে পূরিল দেশ, আর সত্য রয় না।
সত্য প্রকাশিত হবে, প্রবঞ্চনা ধ্বংস রবে,
সবে সত্য সত্য কবে, মিথ্যা প্রাণে সয় না॥ (৫৮)

রাগিণী বাহার। তাল জলদ্‌তেতালা।

যে কিছু ঐশ্বর্য্য নাথ, দিয়েছ নিজ কৃপায়।
ধন্য আপনারে মানি প্রভু, সতত তাহায়॥
যারে যত কৃপা তব, সে পায় তত বিভব,
ব্যক্তি ভেদে যে সম্ভব, তারে দিয়া থাক প্রায়।
এ অখিল জনগণ, সকলি তব সৃজন,
সমভাবে সবে ধন, নাথ কেন নাহি পায়॥
ব্যক্তি ভেদে অনুগ্রহ, ব্যক্তি বিশেষে নিগ্রহ,
কারে কবে যে বিগ্রহ, বুঝে উঠা হয় দায়।

দেবতা নর-প্রভৃতি, সৃষ্টিকর্ত্তা অধিপতি,
সকল ভূতেতে স্থিতি, আর বল কব কায়॥
অন্তর নির্ম্মল কর, কুবাসনা পরিহর,
নিবেদন পরাৎপর, চন্দ্র দেহী সত্য ধ্যায়॥ (৫৯)

রাগিণী দেশ মল্লার। তাল ধিমা কওয়ালি।

অবশ্য মরণ হবে, তবে কেন এত ভয়।
অলঙ্ঘ্য যদ্যপি জান, তথাপি কেন সংশয়॥
যাগ যজ্ঞ আরাধন, দেব দেবীর পূজন,
করিলে ব্রহ্মে স্মরণ, মরণ বারণ নয়।
কি তপস্যা সুদুষ্কর, যতই না জপ কর,
এ দেহ জান নশ্বর, ধ্বংস হইবে নিশ্চয়॥
যত আকার বিহীন, অমরণ চিরদিন,
আকার মাত্রে বিলীন, অবশ্য হইবে ক্ষয়।
নিতান্ত যাহা ঘটিবে, উল্লঙ্ঘন কে করিবে,
তবু ভয়ে ভীত সবে, মৃত্যু নামে কম্প হয়॥
মরণের অধিকার, নিবারণ সাধ্য কার,
নাম দেখে অন্ধকার, কিন্তু অন্যথার নয়।
যাহাতে নাহি নিস্তার, একগতি সবাকার,
এ ভয়ানক ব্যাপার, স্মরণে কাঁপে হৃদয়॥
অতএব গৃহ ত্যজ, নিভৃতে প্রণব ভজ,
চন্দ্র কেন নাহি মজ, কুটীর করি আশ্রয়॥ (৬০)

রাগিণী বাহার। তাল জলদ্‌তেতালা।

আশা-বীজ মনঃক্ষেত্রে, করিয়া বপন।
অঙ্কুরিত হলো ক্রমে, পত্র তার আকিঞ্চন॥
ধন রূপ শাখা তার, ক্রমে হইল বিস্তার,

বৃহত মূল ভাণ্ডার, গর্ব্ব ক্রম উপার্জ্জন।
এ বৃক্ষ যাহাতে যায়, চন্দ্র কর সে উপায়,
জ্ঞানরূপ অস্ত্রে তায়, সমূলে কর ছেদন॥ (৬১)

রাগিণী হামীর। তাল জলদ্‌তেতালা।

প্রণব বাচ্য গুরু, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঈশ্বর।
অদ্বিতীয় সর্ব্বপাতা, কারয়িতা পরাৎপর॥
ব্রহ্ম সকল প্রধান, এরূপ করিবে জ্ঞান,
দেবতা না কর ধ্যান, তাহে কিবা ক্ষতিকর।
ঐকান্তিক কর বেদ, বেদ কোরনা উচ্ছেদ,
পুরাণ করিলে ছেদ, কে করিবে মতান্তর॥
জ্ঞানির এই ত মর্ম্ম, বৈদিক করিবে কর্ম্ম,
পৌরাণিক নহে ধর্ম্ম, বাক্যে মাত্র আড়ম্বর।
প্রণবেরে আরাধিলে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ না বলিলে,
কি ক্ষতি এমন স্থলে, বুঝিলে হবে তৎপর॥
গায়ত্রী পাঠ করিলে, সকল কামনা ফলে,
পৌরাণিকী না জপিলে, তাহা কিবা হানিকর।
পূজিতে ইচ্ছা করিলে, ব্রহ্ম পূজ ফুলে জলে,
কি কাজ মূর্ত্তি পূজিলে, প্রতিমা নহে ঈশ্বর॥
জাতীয় কর তিলক, ইহা নহে পৌত্তলিক,
সম্প্রদা চিহ্ন ধারিক, বিভিন্নতা পরাপর।
বৈদিক করম যত, তাহে না হবে বিরত,
পৌরাণিক তন্ত্র মত, তাহে হও স্বতন্তর॥
পাষণ্ড বলি সে জনে, ঈশ্বর যে নাহি জানে,
প্রতিমাকে ব্রহ্ম জানে, চন্দ্র জ্ঞানে সে পামর॥ (৬২)

রাগিণী মল্লার। তাল কওয়ালি।

অকায় সকায় মধ্যে, না জানি কিছু নিশ্চয়।
কিবা সত্য কিবা মিথ্যা, কেমনে করি প্রত্যয়॥
সাকার কি নিরাকার, কে জানিবে সারোদ্ধার,
দুই দিক্ অন্ধকার, কিবা নয় কিবা হয়।
নয়নেরি অগোচর, নিগূঢ় জানা দুষ্কর,
তবে কোন্ দিকে ভর, উচিত ধর্ম্ম বিষয়॥
দেহান্তে পুনঃ আসিত, কি সত্য মিথ্যা জানিত,
অদৃশ্যে কিসে প্রতীত, আকারে করি প্রত্যয়।
ঈশ্বর যে নির্ব্বিশেষ, মূর্ত্তি যে কর্ম্ম বিশেষ,
তবে কেন হয় দ্বেষ, এ কি নিন্দনীয় নয়॥
ঈশ্বরের কোপানলে, দহিবে মূর্ত্তি মানিলে,
এরূপ কিসে জানিলে, কি প্রমাণ কেবা কয়।
ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার কীর্ত্তি, সকলি তাঁহার মূর্ত্তি,
চন্দ্রের এই প্রবৃত্তি, তিনি সবে অভ্যুদয়॥ (৬৩)

রাগিণী মল্লার। তাল কওয়ালির ঠেকা।

স্বভাবেতে আবির্ভূত, এই জগত সংসার।
স্বভাব অন্যথা কর্ম্ম, কে করিবে সাধ্য কার॥
স্বভাব স্বভাবভূত, স্বভাবে সবে আবৃত,
স্বভাবে জন্মে অমৃত, স্বভাবে করে সংহার।
কে পারে স্বভাবাতীত, স্বভাবে সবে আশ্রিত,
নাস্তি স্বভাব ব্যতীত, স্বভাব সমস্ত সার॥
ঈশ্বর পুরুষ আখ্যা, স্বভাব নারী সমাখ্যা,
কোন্ মতে করে ব্যাখ্যা, শাস্ত্রভেদেতে প্রচার।
পুরুষ প্রকৃতি বিনা, সৃষ্টি নহে সম্ভাবনা,

স্বভাব সর্ব্ব স্বাধীনা, স্বভাব গুণ চমৎকার ॥
স্বভাব ক্রিয়া সম্ভূত, কে স্বভাব বশীভূত,
স্বভাবে সবে সম্ভূত, স্বভাব যে মূলাধার।
ঈশ্বরের কারয়িতা, স্বভাব সহ মিলিতা,
উভয়ে কর্ম্ম জ্যেষ্ঠতা, ন্যূনাধিক্য বোঝা ভার ॥
দেখ গতির সঞ্চারে, স্তনে দুগ্ধ সদা ক্ষরে,
কিন্তু অপত্য সংহারে, দুগ্ধের নহে বিকার।
ঈশ্বরের অভিমত, যদি জন্ম মাত্রে হোত,
তবে দুগ্ধ সঞ্চারিত, স্তনে কেন হয় আর ॥
ঈশ্বর সর্ব্ব প্রধান, স্বভাবে সর্ব্ব বিধান,
সৃষ্টি স্থিতি সমাধান, চন্দ্রের উভয় সার ॥

(৬৪)

রাগিণী দেশ সুরট। তাল জলদ্তেতালা।

ঈশ্বর ব্যতীত বস্তু, কিবা আছে ত্রিসংসারে।
সকল নিয়ন্তা তিনি, বাহ্য কিম্বা অভ্যন্তরে ॥
বিভু বিনা বস্তু থাকে, কভু না মানিব তাকে,
যাহা দেখি দেখি তাঁকে, নিকটে কিম্বা অন্তরে।
নশ্বর কি অনশ্বর, তিনি ব্যাপ্ত চরাচর,
যা দেখি তাতে ঈশ্বর, সে বিনা কে মান্য করে ॥
প্রতিমায় নহেন্ তিনি, ব্যাপিত্ব খণ্ডে তখনি,
সর্ব্বব্যাপী যদি মানি, তবে আছেন সর্ব্বান্তরে।
মৃচ্ছিলা ধাতু সলিলে, কাষ্ঠে লোষ্টে সর্ব্বস্থলে,
গুহ্য ভাবে যে সকলে, জ্ঞানাজ্ঞানে বাস করে ॥
ঈশ্বর বস্তুতে মূর্ত্তি, গঠিলে হয় কুবৃত্তি,
তিনি ছাড়া কি প্রবৃত্তি, মানবের হতে পারে।
এমন বস্তু যদি থাকে, যাতে নাহি দেখি তাঁকে,

তবে পূজা পৌত্তলিকে, নিন্দ অশেষ প্রকারে ॥
যে দিকে ফিরাই আঁখি, সব ব্রহ্মময় দেখি,
এই ভাবে চন্দ্র সুখী, ব্যাপ্ত তিনি চরাচরে ॥

(৬৫)

রাগিণী ইমন্ কল্যাণ। তাল জলদ্‌তেতালা।

তুমি ত মূর্ত্তিতে আছ, তবু সবে দ্বেষ করি।
দেব দেবী আদি যত, সব-স্বরূপ তোমারি ॥
সবে তব সমভাব, আমাদের পরভাব,
মানবের এস্বভাব, দ্বিভাবেতে অহঙ্কারি।
প্রতিমা মূর্ত্তি পূজিলে, পাছে পৌত্তলিক বলে,
কিন্তু তুমি সর্ব্বস্থলে, তাহা না মনে বিচারি ॥
প্রতিমা পূজা জঘন্য, নব্যদলে নহে গণ্য,
অবৈদিক ভাব ধন্য, একি বুদ্ধি বলিহারি।
তুমি আছ সর্ব্ব ঘটে, তুমি ঘটে তুমি পটে,
সে পূজায় কেন চটে, কিছু বুঝিতে না পারি ॥
চেতন কি অচেতনে, জীবি কিম্বা নির্জীবনে,
জড় কিম্বা মূর্ত্তিমানে, তোমার স্বরূপ হেরি।
তুমি নাহি প্রতিমায়, কিন্তু আছ মৃচ্ছিলায়,
কাষ্ঠ লোষ্ট্র যে রূপায়, নানাবিধরূপধারি ॥
ধাতু প্রস্তর সলিলে, পাপ পুণ্য সর্ব্বস্থলে,
তুমি আছ ভূমণ্ডলে, সমভাবে সমাচারি।
জগৎ ব্যাপ্ত তুমি হও, সবে সমভাবে রও,
একে হও একে লও, এভাব মহাচাতুরি ॥
সকলে ব্রহ্ম মানিব, মূর্ত্তিতে কেন ত্যজিব,
সর্ব্বময় কি জানিব, বাছাবাছি অধিকারী।
পুণ্যেতে ব্রহ্মের স্থিতি, পাপেও ব্রহ্ম বসতি,

ব্রহ্মের সকলে জ্যোতি, পাপ পুণ্য সৃষ্টিকারী ॥
তাঁর সৃষ্টি ছাড়া থাকে, কভু না মানিব তাকে,
যাহে গড়ে প্রতিমাকে, তাতেও ব্রহ্ম মাধুরি।
ব্রহ্মময় না বলিলে, অপূজ্য মুর্ত্তি সকলে,
তিনি স্থিত সর্ব্বস্থলে, অকায় মুর্ত্তি প্রচারি ॥
ব্রহ্ম হলে বিশেষণ, সর্ব্বময়ত্ব খণ্ডন,
চন্দ্র বেদান্ত ধারণ, সকলে ব্রহ্ম লহরী ॥

(৬৬)

রাগিণী আড়ানা। তাল জলদ্‌তেতালা।

তোমার কিম্বা আমার, পাপ পুণ্য ভোগ কার।
বায়ুতে বায়ু মিশায়, দেহমাত্র সব্ অসার ॥
এ দেহ হইলে ধ্বংস, নাহি কিছু থাকে অংশ,
যদবধি রহে হংস, তদবধি সব্ বিচার।
পরমাণুর নহে নাশ, তাহে জীবের কোথা বাস,
তবে কিসে কি বিশ্বাস, দেহান্তে হবে বিচার ॥
পাপী কিম্বা পুণ্যবান্, গতাসু সম বিধান,
ব্রহ্ম ছাড়া কোথা স্থান, লিপ্ত ত্যজ্য কেবা তাঁর।
পাপীর হইবে ক্লেশ, ইহা যে বিষম শ্লেষ,
ব্রহ্মের কি আছে দ্বেষ, এ সমস্যা জানা ভার ॥
যিনি ব্যাপ্ত চরাচর, তাঁর কেবা আত্ম-পর,
স্নেহপাত্র ঘৃণাকর, ব্রহ্মের সম বিচার।
পুণ্যাত্মা ব্রহ্মে বিলীন, পাপী পাপেতে মলিন,
কেহ সুখী নহে দীন, একি ঈশ ব্যবহার ॥
পুণ্যেতে ব্রহ্মে বসতি, পাপে তাঁর নহে স্থিতি,
ব্যাপিতত্ব বিনশ্যতি, হয় কি না হয় তাঁর।
ভুতেষু যাঁহার আখ্যা, পাপে নাই কর ব্যাখ্যা,

তবে কার হবে রক্ষা, পাপ পুণ্য এ সংসার ॥
কারে বা ব্রহ্ম সদয়, কারে বা ব্রহ্ম নির্দ্দয়,
এরূপ যদি বা হয়, তবে নাহি প্রতীকার।
সর্ব্বভূতে অধিষ্ঠান, সর্ব্বভূতে যে সমান,
তাঁর চন্দ্র সম জ্ঞান, পাপ পুণ্য একাকার ॥ (৬৭)

রাগিণী ইমন্ কল্যাণ। তাল জলদ্‌তেতালা।

কে খণ্ডিতে পারে বল, ভবিতব্য যা ঘটিবে।
তাহে উল্লঙ্ঘন করে, এমন কে আছে ভবে ॥
ভবিষ্য ঘটনা যত, ঘটিবে সময় মত,
তাহে হইতে বিরত, ক্ষমতাতীত মানবে।
ঈশ্বর নিয়ম হয়, কিন্তু তাঁর সাধ্য নয়,
ঘটিবার যা ঘটয়, হবার তাহা হইবে ॥
ভবিতব্যের সময়, প্রবৃত্তি তদ্রূপ রয়,
নিবৃত্তি কি সে সময়, করিবেন দেবী দেবে।
এমনি হয় যোজনা, খণ্ডে না সেই ঘটনা,
কর তা যত প্রার্থনা, ঘটিবে কে বা রাখিবে ॥
ভবিতব্যেতে নিস্তার, অসাধ্য যে দেবতার,
মানুষ কি আর ছার, ভবিষ্য সব ফলিবে।
ভবিতব্য এই রীত, আপনি নহে খণ্ডিত,
সময়েতে উপস্থিত, বল কে উত্তীর্ণ হবে ॥
তপস্যা জপ পূজন, যাগ যজ্ঞ আরাধন,
কোন্ মতে কে খণ্ডন, করিতে তাহা পারিবে।
যত হও সচেতন, ভবিষ্য না নিবারণ,
চন্দ্রের এই কথন, ভবিতব্য কে খণ্ডিবে ॥ (৬৮)

রাগিণী লুম খাম্বাজ। তাল কওয়ালি।

তুমি মম ধ্যান জ্ঞান, তুমি এ দেহে জীবন।
তুমি মান তুমি প্রাণ, তুমি মনের মনন॥
তুমি স্নেহ আস্পদ হে, তুমি উৎসাহ কারণ।
তুমি একমাত্র মম, সকল সুখ-ভাজন॥
তুমি মম অক্ষি-জ্যোতি, তুমি সর্ব্ব আকিঞ্চন।
তুমি উৎসাহ কেবল, তুমি হৃদয়-রঞ্জন॥
শয়নে কিম্বা স্বপনে, চাক্ষুষ করি দর্শন।
যথায় তথায় থাকি, মন করে আকর্ষণ॥
তোমার নাম ব্যতীত, মনে না হয় ধারণ।
সকল বিস্মৃত হয়ে, তোমারে করি স্মরণ॥
স্বহৃদয় সিংহাসনে, যেরূপ করি স্থাপন।
সেই সুখ-সহবাসে, সতত কালযাপন॥
বিপদে শঙ্কটে কর, সাত্ত্বিক প্রেম-পালন।
মানসে উৎসাহ রাখ, চন্দ্র, হইবে মিলন॥ (৬৯)

রাগিণী দেশমল্লার। তাল জলদ্‌তেতালা।

সংসারের সার যিনি, কোথা আর কিসে রয়।
অসার যে কোন্ বস্তু, যাহাতে সে সার হয়॥
সার বিনা কিবা থাকে, অসার বলিব কাকে,
এসব কথা বিপাকে, অসার সার বিষয়।
ভেবে দেখ যথা তথা, অসারেতে সার গাঁথা,
সসারে অসার কোথা, তথাপি অসার কয়॥
সার বিরাজে সবেতে, অসার নাহি জগতে,
অসার বলা কথাতে, অযুক্তি এ সমুদয়।
জগতের সার যিনি, অসারে আছেন তিনি,

অসার যদ্যপি মানি, সার সে অসারে জয়।
সার ব্রহ্ম সর্ব্ব ভূতে, সার সকল বস্তুতে,
স্নেহ হয় সার যুতে, সারে সে যে জগন্ময়।
সার বাহির ভিতরে, অসার কি হতে পারে,
সার থাকিলে অসারে, অসার কথা বাতায়।
সর্ব্ব সার করি জ্ঞান, অসারে বিরাজমান,
সকল যাঁর সমান, অসার কেন প্রত্যয়।
অসার ভ্রম সংস্কার, অসার কৈ যথা সার,
অসার বলা বিকার, গূঢ়ভাবে সার-চয়॥
অসার বলয়ে যারা, সার নাহি জানে তারা,
চন্দ্র নাহি হয়ো হারা, সার ব্রহ্ম নিরাময়॥ (৭০)

রাগিণী বাহার আড়ানা। তাল জলদ্ চেতালা।

সকল কর্ম্মের সূক্ষ্ম, সংগ্রহ করহ সার।
মর্ম্ম ছাড়া কর্ম্ম নাই, জানিবে হে সারোদ্ধার॥
পূজার সার হয় ভক্তি, কার্য্যের সার দেখ যুক্তি,
জ্ঞানের সার যথা মুক্তি, এই ত শাস্ত্র বিচার।
মনের সার দেখ কর্ম্ম, সাধুর সার সদা ধর্ম্ম,
যোদ্ধার সার গাত্রে বর্ম্ম, ঐকান্তিক সার নিস্তার॥
বিপদের সার ধৈর্য্য, প্রশংসার সার কার্য্য,
রূপের সার মাধুর্য্য, রাজ্যের সার সুবিচার।
সতীর সার হয় পতি, পিতার সার সন্ততি,
পূজার সার হয় নতি, যোগের সার অবিকার॥
দেবতার সার ইন্দ্র, শীতলের সার চন্দ্র,
নাগের সার ফণীন্দ্র, ধন্বন্তরি বৈদ্য সার।
তস্করের সার নিশা, সাধুর সার উত্তম আশা,

আশার সার ভরসা, নিন্দার সার তিরস্কার ॥
ভোজনের সার ক্ষুধা, আহারের সার সুধা,
শত্রুর সার হয় দ্বিধা, স্তুতির সার নমস্কার।
গীতের সার তান্‌সুর, ক্ষত্রিয় সার হয় শূর,
ধ্যানের সার প্রচুর, ব্রাহ্মণ সার নিষ্ঠাচার ॥
ভৃত্য সার প্রভুভক্ত, শরীর সার হয় রক্ত,
ক্রোধের সার বিরক্ত, ঐশ্বর্য্য সার ভাণ্ডার।
দহনের সার তপন, তেজের সার বজ্র হন,
বলের সার পবন, বারি সার পারাবার ॥
কীর্ত্তির সার চিরস্থিতি, ভার্য্যার সার গুণবতী,
সাধ্বীর সার সীতা সতী, ভূষা সার অলঙ্কার।
যুদ্ধ সার সেনা ঐক্য; রতন সার মাণিক্য,
প্রতিজ্ঞার সার বাক্য, কথার সার আচার ॥
পাপ কর্ম্ম সার ভোগ, ঋষি মুনির সার যোগ,
অনিয়ম সার রোগ, তুষ্ট সার পুরস্কার।
দেবীর সার মহাকালী, দাতার সার দৈত্য বলি,
কুকর্ম্মের সার কলি, পাপ সার অনাচার ॥
প্রভা সার দিবাকর, কর্ম্ম সার তৎপর,
চন্দ্র সার পরাৎপর, ঈশ্বর সারাৎসার ॥

(৭১)

রাগিণী মুলতানি। তাল জলদ্‌তেতালা।

মনে মহা দুরাশয়, ভরসামাত্র তোমার।
বিপর্য্যয় ধনাশয়, আয়াঅষ্ট দুর্নিবার ॥
লোভের নাহিক শান্তি, ভ্রম-গুণে সদা ভ্রান্তি,
পুণ্য নাহি এক ক্রান্তি, দোষে নাহি প্রতিকার।
প্রয়াস বৃদ্ধি বিষয়ে, মানস ধন সঞ্চয়ে,

অভিলাষ কু আশয়ে, প্রবৃত্তি নষ্ট সংস্কার ॥
বাসনা সদা অলীক, স্পৃহা মনে তামসিক,
ভৌতিক পারমার্থিক, অনায়ে ভাবে সুসার।
ধনি লোকে অভিমান, মানি মজে অহংজ্ঞান,
ধন জন্য ধনবান্, রাজা লোকে অহঙ্কার ॥
কার ধন কেবা পায়, কার ধন কোথা যায়,
কুলালচক্রের ন্যায়, গতাগতি জানা ভার।
ধনের চঞ্চলা-গতি, এক স্থানে নহে স্থিতি,
কখন কোথা বসতি, কে জানিবে সারোদ্ধার ॥
ত্যজ রাজ্য ধন গর্ব্ব, যার নামে হবে খর্ব্ব,
ক্রমান্বয়ে দেখ সর্ব্ব, চন্দ্র বিষয় অসার ॥ (৭২)

রাগিণী হাম্বীর। তাল জলদতেতালা।

পুণ্যে ঈশ্বর আবাস, পাপেও ঈশ্বর বাস।
বাছাবাছি কর যদি, ব্যাপিত্ব হইবে নাশ ॥
জগত ব্যাপিত হন, সর্ব্বভূতে তিনি রন,
বিশেষ্য ও বিশেষণ, এ নহে শাস্ত্র আভাষ।
শাস্ত্রেও যাহা কহে না, তর্কেও যাহা রহে না,
এ কথা মনে সহে না, বৃথায় বাক্য বিন্যাস ॥
যত জীব সচেতন, যত জীব অচেতন,
যত বস্তু নির্জীবন, জানে ব্রহ্মের প্রকাশ।
বেদান্তের মত যাহা, জ্ঞানিগণ গ্রাহ্য তাহা,
স্বকল্পিত মত কহা, শাস্ত্রে বিরুদ্ধ প্রকাশ ॥
বাহ্য অথবা অন্তরে, যে বিরাজে চরাচরে,
চন্দ্র তারে কি প্রকারে, সর্ব্বেষু করে বিনাশ ॥ (৭৩)

রাগিণী মল্লার। তাল ঠেকা কওয়ালি।

শাস্ত্র মর্ম্ম ব্রাহ্মধর্ম্ম, মধ্যবর্ত্তির বোঝা ভার।
কিবা সত্য কিবা মিথ্যা, কিবা সার কি অসার॥
পুরাণে যে দেবদেবী, মহামূর্ত্তা নানা ছবি,
গান বাদ্য আর কবি, মন্ত্রে পূজিত সাকার।
এক ব্রহ্ম নদ্বিতীয়, কোথা বা থাকে তৃতীয়,
বেদবিধি বর্জ্জনীয়, এক ব্রহ্ম নিরাকার॥
উত্তরেই অনুমানে, যারে পায় তারে মানে,
ঠিক্ কেহ নাহি জানে, সব দিক্ অন্ধকার।
বিশ্বাসে করি নির্ভর, সত্য মিথ্যা নিরন্তর,
অনুমানে করি ভর, বাক্য বিন্যাসে প্রচার॥
তুমি কেবা কারে মান, তিনি কে তাঁহারে জান,
হৃদয়ে যে তাঁরে আন, কেন কর অবিচার।
যারে ভাব সেই তুমি, যারে ডাক সেই আমি,
আমি তুমি ভ্রমে ভ্রমি, সন্ধান কি পাবে তাঁর॥
আমি আমি বল যাঁরে, পড়ে ভ্রম অন্ধকারে,
আমি কেবা জান তাঁরে, সূক্ষ্ম করিয়া বিচার।
মতের ফাঁদ পেত না, যেমতে কেহ যেত না,
ঠিক্ না জেনে মেত না, তাহে কেবল তিরস্কার॥
আন্তরিক প্রেমে মজ, নিভৃতে ঈশ্বর ভজ,
ভণ্ড ব্যাখ্যা শশী ত্যজ, তবে বোধ হবে সার॥ (৭৪)

রাগিণী মুলতানি। তাল জলদ্‌তেতালা।

ধর্ম্ম বিদ্বেষ ত্যজিয়ে, মধ্যবর্ত্তি সবে হও।
গোঁড়ামি ছাড়িয়ে সবে, নিরপেক্ষ কথা কও॥
কেবা জানে কিবা স্থূল, কেবা জানে কিবা মূল,

কার সত্য কার ভুল, জানিয়া সে পথ লও।
আত্মবৎ মান জগৎ, এই অভিমত অসৎ,
কিবা জ্ঞানে বুঝিলে তৎ, তুমিও তো জ্ঞানি নও॥
ঋষিগণ বাক্য ত্যাগ, বেদের মতে বিরাগ,
জ্ঞানি বলে অনুরাগ, কিন্তু কথা নাহি সও।
বেদ বিরোধীয় কর্ম্ম, তাহা নহে কোন ধর্ম্ম,
জ্ঞানি ঋষি বাক্য মর্ম্ম, শশী সেই মতে রও॥ (৭৫)

রাগিণী ইমনকল্যাণ। তাল চৌতালা।

দুগ্ধ সম হয় দেহ, আত্মা নবনীত সম।
অজ্ঞানে অদৃশ্য বাস, একরূপ বোধ ভ্রম॥
দুগ্ধ হইতে মাখন, প্রকাশে হলে মথন,
মিশ্রিত ভাবে যখন, তখন এক নিয়ম।
প্রচ্ছন্ন ভাবে নিবাস, শরীরে করেন বাস,
যোগ বলে স্বপ্রকাশ, বিধিমতে হলে ক্রম॥
ছায়ারূপে নিরাকার, শরীরে বসতি তাঁর,
চন্দ্র ভাব এ প্রকার, পুরাণ পুরুষোত্তম॥ (৭৬)

রাগিণী সাহানা। তাল জলদতেতালা।

এক সত্য পালনে হয়, শত শত যজ্ঞধর্ম্ম।
সত্যেরি পালন করা, বেদেরি প্রধান মর্ম্ম॥
সত্য ভজ সত্য কহ, সত্য কর সত্যে রহ,
সত্য ধর্ম্ম সবে লহ, সত্যই নিগূঢ় কর্ম্ম॥ (৭৭)

রাগিণী ইমন্ গৌরী। তাল জলদতেতালা।

কি আর বলিব নাথ, অন্তর্যামী সব জান।
মনের বাসনা পূর্ণ, যাহে হয় কর বিধান॥
সর্ব্বময় সর্ব্বজ্ঞাতা, সর্ব্ব বিজয়ী বিধাতা,
জগতের সুখদাতা, পরমাত্মা পূর্ণ জ্ঞান॥ (৭৮)

রাগিণী মুলতানি। তাল জলদ্‌তেতালা।

তুমি যার বন্ধু নাথ! তাহার ভাবনা কারে।
একশ্চন্দ্রস্তমোহন্তি তারা কে গণনা করে॥
সর্ব্ব বিপদ ভঞ্জন, সকল দুঃখ মোচন,
সফল তার জীবন, হৃদয়ে যে ধ্যান করে॥ (৭৯)

রাগিণী মুলতানি। তাল জলদ্‌তেতালা।

নাথ! সবে যদি, সমভাবে ধনী হইত।
বৃত্তিভোগীর যত কর্ম্ম, কেবা করিত॥
হইয়ে স্ব স্ব প্রধান, না রহিত সমাধান,
কিরূপে কার্য্য বিধান, হতো সম পরিমিত।
কেহ বা পায় ঐশ্বর্য্য, কেহ করে পরিচর্য্যা,
এ কি কৌশল আশ্চর্য্য, কার্য্যধারা নিয়মিত॥
না থাকিলে মান্যামান্য, কে করিত কারে গণ্য,
তোমার নিয়ম ধন্য, চন্দ্র সদা আপ্যায়িত॥ (৮০)

রাগিণী মুলতানি। তাল জলদ্‌তেতালা।

আর কারে বলি নাথ! তুমি ত সব প্রধান।
নিতান্ত অধীন তোমার, বুঝিয়ে কর বিধান॥
তোমারে দিয়েছি ভার, আছে সব অধিকার,
সংহার কিম্বা নিস্তার, কর তাহা সমাধান॥ (৮১)

রাগিণী সরফর্‌দা। তাল জলদ্‌তেতালা।

অসত্যতা কেন মন, সদা কর সৎ সূচনা।
জ্ঞান তত্ত্ব না হও মত্ত, কর তাঁহার শোচনা॥
সর্ব্ব গুরু মুলাধার, নিরাকার নির্ব্বিকার,
সমস্ত জগদাধার, কর তাঁর আলোচনা॥ (৮২)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল একতালা।

রক্ষাং কুরু রক্ষাং কুরু, সমূহ বিপদে।
রক্ষাং কুরু মানং প্রভু, রক্ষাং কুরু সম্পদে॥
রক্ষাং কুরু ভীষণ বাটে, রক্ষ নদ নদীতটে,
রক্ষাং কুরু সব সঙ্কটে, নিবেদন শ্রীপদে॥ (৮৩)

রাগিণী সুরটমল্লার। তাল কওয়ালি।

সৃজন কারণে, কেন ভজ না।
কল্পিত আরাধনা, মন হতে ত্যজ না॥
সৃষ্টি স্থিতি নাশ যারে, আপন ক্ষমতায় করে,
সে কি ব্রহ্ম হতে পারে, সত্যে কেন মজ না॥ (৮৪)

রাগিণী লুম খাম্বাজ। তাল যৎ।

চলিলাম দেশে প্রভু, রক্ষা কর সঙ্কটে।
জঙ্গমে দুর্গমে বাটে, শকটে তটে॥
তব কৃপায় নিরঞ্জন, করি দেশ পর্য্যটন,
ভরসা তব চরণ, যেন বিঘ্ন নাহি ঘটে॥ (৮৫)

রাগিণী লুম খাম্বাজ। তাল যৎ।

সত্য ভজ সত্যে মজ, সত্য সকল প্রধান।
সত্য ধ্যান সত্য জ্ঞান, সত্যে কর সমাধান॥
বেদ বিহিত শ্রেষ্ঠ, তাহে নাহি হয়ো ভ্রষ্ট,
ত্যজ্য কর অপকৃষ্ট, মহাজন পথ বিধান॥ (৮৬)

রাগিণী বেহাগ। তাল আড়া ঠেকা।

জগদীশ রাখ মান, যেন না হইতে হয় মানে অপমান।
ছার সম ধন বুঝি, ছার সম এই প্রাণ॥
মান হয় গরিষ্ঠ সর্ব্ব, মান গেলে হয় খর্ব্ব,
মান থাকা এই গর্ব্ব, মানব মান প্রধান।

কি ফল হইবে ধনে, কি ফল হবে এ প্রাণে,
প্রাণ যায় মানে মানে, উচিত এই বিধান ॥
যায় যদি সর্ব্ব ধন, সফল হয় মরণ,
যায় যদি এ জীবন, তবে পাই পরিত্রাণ ॥ (৮৭)

রাগিণী সিন্ধুকাফি। তাল ধিমাতেতালা।

এই দেহের কিসে অহংকার, মন হয় তোমার।
মৃণ্ময় দেহ ইহা, অন্তর বাহ্য সব অসার ॥
পাঞ্চভৌতিক এ দেহ, তোমার নাহিক কেহ,
তবে কেন এত স্নেহ, তাহা বুঝে উঠা ভার।
জন্মিলে হবে মরণ, করিবে কেবা বারণ,
বুঝে ইহা দেখ মন, সকলের এক আকার ॥
নানা বিধান যতনে, দেহ কি রহে পতনে,
কালের স্বভাব গুণে, ক্রমে হবে ছার খার।
কি সম্বন্ধ দেহ প্রাণে, কি সম্বন্ধ এ ভুবনে,
স্থায়ী মাত্র কিছু দিনে, পরে সকলি আঁধার ॥
যে আছে সব শরীরে, বিরাজে চন্দ্র মন্দিরে,
সেই ত আছে বাহিরে, আত্মা ব্রহ্ম সমাকার ॥ (৮৮)

রাগিণী ইমন্‌কল্যাণ। তাল চৌতালা।

প্রথম বন্দ সর্ব্বব্যাপী, প্রভু নিরাকার।
সূর্য্যবংশ অবতংস, রাম অবতার।
মীন কমঠ শূকর, নরসিংহ ভয়ঙ্কর,
রেণুকা-সুত কঠোর, বুদ্ধ হিংসা প্রতীকার।
হলধর শ্বেত বরণ, খর্ব্বাকার শ্রীবামন,
কল্কী ম্লেচ্ছ-নিসূদন, প্রভু দশধা আকার ॥

অজ অনাদি অক্ষর, সর্ব্ব মুল পরাৎপর,
সর্ব্ব ঘট পরমেশ্বর, চন্দ্র ভজ বিশ্বাধার ॥ (৮৯)

রাগিণী বেহাগ। তাল আড়া ঠেকা।

তুহি জ্ঞান তুহি ধ্যান, তুহি মান তুহি প্রমাণ।
তুহি জান তুহি অজান, তুহি প্রাণী অনেকে প্রাণ।
তুহি মন তুহি যতন, তুহি ধন তুহি রতন,
তুহি শরণ তুহি ভুবন, তুহি জীবন তুহি প্রধান ॥
তুহি জল তুহি স্থল, তুঁহি বরণ তুহি নির্ম্মল,
তুহি করণ তুহি উজ্জ্বল, তুহি কারণ তুহি বিধান।
তুহি পুণ্য তুহি ধর্ম্ম, তুহি শূন্য তুহি কর্ম্ম,
তুহি ধন্য তুহি মর্ম্ম, তুহি মান্য তুহি কল্যাণ ॥
তুহি অধ তুহি আকাশ, তুহি দিক্ তুহি প্রকাশ,
তুহি শ্বাস তুহি প্রশ্বাস, তুহি চেতন তুহি নির্ব্বাণ।
তুহি অনন্ত তুহি অচল, তুহি অতল তুহি বিতল,
তুহি বল তুহি সম্বল, তুহি তল তুহি নিদান ॥
তুহি জরায়ুজ অণ্ডজ, তুহি উদ্ভিজ্জ স্বেদজ,
তুহি দেব তুহি দনুজ, তুহি সূক্ষ্ম তুহি মহান্।
তুহি জীব তুহি কায়া, তুহি কৃপা তুহি মায়া,
তুহি জ্যোতি তুহি ছায়া, তুহি এক চন্দ্র ত্রাণ ॥ (৯০)

রাগিণী জয়জয়ন্তী। তাল চৌতাল।

আত্মারূপে সর্ব্বঘটে, স্থিত ত্বং হি নিরাকার।
তোমার অভাবে নাথ, সবে হবে শবাকার ॥
তুমি জীব সচেতন, তুমি অজপা কারণ,
তুমি ব্রহ্ম সনাতন, তুমি সর্ব্বমুলাধার।

দেহ যন্ত্র যন্ত্রী তুমি, তুমি কহ আমি আমি,
অখিল ব্রহ্মাণ্ড স্বামী, তুমি সব সারাৎসার ॥
তোমার ত্যাগে অচল, তোমার স্থায়িত্বে বল,
তুমি ত চন্দ্র সম্বল, তুমি জগত আধার ॥ (৯১)

রাগিণী সুরটমল্লার। তাল আড়াঠেকা।

এ দেহের অভ্যন্তরে, কেবা করে অবস্থিতি।
কেবল কি জীব আত্মা, কিম্বা পরমাত্মা ভাতি ॥
ইহার নির্ঘণ্ট যখন, জানিবে বুঝিবে তখন,
অন্য ভাব আছে এখন, জান না স্বরূপ গতি।
নিতান্ত তোমার কাছে, অন্তরেই যেই আছে,
তবু ভ্রান্তি হইতেছে, তবে নাহি অব্যাহতি।
নিগূঢ় ভাবিয়া দেখ, অন্যের কাছে কেন শেখ,
চন্দ্রের এই কথা রেখ, প্রকাশ পাইবে জ্যোতিঃ ॥ (৯২)

রাগিণী জয়জয়ন্তী। তাল চৌতাল।

ব্রহ্ম যদি ঘটে ঘটে, আছেন বিরাজমান।
পাপ পুণ্যভোগী তবে, কে হবে বল বিধান ॥ (আস্থাই)
জীবের কিবা ক্ষমতা, আত্মা সর্ব্বকারয়িতা,
শুভাশুভ জ্ঞানদাতা, আত্মাই সর্ব্বপ্রধান। (অন্তরা)
তাঁর নিয়োগে করে কর্ম্ম, এতে জীবের কি অধর্ম্ম,
বোঝা ভার এর মর্ম্ম, বলিবে কে সে সন্ধান ॥
তাঁর ইচ্ছায় সুবৃত্তি, তাঁর ইচ্ছায় কুবৃত্তি,
যোজনায় অনুবর্ত্তী, যে দিকে প্রবৃত্তি লওয়ান। (অভোগ)
যদি পাপ পুণ্য থাকে, সে ফল ফলিবে কাকে,
করিলে ভেদ জীবাত্মাকে, মানব পশু সমান ॥

কোন কোন মতে কহে, জীবাত্মা কেবল দেহে,
পরমাত্মা ভিন্ন রহে, এতে কি আছে প্রমাণ। (অভোগ)
জীব আত্মা এক নয়, পরমাত্মা ভিন্ন হয়,
জানা ইহার নিশ্চয়, সে কেবল অনুমান॥
আত্মার সুখ দুঃখ নাস্তি, জীব মাত্র পায় শাস্তি,
নির্লিপ্ত অথচ অস্তি, কিরূপে হবে সে জ্ঞান। (অভোগ)
জ্ঞান হইবে যখন, অভেদ হবে তখন,
জীব আত্মা ভিন্ন হন, অনেকে করে ব্যাখ্যান।
পাত্রে পাত্রে রাখি জীবন, দেখ তাহে বহু তপন,
শূন্যে জ্যোতি অদর্শন, আধারে প্রকাশমান্। (অভোগ)
আত্মার স্থায়িত্বে সব, সুখ দুঃখ অনুভব,
তার ত্যাগে দেহ শব, কে পাপী কে পুণ্যবান্॥
জীবাত্মা তো নিরাকার, তবে ভোগ হবে কার,
এই দেহ হোলে ছার, পুন দেহ কোথা পান। (অভোগ)
সে কে যে করিবে ধর্ম্ম, কে সে করে পাপকর্ম্ম,
কে ভুগিবে বল মর্ম্ম, হয়ে অতিক্রূপাবান্॥
আত্মার হ'লে বিয়োগ, কার হবে অনুযোগ,
জীবসত্বে ভোগাভোগ, নির্জ্জীবে কে দণ্ড পান। (অভোগ)
নিঃশেষ হইলে হংস, অবশ্য দেহের ধ্বংস,
আত্মাগত জীব অংশ, কে হইবে মূর্ত্তিমান্॥
চন্দ্রের সংশয় যাহা, মীমাংসা করহ তাহা,
কেবল মাত্র বাক্যে কহা, করো না তর্কের ভান॥ (৯৩)

রাগিণী জয়জয়ন্তী। তাল চৌতাল।

আত্মারূপে সর্ব্ব ঘটে, তিনি জীব সচেতন।
অভেদ জীব আত্মনি, জানিবে বেদ-বচন॥ (আস্থাই)

আত্মার দেহ আধার, জীবরূপে নিরাকার,
বস্তু বিনা কি প্রকার, হবে তাঁর উদ্দীপন। (অন্তরা)
পরিষ্কার পাত্রে জল, থাকিলে দেখ নির্ম্মল,
তদ্রূপ আত্মার স্থল, প্রকৃতি মূল কারণ॥
পুনর্ব্বার সেই জলে, রাখহ মলিন স্থলে,
পাত্রদোষে ক্রিয়া ফলে, স্থানগুণে বিশেষণ। (অভোগ)
শর্করা মিশ্রিত বারি, হবে মিষ্ট স্বাদু তারি,
তিক্ত রস মিশ্র করি, স্বাদ হয় পরিবর্ত্তন॥
বারি নহে মিষ্ট তিক্ত, কিন্তু দ্রব্যে হ'লে সিক্ত,
গুণাগুণ অতিরিক্ত, মূল হয় বিসর্জ্জন। (অভোগ)
প্রকৃতি গুণে সুস্থির, প্রকৃতি দোষে অস্থির,
দ্রব্যগুণে যথা নীর, মিষ্ট তিক্ত আস্বাদন॥
নির্লিপ্ত নির্গুণা যিনি, অপাপ অক্রিয় তিনি,
সর্ব্বত্র তাঁহারে মানি, তিনি জীব তিনি জীবন। (অভোগ)
এই যে শরীরভার, বহিবার সাধ্য কার,
আত্মাই মূল আধার, তিনিই সর্ব্ব কারণ॥
ঘটাচ্ছন্ন দীপন্যায়, নিশ্চেষ্ট নির্গুণ প্রায়,
অনাদি সিদ্ধ প্রভায়, মূলভূত গুণভাজন। (অভোগ)
তাঁর সাধ্যে দেহ বহে, তাঁর স্থায়িত্বে দেহ রহে,
তাঁর শক্তি বাক্য কহে, তাঁর ত্যাগে দেহ পতন॥
সেই ত আত্মা জানিবে, নির্লিপ্ত বসতি জীবে,
প্রকৃতি ক্রিয়া-স্বভাবে, আত্মা ন দোষ ভাজন। (অভোগ)
দুগ্ধে যথা ঘৃত স্থিতি, অগ্নিতে ধূম বসতি,
তদ্রূপ আত্মার জ্যোতি, ঘটে ঘটে নিরঞ্জন।

আত্মা সমভাবে স্থিত, চন্দ্র-হৃদি বিরাজিত,
কর্ম্মগুণে হিতাহিত, আত্মা সত্য সনাতন ॥ (৯৪)

রাগিণী ইমন্ কল্যাণ। তাল চৌতাল।

নমস্তে সর্ব্বভূতেষু, নমামি সর্ব্ব কারণং।
নমস্তে সর্ব্বশক্তিমন্, নমামি সর্ব্ব জীবনং ॥
নমস্তে পরিপূর্ণায়, নমস্তে বেদ-মান্যায়,
নমস্তে ভূত চৈতন্যায়, নমামি সৎ সনাতনং।
নমস্তে জ্যোতিঃ স্বরূপায়, নমস্তে সত্যজ্ঞানায়,
নমস্তে জ্ঞানাধারায়, নমামি সর্ব্বরূপিণং ॥
নমস্তে নির্লিপ্তায়, নমস্তে নির্ব্বিকারায়,
নমস্তে সারাৎসারায়, নমামি জগৎ শিল্পিনং।
নমস্তে অখিল ব্যাপিনে, নমস্তে চিৎস্বরূপিনে,
নমস্তে জগৎ স্বামিনে, নমামি সকল জ্ঞানং ॥
নমস্তে সত্য অজরায়, নমস্তে নিত্য অমরায়,
নমস্তে প্রণব-বাচ্যায়, নমামি ত্বাং নিরঞ্জনং।
নমস্তে অচিন্ত্য চিন্তায়, নমস্তে শোকরহিতায়,
নমোস্তুতে নির্লেপায়, নমামি সর্ব্ব সাধনং॥
নমোস্তুতে আনন্দায়, নমোস্তুতে অনন্তায়,
নমোস্তুতে নির্গুণায়, নমামি সর্ব্ব চেতনং।
নমস্তে জীবরূপায়, নমস্তে ভুবন বীজায়,
নমস্তে হংসরূপায়, নমামি অপাপ সগুণং।
নমস্তে কৃপানাথায়, নমস্তে জগন্নাথায়,
নমোস্তুতে মুক্তিদায়, নমামি চন্দ্রপূজনং ॥ (৯৫)

রাগিণী লুম্ খাম্বাজ। তাল যৎ।

সত্য সূচনা করা, মানবের প্রধান কর্ম্ম।

সত্য ভজ সত্যে মজ, সত্যই বেদের মর্ম্ম ॥
সত্য কহ সত্য কর, সত্যেই সব নির্ভর
ন চ পুণ্য সত্যপর, সত্যতা প্রধান ধর্ম্ম ॥ (৯৬)

রাগিণী লুম্ খাম্বাজ। তাল যৎ।

অজপা হইলে শেষ, বল কি করিবে তখন।
সময় আছে ভক্তি যারে, ভাবহ তারে এখন ॥
পঞ্চ দ্বার পথিমধ্যে, ভাবিয়া পরমারাধ্যে,
যাও যদি নিজ সাধ্যে, তবে পাবে দরশন ॥ (৯৬)

রাগিণী সুরটমল্লার। তাল জলদ্তেতালা।

কুবের সমান ধনী, তোমার নিকটে দীন।
ভীম সম পরাক্রমী, তব সন্নিধানে ক্ষীণ ॥
সকলের আছে সীমা, তুমি কেবল অসীমা,
সর্ব্ব মহিম মহিমা, তুমি যুবা সবে প্রাচীন।
পৃথিবীর রূপবান্, কে হবে তব সমান,
তুমি প্রধান প্রধান, স্বাধীন তব অধীন ॥
কর্ত্তার তুমি হও কর্ত্তা, রাজগণের তুমি ভর্ত্তা,
চন্দ্র সূর্য্যের তুমি হর্ত্তা, তুমি প্রবীনের প্রবীন ॥ (৯৭)

রাগিণী বেহাগ। তাল জলদ্তেতালা।

মনে কর শেষের, সে দিন ভয়ঙ্কর।
যখন হইবে প্রাণ, দেহ হতে অবসর ॥
ধন জন পরিবার, কে বা বলিবে আমার,
যবে হবে শবাকার, ইন্দ্রিয়গণ অন্তর।
দারা পুত্র মৌন রবে, শরীর শিথিল হবে,
ধন জন কোথা যাবে, দেহ হবে ভাবান্তর ॥

শরীর হইবে ক্ষীণ, মুখ-শোভা হবে হীন,
রোগের হয়ে অধীন, স্তব্ধ হবে পদ কর। (৯৮)

রাগিণী ইমন্ কল্যাণ। তাল ধিমাতেতালা।

সেই দেশে গমন বিধান।
যথা সবে এক জাতি, যথা সকল সমান॥
যথা চন্দ্র সূর্য্য নাস্তি, নাস্তি পুণ্য পাপ শাস্তি,
যথা এক ব্রহ্ম অস্তি, একরূপ সমাধান।
যথা নাহি জাতিভেদ, যথা নাহি কোন বেদ,
নাহি মিলন বিচ্ছেদ, নাস্তি উচ্চ নীচ স্থান॥
যথা নাহি শোক রোগ, তথা নাস্তি কর্ম্মভোগ,
তথা লাভ কি বিয়োগ, যথা নাস্তি ঘৃণা মান।
যথা পাপ কিম্বা কষ্ট, নাস্তি ধর্ম্ম কি অনিষ্ট,
যথা সবে স্ব স্ব শ্রেষ্ঠ, যথা নাস্তি অবিধান।
যথা গ্রীষ্ম ন শীতল, তথা ন জল ন স্থল,
নাস্তি দুর্ব্বল প্রবল, যথা কেবল নির্ব্বাণ॥
যথা ন প্রীতি ন দ্বন্দ্ব, নাস্তি ভাল কিম্বা মন্দ,
যথা স্বভাব আনন্দ, নাস্তি কোরাণ পুরাণ॥
যথা সদা জ্ঞানময়, ন বৈরী ন চৌর ভয়,
তথা চন্দ্রের আশ্রয়, যথা গেলে পরিত্রাণ॥ (৯৯)

রাগিণী বেহাগ। তাল জলদ্তেতালা।

মনো অভ্যন্তরে যে বিরাজে, তাঁহাতেই ভক্তি রেখ।
নিকটে থাকিতে কেন, বল তাঁরে দূরে দেখ॥
সুখে দুঃখে কি সঙ্কটে, যে থাকে তব নিকটে,
ভাব তাঁরে অকপটে, চন্দ্রের নিকটে শেখ॥ (১০০)

রাগিণী সরফরদা। তাল জলদ্‌তেতালা।

ঈশ্বরের কৃপা কিম্বা, স্বভাব প্রভাব গুণে।
পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত ফলে, অথবা কোন কারণে॥
কেহ বা যে হয় ধনী, কেহ বা হয় নির্ধনী,
কর্ম্ম জন্য যদি মানি, তবে সাধ সযতনে।
এ জন্মে করিলে ধর্ম্ম, প্রাপ্ত হয় সেই কর্ম্ম,
অনুমান বাক্য মর্ম্ম, ধারণ না করে জ্ঞানে॥
অর্জ্জিত যে পুণ্য কহে, দেহান্তরে কোথা রহে,
পুনঃ প্রাপ্ত হয় যাহে, তাহা কে কেমনে জানে।
দেহ হইলে পতন, কোথা রহিবে জীবন,
পঞ্চভূতেতে মিলন, কি সম্বন্ধ দেহ প্রাণে॥
জন্ম স্থিতি আর ধ্বংস, পরে নাহি থাকে অংশ,
কিসে দেহ ধরে হংস, সংশয় চন্দ্রের মনে॥ (১০২)

রাগিণী আলেয়া। তাল জলদ্‌তেতালা।

সত্য কহ সত্য ভজ, সত্য কেহ ছেড় না।
সত্য জেন পরম ধর্ম্ম, অসত্যে তায় ভুল না॥
পৌরাণিক যত কর্ম্ম, অপর অনেক ধর্ম্ম,
সত্যের অধিক মর্ম্ম, সকলে তাহা বুঝে না।
বেদবিধি যাগ যজ্ঞ, বেদবেত্তা মহাবিজ্ঞ,
সত্যের হইলে অজ্ঞ, কিছুই ফল ফলে না॥
অশ্বমেধ শতাধিক, অন্য যজ্ঞ ততোধিক,
এক সত্যে তদধিক, তাহে রহ দৃঢ়মনা॥ (১০৩)

রাগিণী আলেয়া। তাল জলদ্‌তেতালা।

মায়া-হ্রদে ডুব না মন, জ্ঞান-সন্তরণ জান না।

কিরূপে উত্তীর্ণ হবে, তাহা কি মনে বুঝ না॥
সে যে হ্রদ দুস্তার, ভয়ঙ্কর সুবিস্তার,
তাহে কেমনে নিস্তার, পাইতে হবে বল না।
মোহ যে অগাধ বারি, কিরূপে তাহাতে তরি,
ধৈর্য্য অবলম্ব করি, তাহাতে কেন ভাস না॥ (১০৪)

রাগিণী ইমন্‌কল্যাণ। তাল জলদ্‌তেতালা।

শরণ লহ তাঁর যে নহে, তোমার আমার।
নির্লেপন নির্ব্বিশেষ, ভজ নির্ব্বিকার॥
আছেন সকল স্থান, বস্তু মাত্রে অধিষ্ঠান,
অন্তর বাহ্যে সমান, জ্ঞানরূপে নিরাকার।
জগতে আছেন ব্যাপ্ত, কিন্তু তিনি নহে প্রাপ্ত,
নাহি তাঁর পর আপ্ত, সকলেতে সমাকার॥
কেবা জানে কেবা আমি, নাহি জান কেবা তুমি,
এই ভ্রমে চন্দ্র ভ্রমি, সন্ধান কি হবে আর॥ (১০৫)

রাগিণী ইমন্‌কল্যাণ। তাল জলদ্‌তেতালা।

পুণ্য কিম্বা পাপ করি, তোমারি অর্জ্জিত হই।
যেই রূপে রাখ নাথ, সেই রূপে সদা রই॥
পুণ্যে যদি স্বর্গে যায়, পাপে নরকে ডুবায়,
কিবা সুখ দুঃখ তায়, না থাকিব তোমা বই।
তুমি ত জগৎ ব্যাপ্ত, নরকেও হব প্রাপ্ত,
তুমি বিনা কিবা আপ্ত, তোমা ছাড়া কোথাও নই।
নরক যদিও থাকে, তথায় পাব তোমাকে,
তুমিই সুখে বিপাকে, তব সঙ্গে সব সই॥
জগত ব্যাপিত তুমি, তোমা ছাড়া কোথা আমি,
তুমি ত অখিল স্বামী, তোমা ছাড়া আছি কই॥

আমি ত সঙ্গের সাথি, যথা যাবে আমি তথি,
যেমন সারথি রথী, চন্দ্রের ভারতী ঐ ॥ (১০৬)

রাগিণী মল্লার। তাল কওয়ালি।

যদি তাঁরে কাছে মেলে, তবে কেন দূরে যাও।
তাঁরে সঙ্গে লয়ে তাঁর, উদ্দেশে কেন বেড়াও ॥
মনেরে আনিলে বশে, পাবে তাঁরে অনায়াসে,
ভ্রম কেন দেশে দেশে, আপনাতেই যদি চাও।
দুগ্ধ করিয়া মথন, বাহির হয় মাখন,
তদ্রূপ করি যতন, হাতে হাতে তাঁরে নাও ॥
যত দিন কাছে থাকে, তত দিন দেখ তাঁকে,
চন্দ্র জান আপনাকে, হেলায় কেন হারাও ॥ (১০৭)

রাগিণী লুম। তাল যৎ।

জলে স্থলে শূন্যে জীবে, বস্তুমাত্রে বিদ্যমান।
ভজ অনাদি অক্ষরে, যিনি সর্ব্বত্র সমান ॥
যেখানেতে নাহি চাঁই, সেখানেতে ভুড়ুর ভাঁই,
অন্তর বাহ্যে গোসাঁই, কৃপাল কৃপানিধান।
মনুষ্য মন নির্ব্বলি, সকলে দেবতা বলি,
সৌ গোলামে ঘর খালি, ইহা নাহি হয় জ্ঞান ॥
পুজা করি যার তার, কৃত্রিম হয়েছে সার,
তাহার কিসে নিস্তার, শশী ভাবে সমাধান ॥ (১০৮)

রাগিণী ইমন্‌কল্যাণ। তাল চৌতাল।

জগত সব অজ্ঞান, তিনি মাত্র মহাজ্ঞান।
সকলই অকল্যাণ, কেবল তিনি কল্যাণ ॥
সব বস্তু হবে নাশ, তিনি মাত্র অবিনাশ,
সকলেই অপ্রকাশ, তিনিই প্রকাশমান।

সকল বস্তু সগুণ, কেবল তিনি নির্গুণ,
বস্তুমাত্র অনিপুণ, নিপুণ তিনি প্রমাণ ॥
জড় সকল সংসার, অজড় বিশ্ব আধার,
সকলের আছে আকার, নিরাকার জগৎ ত্রাণ।
সকল হইবে ধ্বংস, তিনি মাত্র অধ্বংস,
সকলেই তাঁর অংশ, চন্দ্রের সেই সংস্থান ॥ (১০৯)

রাগিণী সরফরদা। তাল জলদ্তেতালা।

নিশি গতে, যখন হয়, সূর্য্যের উদয়।
জান না তোমার আয়ু, এক দিন হলো ক্ষয় ॥
যবে হয় উষাকাল, তৎ পরে হবে সকাল,
কিন্তু যে নিকটে কাল, তা কি তব মনে হয়।
কর্ম্ম বিশেষেতে কহ, হবে কিছু দিন রহ,
জীবিত রহ না রহ, জানিবে কিসে নিশ্চয় ॥
মানব কিবা প্রকৃতি, জীবিত রহিতে মতি,
আশা মহাবলবতী, এ জগৎ মায়াময় ॥ (১১০)

রাগিণী বেহাগ। তাল একতালা।

বন্দেহং সংসার সার, ভুবনেশ্বরং ভুবনেশ্বরং।
ভজ অনাদি অক্ষর, জগদীশ্বরং জগদীশ্বরং ॥
নমামি ত্রিলোকনাথ, মহেশ্বরং মহেশ্বরং।
তং হি বন্দে আদি স্বভু, অনশ্বরং অনশ্বরং ॥
ভজ বিশ্ব বীজ রূপ, লোকেশ্বরং লোকেশ্বরং।
নমামি ত্রিগুণাতীত, দেবেশ্বরং দেবেশ্বরং ॥
বন্দে অখিলেশ বিষ্ণু, ভূতেশ্বরং ভূতেশ্বরং।
ভজ অকাল নির্ভয়, সর্ব্বেশ্বরং সর্ব্বেশ্বরং ॥
নমামি অনন্ত রূপং, জীবেশ্বরং জীবেশ্বরং ॥

বন্দে বিশ্বনাথ নাথ, যজ্ঞেশ্বরং যজ্ঞেশ্বরং।
নমামি জ্যোতিঃ-স্বরূপং বিশ্বেশ্বরং বিশ্বেশ্বরং॥
ভজ জগন্নাথ বিভু, হংসেশ্বরং হংসেশ্বরং।
বন্দে অলক্ষ্য আত্মানং, চন্দ্রেশ্বরং চন্দ্রেশ্বরং॥ (১১১)

রাগিণী ইমন্‌কল্যাণ। তাল জলদ্‌তেতালা।

সংসার অসার, সার নিত্য নিরঞ্জনং।
অব্যক্ত প্রণব বাচ্য, গুরু নিখিল কারণং॥
সর্ব্বেষু ত্বং সর্ব্বমূলং, সর্ব্বসূক্ষ্ম সর্ব্বস্থূলং,
সর্ব্বস্যৈব অনুকূলং, সর্ব্বগুণ ভাজনং।
নিরাকারমপ্রকারং, পরাৎপর পরেশ্বরং,
অদ্বিতীয়মেকেশ্বরং, সগুণঞ্চৈব নির্গুণং॥
উপাধি ধর্ম্ম বর্জ্জিতং স্বয়ং প্রভাব শাশ্বতং,
সর্ব্ব মহিমা অন্বিতং, ত্বং হি সত্য সনাতনং।
অশোকমজমভয়ং, স্বতন্ত্র পূর্ণমব্যয়ং,
সৎ স্বরূপ চিন্ময়ং, ত্বং হি নিখিল বিধানং।
অনাদি বিভুমক্ষরং, সদানন্দং মহেশ্বরং,
ত্বং হি জগদাধারং, অনুপম নিত্য জ্ঞানং॥
ত্বং হি প্রভু অভ্রান্তং, ত্বং হি চ প্রভু দান্তং,
ত্বয়া চন্দ্র দুঃখ শান্তং, ত্বং হি সর্ব্ব সাধনং॥ (১১২)

রাগিণী হাম্বীর। তাল জলদ্‌তেতালা।

ব্রহ্ম উপাসনার একি, হইল বিধান।
তাঁর স্থান নিরূপণ, যে সর্ব্বত্র বিরাজমান॥
যে প্রভু আছেন ঘরে, তিনি আছেন বাহিরে,
সেই বিরাজে অন্তরে, ব্রহ্ম ছাড়া কোন স্থান।
দিবা-রাত্র সপ্তবার, বারমাস সম যাঁর,

নিয়মিত করি তাঁর, উপাসনা একি জ্ঞান ॥
যিনি ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিত, তাঁর স্থান নিরুপিত,
উচিত কি অনুচিত, বুঝে দেখ বুদ্ধিমান।
পাঠ্য পাঠী যিনি হন, যাহা বল তিনি কন,
অন্তর্বাহ্যে তিনি রন, সংসারে যে অধিষ্ঠান ॥
নির্দ্দিষ্ট স্থানে প্রতিমা, পূজার বাড়ে মহিমা,
ঈশ্বর ভক্তি অসীমা, তাঁর গৃহ সীমা ভান।
পুজিত হলে সাকারে, উপাসিতে নিরাকারে,
স্থান আবশ্যক করে, কি জন্য গৃহ নির্ম্মাণ ॥
তাঁর কাছে তাঁর কথা, বলিয়া থাক সর্ব্বথা,
চন্দ্র শুন না সে কথা, মানসে করহ ধ্যান ॥ (১১৩)

ব্রহ্ম-সঙ্গীত সমাপ্ত।

শ্যামা বিষয় সঙ্গীত।

রাগিণী সুরট মল্লার। তাল জলদ্‌তেতালা।

শঙ্কটে পড়ে উমা, ডাকি তোমায় শঙ্কটে।
তুমি ঘটে তুমি পটে, তুমি আছ সর্ব্ব ঘটে॥
যে ডাকে মা বোলে দুর্গে, রক্ষা কর তায় দুর্গে,
নাশ কর উপসর্গে, ত্রাহিমে যম-কপটে।
সময় প্রায় উপনীত, কালে দেখিয়ে ত্রাসিত,
যেন না হই পতিত, কালের কর বিকটে॥
নহি ত মাতঃ পাষণ্ড, তবে কেন পাব দণ্ড,
চন্দ্রের কলঙ্ক খণ্ড, নিবেদন করপুটে॥ (১)

রাগিণী কানেড়া। তাল কওয়ালি ঠেকা।

কি লাগি করেছ, এলো কেশ [গো মা !]।
রঞ্জিত বেশ তেজি, ধরেছ বিকট-বেশ॥
কেন তেজিলে আবাসে, কেন তেজিলে মা বাসে,
শ্মশানে মা দিগবাসে, করেছ কেন প্রবেশ।
এই কি তোমার স্থান, শ্মশানে যে অবস্থান,
এই কি হলো বিধান, কতো যে হইবে ক্লেশ॥
কুবের যার ভাণ্ডারী, কৈলাস যাহার পুরী,
এ সব তেজি মাধুরী, আসবে কেন আবেশ॥ (২)

রাগিণী কামোদমল্লার। তাল ঐ।

কার বামা এলো, এলোকেশে বিকট-বেশে,
আসব অলসে, মাভৈর্মাভৈর্ভাষে।
দশনে রসনা ধরা, মুর্ত্তি অতি ভয়ঙ্করা,

কম্পান্বিত বসুন্ধরা, দানব-সমুহ ত্রাসে ॥
কি কারণে ও মা শিবে, চরণ রেখেছ শিবে,
বুঝিলাম অনুভবে, শ্যামা অসুর বিনাশে।
সম্বর অম্বর পর, যাও মা শেখর পর,
চন্দ্রচুড় দিগম্বর, সকাতর তব আশে ॥ (৩)

রাগিণী লুম খাম্বাজ। তাল যৎ।

দুর্গে দুর্গে রক্ষা কর, দুর্গা দুর্গতি-নাশিনী।
ভবার্ণবে ভয়দারা, তব চরণ তরণি ॥
নাহি চাহি মা সম্পদ, নাহি চাহি রাজ্যপদ,
বাসনা মা মোক্ষ পদ, দাও গো ভব ভাবিনি ॥ (৪)

রাগিণী ভৈরবী টোড়ি। তাল ধিমাতেতালা।

এ শ্যামা কার বামা, রূপে মনোরমা।
বিকট রূপ অথচ, অনুপ সুঠামা ॥
এলায়ে পড়েছে কেশ, শোভনা ভীষণ বেশ,
আসবে হয়ে আবেশ, সমরে বিষমা।
দনুজ মস্তক করা, শিব হৃদে পদধরা,
প্রকম্পিত বসুন্ধরা, সুর শুভকামা ॥
সঘনে বহে নিশ্বাস, প্রশ্বাসে দনুজ ত্রাস,
মাভৈঃ করে আশ্বাস, ভক্তে মাতৃ সমা।
গলে নৃমুণ্ডমালিনী, কটিতে করকিঙ্কিনী,
চন্দ্রের শুভদায়িনী, হও নিরুপমা ॥ (৫)

রাগিণী পরজ। তাল একতালা।

শঙ্কর শঙ্করী উমাপতি, উমা ভবভাবিনী।
দিগম্বর দিগম্বরী, মুণ্ডমাল মুণ্ডমালিনী ॥
ত্রিপুরারি শ্রীত্রিপুরা, সার সংসারসারা,

পরাৎপর পরাৎপরা, আদি আদ্যা শিব শিবানী।
বিশ্বময় বিশ্বময়ী, কৃপাময় কৃপাময়ী,
গুণ-ত্রয় গুণ-ত্রয়ী, সর্ব্বেশ তথা সর্ব্বাণী ॥
ত্রিলোচন ত্রিলোচনা, বামদেব বামলোচনা,
যুগ্মরূপস্তূয়মানা, চন্দ্র ভজ ঈশ ঈশানী ॥ (৬)

রাগিণী লুম খাম্বাজ। তাল ঠেকা।

ভবানী ভয়-হারিণী, ভব ভাবিনী।
ভবার্ণবে কর্ণধার, ভয়ার্ত্ত ভব বারিণী ॥
ত্রাহি মে জঙ্গমে, ত্রাহি মে দুর্গমে,
জলে স্থলে ত্রাহি মে, মোক্ষদে মোক্ষদায়িনী ॥ (৭)

রাগিণী বেহাগ। তাল জলদ্‌তেতালা।

শ্যামা কেন নাচ গো, উন্মত্তা হয়ে রণে।
ত্যজিয়ে আবাস বাস, হেন বেশ কি কারণে ॥
এত কি তব বিপদ, ত্যজিয়ে নিজ সম্পদ,
শিব বক্ষে ধরি পদ, লজ্জা নাহি হয় মনে।
ত্যজিলে কেন অম্বর, পদতলে বাঘাম্বর,
সম্বর, রণ সম্বর, কে যুঝিবে তব সনে ॥
অসি কেন মুক্ত করি, মুণ্ড কেন করে ধরি,
নরকর কেন পরি, রসনা ধরি দশনে।
বল কি কর্ম্ম সাধিতে, এলে মা কারে বধিতে,
তুমি সর্ব্ব আরাধিতে, দনুজ কি নাহি জানে ॥
এ মূর্ত্তি দেখি ত্রাসিত, হুঙ্কারে সবে মোহিত,
চন্দ্র তব পদাশ্রিত, গতি মতি শ্রীচরণে ॥ (৮)

রাগিণী কানেড়া। তাল কওয়ালি।

নবঘন-রূপা সুরূপা, কার বামা।

অশিবনাশিনী, শিব-গেহিনী অনুপমা ॥
অতিভয়ঙ্কর বেশ, রণে করেছ প্রবেশ,
আসবে হয়ে আবেশ, সুশ্রী মূর্ত্তি মনোরমা।
মৃত শিশু কর্ণমূলে, নরমুণ্ডমালা গলে,
সদাশিব পদতলে, রুধিরাক্ত শোভে শ্যামা ॥
বিগলিত দীর্ঘ কেশা, নরকর-কৃতবাসা,
পূর্ণ কর চন্দ্র আশা, অদ্ভুত ছবি প্রতিমা ॥ (৯)

রাগিণী কেদারা। তাল ধিমাতেতালা।

কেমন বেশ ধরেছ, [ওগো শ্যামা]।
পতিত যে পতি তারে, চরণে রেখেছ ॥
আসবে হয়ে বিহ্বলা, কেন মা এত উতলা,
শবরূপে পড়ে ভোলা, তাহা কি দেখেছ।
ডাকিনী যোগিনী সঙ্গে, নাচিতেছ নানা রঙ্গে,
নাশিতে পার ভ্রূভঙ্গে, তবু রণে সেজেছ ॥
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়, যার ইচ্ছা মাত্রে হয়,
তাহার উচিত নয়, যেরূপে এসেছ।
শান্ত হও ধর ধৈর্য্য, হয়েছ মা কৃতকার্য্য,
তোমার কিবা আশ্চর্য্য, ভবভার হরেছ।
পরিধান নরকর, এ কি তব শোভাকর,
দেখিতেছি ভয়ঙ্কর, যে বেশে রয়েছ ॥
বিগলিত করি কেশ, ভয়ের নাহিক লেশ,
বিকট করিয়ে বেশ, দনুজে বধেছ।
চন্দ্র সূর্য্য হুতাশন, প্রফুল্লিত ত্রিনয়ন,
এরূপ করি ঈক্ষণ, সবে ভয় দিতেছ ॥
অসিমুণ্ড শত্রুপক্ষে, বরাভয়ে ভক্তে রক্ষে,

চতুষ্কর উপলক্ষে, দ্বিভাব হয়েছ॥
শ্যামার হুংকার রবে, স্থির হয়ে কেবা রবে,
দেখ চন্দ্র শবে শিবে, বহুভাগ্যে পেয়েছ॥ (১০)

রাগিণী মল্লার। তাল কওয়ালি।

কালোয় যে করে আলো, এমন রূপ কে দেখেছে।
ভয়ঙ্করী শুভঙ্করী, একে দ্বিভাব কে শুনেছে॥
সবর অভয়করা, ছিন্নমুণ্ড অসিধরা,
বিরোধিনী পরম্পরা, অসামান্য কে বুঝেছে।
সবাসনা বিবসনা, নরকর পরীধানা,
মণি-হার পরিহীনা, নৃমুণ্ডহার পরেছে॥
চিৎস্বরূপা নিরাকারা, অথচ সাকারা তারা,
রুধিরাক্ত কলেবরা, কিবা কারণে ঘটেছে।
নির্লিপ্সা যথা নির্গুণা, ইচ্ছা লিপ্সাতে সগুণা,
সে কি রণে দেয় হানা, যে কালী সৃষ্টি করেছে॥
যার পদ জলে স্থলে, শিব তার পদতলে,
বিকট রূপে মোহিলে, ভক্তে যাহা ভাবিতেছে।
দানব দল নিন্দিতা, ত্রিদশগণ বন্দিতা,
অমরে অভয়ান্বিতা, ভয়দা দৈত্যে হয়েছে॥
সুরাসুর তব সৃষ্টি, দ্বিভাবে কেন গো দৃষ্টি,
সুধা কোথা বিষ-বৃষ্টি, এ ভাব চন্দ্র জেনেছে॥ (১১)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল কওয়ালি আধা।

শঙ্করী শিব-মনমোহিনী মা।
তারণ কারিণী, শিবে সনাতনী॥
শেখরি দুহিতা, পরমশোভিতা,
দেব আরাধিতা, দুঃখ-নিবারিণী।

ঘোরা মহাদিব্যা, অখিল জন সেব্যা,
শম্ভু সেবিত সব্যা, ভু ভয়হারিণী ॥
মহাসতী সাধ্যা, জগত আরাধ্যা,
ত্বং হি ভক্তি বাধ্যা, বিশ্ব প্রসবিনী
অসুর গর্ব্বিত, সমর খর্ব্বিত,
উর্ব্বী নির্ব্বীর কৃত, দুষ্ট বিনাশিনী ॥
ত্বং হি শম্ভু-শক্তি, ত্বং হি সাধক ভক্তি,
ত্বং হি পাপমুক্তি, যুক্তি বিধায়িনী ।
ভব সৃষ্টিকর্ত্রী, ত্বং সংসার ধর্ত্রী,
চন্দ্র কৃপা দাত্রী, কামপ্রদায়িনী ॥ (১২)

রাগিণী বেহাগ । তাল জলদ্‌তেতালা ।

অভয়া অভয় কর, সমুহ ভয় হারিণী ।
ত্বরিতে তাপিতে তার, মনস্তাপ নিস্তারিণী ॥
জগৎ গতি জগৎ ধাত্রী, কৃপাময়ী কৃপাদাত্রী,
সংসার সুখদা কর্ত্রী, বরদে ক্লেশ বারিণী ।
ত্বং নাশিনী ত্বমেকা, ত্বং ভব-ব্যাধি নৌকা,
ত্বং মহতী ত্বং অধিকা, ত্বং হি ভব বিহারিণী ॥
ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরা, সাকারা ত্বং নিরাকারা,
মহাদেবী মহাঘোরা, নানা রূপ প্রচারিণী ।
ত্বং হি অস্তি ত্বং হি স্বস্তি, তদন্যথা গতির্নাস্তি,
ত্বদৃতে ভুবি কিমস্তি, শঙ্কর-হৃদি চারিণী ॥
দেহি মে মন বিরাম, দেহি মে মা নিত্য ধাম,
ভক্তপূর্ণ-মনস্কাম, চন্দ্র-করুণা-কারিণী ॥ (১৩)

রাগিণী গারা ভৈরবী। তাল পোস্তা।

পাষাণের মেয়ে হয়ে, কত আর হইবে দয়া।
কেমনে থাকিবে গুণ, নির্গুণা তথা অকায়া॥
উৎপত্তি প্রলয় যাতে, করুণা কি থাকে তাতে,
সদা অসি যার হাতে, তার কোথা হবে মায়া।
তনু যার ভয়ঙ্করী, ছিন্নমুণ্ড স্বয়ংকরী,
কিন্তু ভক্তে শুভঙ্করী, স্ব-শরীর মাত্র ছায়া॥
তুমিতো মা নিরাকারা, কার্য্য কারণে সাকারা,
নির্লিপ্তা পরাৎপরা, চন্দ্রের তুমি কর্ম্ম ক্রিয়া॥ (১৪)

রাগিণী ইমন্‌কল্যাণ। তাল চৌতালা।

চণ্ডিকা মুণ্ডমালিকা, ত্রিগুণাত্মিকা মহাযোগিনী।
দাক্ষায়ণী মোক্ষ দায়িনী, দক্ষযজ্ঞ বিনাশিনী॥
নির্‌ লিপ্তা মহামায়া, নির্গুণা স্বগুণ কায়া,
জগৎ প্রসূ জগন্মায়া, শঙ্কর মনমোহিনী।
শক্তিরূপা শুভপ্রদা, সর্ব্বমঙ্গলা বরদা,
মোক্ষদা সর্ব্বকামদা, নিত্যা সত্যা কাত্যায়নী॥
মাহামেঘ প্রভা রূপা, জ্ঞানময়ী চিৎস্বরূপা,
কুরু ময়ি চন্দ্রে কৃপা, শুভমতি বিধায়িনী॥ (১৫)

রাগিণী ইমন্‌কল্যাণ। তাল জলদ্‌তেতালা।

কে এল এ রণে, সঘনে করে হুংকার।
বিগলিত কেশ ছিন্ন বেশ, গলে মুণ্ডহার॥
পদভরে টলে ধরা, শিব-বক্ষে পদধরা,
এ ধারা কেমন ধারা, ও গো মা এ বোঝা ভার।
নৃকর করি ধারণ, তেজেছ কেন বসন,
শিব-হৃদয়ে আসন, করেছ মা কি বিচার॥

ধরাধর তুমি ধাত্রী, ভবসারা তুমি কর্ত্রী,
জনগণ সুখদাত্রী, তাঁর কেন এ আকার ॥
সম্বর সম্বর রণ, দনুজ হল নিধন,
যাও নিজ নিকেতন, পৃথিবীর গেল ভার।
দনুজ করি নিঃশেষ, কত যে হয়েছে ক্লেশ,
চন্দ্র জ্ঞাত সবিশেষ, মহিমা মা গো তোমার ॥ (১৬)

রাগিণী সরফরদা। তাল জলদ্‌তেতালা।

তব পদে ও মা শ্যামা, অসূয়া ভক্তি কেন হয়।
চঞ্চল হয়েছে মন, স্থির কভু নাহি রয় ॥
যে দিকে লওয়াও মতি, সেই দিকে মনোগতি,
কি হইবে ভবিষ্যতি, মনোগতি দেখি ভয়।
আমি ভাবি শ্রীচরণ, মন তাহে উচাটন,
কেন হয় এ ঘটন, ভাবি না পাই নির্ণয় ॥
কুকর্ম্ম করেছি কত, যাতে হয় এই মত,
অস্থির মন সতত, মূঢ়তা কেমনে জয়।
যদি মা দূষিত হই, সদা শ্যামা গুণ কই,
নাহি জানি শ্যামা বই, জান ত চন্দ্র হৃদয় ॥ (১৭)

রাগিণী ইমন্‌কল্যাণ। তাল জলদ্‌তেতালা।

কাল বলে কে মাকে, এ যে উজ্জ্বল বরণা।
যে জানে না সেই বলে, শ্যামা বিবসনা ॥
দৈত্যগণে ভয়ঙ্করী, ভক্ত জনে শুভঙ্করী,
দ্বেষী জনে অশঙ্করী, ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে জানে না।
শ্মশানেতে নহে বাস, স্বধামে তাঁর আবাস,
কে জানিবে এ আভাষ, তাঁহার কিবা বাসনা ॥
চিন্ময়ী সা নিরাকারা, ইচ্ছামাত্রেই সাকারা,

যাঁর করতলে ধরা, তাঁর কি অসি ধারণা।
যিনি হন জগদ্ধাত্রী, তিনি কি সংসারকর্ত্রী,
জনগণ মোক্ষদাত্রী, সে কেন মুণ্ডভূষণা॥
বিরাট যাঁহার মূর্ত্তি, ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার কীর্ত্তি,
হননে তাঁর প্রবৃত্তি, কিরূপেতে সম্ভাবনা।
বিরাজিতা সর্ব্ব স্থানে, শবসনে বিবসনে,
তাঁরে বলে জনগণে, কালী করালবদনা॥
চন্দ্র মন হয়ে শান্ত, কেন হও রে অশান্ত,
নির্লিপ্তা ভাব একান্ত, অকায় কায় কল্পনা॥ (১৮)

রাগিণী বিভাষ। তাল একতালা।

গৌরী আমার শ্যামা হলো, কে জানিবে কি কারণে।
বিকট বেশে আসব আবেশে, শঙ্করে রাখি চরণে॥
ভয়ঙ্করী ঘোর রবা, অসম্ভাবিত সম্ভবা,
এ কি ভাব শবে শিবা, টলে ভব পদার্পণে।
নাহি মা বাঁধিয়ে কেশ, নাহি করিয়ে সুবেশ,
রণে করেছ প্রবেশ, কিবা শ্যামার আছে মনে॥
এই কি তব উচিত, গাত্রেতে মাখ শোণিত,
চন্দ্র কর নিবারিত, মাকে পাঠাও স্বভবনে॥ (১৯)

রাগিণী বেহাগ। তাল জলদ্‌তেতালা।

বিপদে পড়েছি মা গো, এ বিপদ কর নাশ।
ঐশ্বর্য্য পাইয়া ও মা, পেয়েছি যে মহাত্রাস॥
দিয়েছ রাজ্য বিস্তার, সময়ে মহা দুস্তার,
কেমনে পাব নিস্তার, তুমি বই নাহি আশ।
চুম্বুক সমান ধন, লৌহ সম পর মন,
সদা করে আকর্ষণ, এমন ধন প্রয়াস॥

পর কিম্বা পরিবার, লোভ দেখি সবাকার,
ধনে না দেখি বিকার, সকলের অভিলাষ।
ধনীর কেহ বন্ধু নাই, ধনীর কোথা আছে ভাই,
ধনীর শত্রু সবাই, লোভে ধন করে নাশ॥
তব নাম করি ধ্যান, বিপদে পেয়েছি ত্রাণ,
রাখ দুর্গে ধন মান, চন্দ্র করিছে আশ্বাস॥ (২০)

রাগিণী ঝিঝুটী। তাল একতালা।

শ্যামা মা কেন নাচেরে, বিবসনে মহারণে।
নর কর কাঞ্চী পরি, অসি মুণ্ড করে ধরি,
রসনা ধরি দশনে॥
মুণ্ডমালা শোভে গলে, দৈত্য নাশে রণস্থলে,
সদা অট্টহাস বদনে।
ধরাধর প্রকম্পিত, শঙ্কর হৃদয়ে স্থিত,
হুঙ্কার রব সঘনে॥
রুধিরে অঙ্গ আবৃতা, চিকুর আলুলায়িতা,
বহ্নি নিঃসৃত নয়নে।
বামা কাল সৌদামিনী, চন্দ্র দুঃখ নিবারিণী,
দেহি স্থান শ্রীচরণে॥ (২১)

রাগিণী হাম্বীর। তাল কওয়ালি ঠেকা।

কেন শিবে করেছ, আমায় বিষয়ে বন্ধন।
কেমনে জপিব তব, নাম মায়ার কারণ॥
দিয়াছ মা রাজ্য ভার, ধন জন পরিবার,
এ সবে কিসে নিস্তার, গৃহী অসাধ্য সাধন।
বিষয়ে হইয়ে লিপ্ত, ধন আশে থাকি তৃপ্ত,
ভজন সাধন লুপ্ত, আশা নহে নিবারণ॥

এমন ধনের শক্তি, থাকিয়ে থাকে না ভক্তি,
লোভে লওয়ায় অযুক্তি, মহা অনর্থ কারণ।
আশা মহাবলবতী, সতত সঞ্চয়ে মতি,
কিসে পাইব নিষ্কৃতি, সদা মন উচাটন॥
মহামায়ারে পূজিয়া, ঘেরিল মায়া আসিয়া,
বল কাহারে সেবিয়া, আশা হইবে ছেদন।
নির্লিপ্ত কর গো তারা, মোহে হলো বুদ্ধি হারা,
ধনের আশ্চর্য্য ধারা, মন করে আকর্ষণ॥
যে দিকে লওয়ায় বুদ্ধি, তাহাই বোধ করি শুদ্ধি,
ক্রমে আশা হয় বৃদ্ধি, নাহি দেখি নিবারণ।
তুমি প্রধান প্রকৃতি, সংসারে করেছ বৃতী,
চন্দ্রে করহ নির্বৃতি, আশা লোভ ধন জন॥ (২২)

রাগিণী আড়ানা বাহার। তাল জলদ্‌তেতালা।

কি এত ভার হলো তোমার, তারিণী গো মম ভার।
সাধন বিহীন জনে, এই কি হলো বিচার॥
সুকৃতী অকৃতী হই, জানি না মা তোমা বই,
তোমা ছাড়া কভু নই, অধমের তুমি সার।
মাতার সব সন্তান, নির্গুণ কি গুণবান্‌,
সকলে স্নেহ সমান, তবে কেন এ আচার॥
নহি মূঢ় প্রতারক, শ্যামা পদে নিবেদক,
চন্দ্র তোমার সেবক, নিজ গুণে কর পার॥ (২৩)

রাগিণী সিন্ধু। তাল পোস্তা।

আর কারে ডাকিব শ্যামা, ছাওয়াল কেবল ডাকে মাকে।
এমন সন্তান নহি তোমার, ডাকিব গো মা, যাকে তাকে॥
শিশুতে মা বৈ বলে না, মা বৈ ত শিশু জানে না,

মা ছাড়া কভু থাকে না, আমি থাকবো দেখে কাকে।
পুত্র লাগি ত্যজি সুখ, মাতা কত পান দুঃখ,
দেখিয়ে অপত্য মুখ, কিছু দুঃখ নাহি থাকে॥
মা যদি শিশুকে মারে, শিশু কাঁদে মা মা করে,
ঠেলে দিলে গলা ধরে, ছাড়ে না মা যত বকে।
জগত জননী হও, পুত্র ভার তবে লও,
মা গো আব্‌দার সও, এই জন্য চন্দ্র ডাকে॥ (২৪)

রাগিণী জয়জয়ন্তী। তাল ঝাঁপতাল।

কার জন্যে এত ক্রোধে, শ্যামা এ বেশ করেছ।
উন্মত্তা হয়ে কেন, করেতে অসি ধরেছ॥
রণে কেন আগমন, কি লাগি বেশ এমন,
দনুজ বধ কারণ, বুঝি নৃকর পরেছ।
এ হেন পদ কোমল, তবু ধরা টলমল,
গঙ্গাধর পদতল, দেখিয়ে না দেখিতেছ॥
নাকারা কার্য্যে সাকারা, অসার সংসার সারা,
চন্দ্রগতি মতি তারা, মাতৃ স্নেহ কি হরেছ॥ (২৫)

রাগিণী সিন্ধু। তাল পোস্তা।

রণ রঙ্গিণী শ্যামা, কেন নাচে রণ রঙ্গে।
ডাকিনী যোগিনী শ্রেণী, উন্মত্তা সঙ্গে সঙ্গে॥
কুঞ্চিত কুন্তল এলো, ভীমবেশা কেন এলো,
দশ দিশ রূপে আলো, দনুজ ত্রাসিত ভঙ্গে।
ভূষণ কেন ত্যজেছ, নৃমুণ্ড হার পরেছ,
বসন কোথা রেখেছ, নর কর বাস অঙ্গে॥
কমঠ সহিত ফণী, সদা কম্পিত মেদিনী,
ভীষণ হুঙ্কার ধ্বনি, ত্রাসিত সবে আতঙ্কে।

সাধক সেবিত পদ, সে পদ চন্দ্র সম্পদ,
সংসার মহাবিপদ, সংহর মাতঃ ভ্রূভঙ্গে ॥ (২৬)

রাগিণী ঝিঝুটী। তাল পোস্তা।

কেন শ্যামা এলে রণে, ছাড়ি ঘরকন্না।
অসি করে কেমন করে, করিতেছ হন্না ॥
শিবে রাখিয়ে শেখরে, এসেছ মহাসমরে,
যাও মাতা নিজ পুরে, শিব ঘরে রন্না।
ঘোরবেশা দিগম্বরী, কেন মা এ বেশ হেরি,
যাও মা রণ সম্বরি, চন্দ্র দিবে ধন্না ॥ (২৭)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল কওয়ালি।

নৃত্যসি শ্যামা শঙ্কর হৃদে।
এলো কেশা দিগবাসা, কীর্ত্তিবাস প্রমদে ॥
নরকর পরিহিতা, নরমুণ্ড করে ধৃতা,
মুণ্ডহার সুশোভিতা, তড়িত যেন অম্বুদে।
এ হেন রূপ উপমা, কে পারে করিতে সীমা,
সামান্যা নহে এ বামা, সাধকগণ ক্ষেমদে ॥
করে অসি বরাভয়, পদতলে বিশ্বময়,
দর্শনে কলুষ ক্ষয়, সেবক জন সুখদে।
মায়া মোহেতে আবৃত, সতত থাকি বিব্রত,
ভ্রমবশে পাপকৃত, শ্রী চন্দ্রে রক্ষ বিপদে ॥ (২৮)

রাগিণী ইমন্‌কল্যাণ। তাল ধিমাতেতালা।

আসব অলসে মগনা, নগনা কে এলো রণে।
নবীনা মহাপ্রবীণা, শোভনা শ্যামবরণে ॥
কমলাস্যে অট্টহাস, কোমলাঙ্গে কর বাস,
কমল করে, করে নাশ, কঠোর দানবগণে।

লম্বিত কুঞ্চিত কেশ, ত্যজিয়ে সুবেশ বেশ,
চরণতলে মহেশ, দেখ না দেখে নয়নে ॥
করে করি মুণ্ড অসি, পদে গঙ্গা বারাণসী,
সাধক মন সন্তোষী, নৃত্যতি রণ অঙ্গনে।
দশনে ধরি রসনা, হয়েছ রণে মগনা,
ব্রহ্মময়ী ত্বং ত্রিগুণা, দেহান্বিতা কার্য্যগুণে ॥
রুধির মেখেছ অঙ্গে, ডাকিনী যোগিনী সঙ্গে,
চন্দ্রে হের মা অপাঙ্গে, নিবেদন শ্রীচরণে ॥ (২৯)

রাগিণী মল্লার। তাল কওয়ালি।

কালি পদে মন, কেন দাও না।
কালিনামামৃত সদা, কেন মন খাও না ॥
কালি নাম মহৌষধি, পানে খণ্ডে পাপ ব্যাধি,
কালি ভাবি নিরবধি, কালি কৃপা চাও না।
পাত্র বট কি না বট, কালী নাম সদা রট,
কর মহিমা প্রকট, কালী গুণ গাও না ॥
কালীর নাম মাহাত্ম, কালী বিনা কেবা আত্ম,
কালি নাম সত্যবর্ত্ম, চন্দ্র কেন যাও না ॥ (৩০)

রাগিণী ইমন্‌কল্যাণ। তাল চৌতাল।

কালীর শ্রীচরণ ধন, সবে কি পায় সে রতন।
সাধকের দৃঢ় ভক্তি, আর বিনা আরাধন ॥
সামান্য রতন নয়, অল্প আয়াসে কি হয়,
ঐকান্তিক যার রয়, সেই পায় শ্যামা ধন।
বরং সন্তরণে পার, হতে পারে পারাবার,
শ্যামাপদ প্রাপ্ত তার, সে ধন নহে সাধারণ ॥
ভক্তিভাবে নিরবধি, মনঃ সুসংযমে সাধি,

তবে ত অমূল্য নিধি, প্রাপ্তির হবে ভাজন।
শ্যামাপদে ভক্তি রাখি, তৃপ্ত হও হৃদে দেখি,
নামামৃত পানে সুখী, সফল কর জীবন ॥
সাধকগণ সেবিতা, দেবদেব আরাধিতা,
জননি চন্দ্র বন্দিতা, হৃদয়ে করি স্থাপন ॥ (৩১)

রাগিণী বিভাষ। তাল জলদ্‌তেতালা।

শ্যামা আমার মন, বড় হয়েছে উদাস।
মন কষ্ট কর নষ্ট, ভ্রষ্ট ইচ্ছা কর নাশ ॥
ঘোরতম তমোরাশি, বাসনা দুর্ম্মতিফাঁশি,
আমোদ প্রমোদে তুষী, মনোগতি অভিলাষ।
আশয় যেন বারণ, নাহি হয় নিবারণ,
কিসে হবে উপার্জ্জন, এই ত সতত আশ ॥
বদ্ধ বিষয় বন্ধনে, ভক্তি নাস্তি শ্রীচরণে,
সাধ্য নাহিক মোচনে, করিয়া বহু প্রয়াস।
দুর্ম্মদে মোহিত মন, নাহি ভাবে শ্যামা ধন,
বিকৃতি প্রকৃতিগণ, বৃথা ধন অভিলাষ ॥
ধন জন পরিবার, কেহ নহে আপনার,
বুঝেও বুঝে না সার, মোহে করেছে হতাশ।
পঞ্চভৌতিক এ দেহ, এরা নহে তব কেহ,
তাতে হয়েছে সন্দেহ, ষড় রিপুর সদা ত্রাস ॥
কুকর্ম্মেতে মনোগতি, দুস্পৃহায় সদা মতি,
না করি তব আরতি, মনে কুবৃত্তির বাস।
এ ভব জলধি ঘোর, চরণ তরণি তোর,
কালি কাল হলো ভোর, প্রবল কাল বাতাস ॥

হে জননি ! ত্রাণ-দাত্রী, মায়াচ্ছন্ন মোহকর্ত্রী,
চন্দ্র মন তমোহর্ত্রী, জ্ঞানার্ক কর প্রকাশ ॥ (৩২)

রাগিণী ইমন্ গৌরী। তাল জলদ্তেতালা।

শ্যামা গুণ গাও রে, মন আর কি চাও রে।
এ বামা সামান্যা নহে, কে এমন দেখাও রে ॥
যার নামে যায় নিত্যধামে, এমন আর কি পাও রে।
শ্যামা মতি শ্যামা গতি, তাহে মন ধাও রে ॥
শ্যামা চরণ অমূল্য ধন, হৃদিমাঝে লাও রে।
চন্দ্র উক্তি শ্যামা শক্তি, ভক্তিপথে যাও রে ॥ (৩৩)

রাগিণী কানেড়া। তাল ধিমাকওয়ালি।

বিব্রত হয়েছি তারিণী, বিষয় করি আশ্রয়।
আবৃত করেছে দেহ, বিষ সমান বিষয় ॥
আচ্ছন্ন বিষয় বিষে, স্বচ্ছন্দ হইব কিসে,
কালী মন্ত্র বিষ নাশে, এই প্রবল আশয়।
কালী গুণ উক্ত তন্ত্রে, পাপ নাশে কালী মন্ত্রে,
ভুমি ত সকল যন্ত্রে, তবে কেন দুরাশয় ॥
অস্থায়ী সুখ ঐহিক, কুপ্রবৃত্তি মানসিক,
চন্দ্রের ক্লেশ দৈহিক, শ্যামা নামে হবে ক্ষয় ॥ (৩৪)

রাগিণী ঝিঁঝুটী। তাল একতালা।

মহারণে বিবসনে, এলো কার কামিনী।
সহজে প্রবীণা, অথচ নবীনা, ভীষণা রণ-রঙ্গিণী ॥
শ্যামাঙ্গে রুধির শোভে, নবঘনে দামিনী।
আসব আবেশে অট্ট অট্ট হাসে, দৈত্যনাশকারিণী ॥
হুঙ্কার রবে স্তব্ধ দানবে, প্রকম্পিতা মেদিনী।
নর কর কটীপর, নর মুণ্ড মালিনী ॥

শিব বক্ষে পদ ধরি, সঙ্গে সমূহ যোগিনী।
মাভৈ ভক্তে সম্ভাষে, বিপক্ষে ভয় দায়িনী॥
পদভরে ধরা কাঁপে, সহিত কমঠ ফণী।
নাহিক উপমা অসীম মহিমা, চন্দ্রচূড় ঘরণী॥ (৩৫)

রাগিণী ইমন্‌কল্যাণ। তাল ধিমাতেতালা।

এ নব বয়সে এলো কেশে, এলো কে সে।
চতুষ্করা ভয়ঙ্করা, অধীরা ভীষণ বেশে॥
শ্যামাঙ্গে লিপ্ত শোণিত, নবীন ঘনে তড়িত,
বজ্রসম হুঙ্কারিত, আসব পান আবেশে।
মুণ্ডহার লম্বমানা, নরকর পরিধানা,
ঘোরোন্মত্তা বিবসনা, ঘন ঘন অট্টহাসে॥
সমরে মহাপ্রখরা, ছিন্নমুণ্ড অসি ধরা,
ভক্তে বরাভয় করা, মাভৈঃ মাভৈঃ সদা ভাষে।
ব্রহ্মাণ্ড করিতে নাশ, হলো কি মা তব আশ,
অবিনাশ হয় নাশ, চরণে পতিত ত্রাসে॥
এই কি সম্ভবে শিবে, পদতলে রাখ শিবে,
ত্রাহি ত্রাহি করে দেবে, রক্ষা কর আশুতোষে।
সামান্যা নহ রমণী, সাধক কষ্ট বারিণী,
চন্দ্রসহ সীমন্তিনী, আনন্দ সলিলে ভাষে॥ (৩৬)

রাগিণী পরজ। তাল একতালা।

অম্বিকা অম্বে অম্বালিকা, মোক্ষদায়িকা, প্রমথপালিকা।
গিরিশ গেহিনী, জগৎ জননী, তারিণী গিরিবর বালিকা॥
কলৌ কলুষ নাশিনী, কংকালী কাল বারিণী,
গীর্ব্বাণী ত্বং সনাতনী, ত্বং হি পরমাত্মিকা।
কুপ্রবৃত্তি বিনাশিনী, সুপ্রবৃত্তি বিধায়িনী,

শঙ্কর হৃদি চারিণী, ভক্ত মোক্ষ দায়িকা ॥
যোগাদ্যা মহাযোগিনী, চিন্ময়ী শিবে শিবানী,
ব্রহ্মাণ্ড বীজ রূপিণী, সাধক জন সাধিকা।
কামাখ্যা দক্ষনন্দিনী, ভদ্রকালী ত্বং রুদ্রাণী,
হিম শেখর বাসিনী, কমলা কামদায়িকা ॥
সতী সাধ্যা ত্বং অন্নদে, সুখদে মাতঃ শুভদে,
চন্দ্র পতিত বিপদে, রক্ষ নানা বিভীষিকা ॥ (৩৭)

রাগিণী ঝিঝুটী গৌরী। তাল পোস্তা।

শ্যামা গুণ গাও রে, যদি মুক্তি চাও রে।
শ্যামা মত কৃপাময়ী, আর কোথা পাও রে ॥
শ্যামা মায়ের দোহাই দিয়ে, ভব পারে যাও রে।
শ্যামাপদ রেণু চন্দ্র, ভক্তিভাবে নাও রে ॥ (৩৮)

রাগিণী জয়জয়ন্তী। তাল ঝাপতাল।

রণ মাঝে হেন সাজে, বিরাজে কে রমণী।
দশ দিশ করে আলো, বরণ কাল ত্রিনয়নী ॥
কারে নাহি করে ভয়, ঘোর নাদে কথা কয়,
শত্রুগণ করি জয়, দেব ভয় নিবারিণী।
ঘোরদন্তা সাট্টহাসে, মাভৈঃ মাভৈঃ সদা ভাষে,
ইচ্ছামাত্র শত্রু নাশে, দেখি যেন উন্মাদিনী ॥
শ্যাম শরীরে শোণিত, নবীন ঘনে তড়িত,
চরণে শিব পতিত, তথাপি রণ রঙ্গিণী।
এ যে নারী দেখ কার; কে তথ্য বুঝিবে সার,
চন্দ্র কর না বিচার, কেমন কার কামিনী ॥ (৩৯)

রাগিণী বেহাগ। তাল একতালা।

সুধা পানে বিবসনে, এলো রণে কার বালা।

শোণিত শোভিত অঙ্গে, যেমন ঘনে চপলা ॥
লম্বিত কুঞ্চিত কেশ, ত্যজিয়ে সুবেশ বেশ,
ভীষণ রণে প্রবেশ, অভয়া সদা চঞ্চলা।
অধরে শোণিত ধারা, লোল জিহ্বা ভয়ঙ্করা,
কর কাঞ্চী বাস পরা, হার ত্যজি মুণ্ডমালা ॥
শশি ভাল ত্রিনয়না, বিকট ঘোর দশনা,
ঘোর অম্বুদ বরণা, কালরূপে সমুজ্জ্বলা।
ঘূর্ণিত রক্ত লোচনা, শব শব লেলিহানা,
শবে শিবে শোভমানা, উন্মত্তা যেন বিহ্বলা ॥
সামান্যা নহে এ নারী, চতুষ্করা ভয়ঙ্করী,
দিতিতনয় সংহারি, ঘোরা বদন করালা।
অশিব নাশিনী দুর্গে, ত্রাহি গো সাধকে দুর্গে,
চন্দ্র পরিবার বর্গে, নিস্তার সর্ব্বমঙ্গলা ॥

(৪০)

রাগিণী আড়ানা। তাল জলদ্‌তেতালা।

মা! ভব ভয়হারিণী, ভবানী নিস্তারিণী।
সঙ্কট বারিণী, সঙ্কটা দেবী রুদ্রাণী ॥
চণ্ডমুণ্ড ঘাতিনী, শিব হৃদিচারিণী,
দক্ষযজ্ঞ নাশিনী, বিশ্ব বিধায়িনী।
ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ডোদরা, সাকারা ত্বং নিরাকারা,
ত্বং হি মাতঃ বিশ্বাধারা, ত্বং হি নারায়ণী ॥
ষোড়শী ভুবনেশ্বরী, ত্বং হি শাশ্বতী ঈশ্বরী,
ত্বং হি মাতঃ ত্রিপুরারি, মনমোহিনী।
ত্বং হি সর্ব্বমঙ্গলা, কমলা ত্বং হি বিমলা,
ত্বং হি মাতঃ গিরিবালা, ত্বং হি কাত্যায়নী ॥
পরমা পরমাত্মিকা, ত্বং হি বহুলাত্মমেকা,

চণ্ডিকা শিব নায়িকা, জগৎ প্রসবিনী।
চন্দ্র সদা অভিলাষ, তব চরণ প্রয়াস,
পূর্ণ কর মন আশ, কৃত্তিবাস গেহিনী॥ (৪১)

রাগিণী সরপরদা। তাল জলদ্‌তেতালা।

রণে কেন হলে মত্ত, আত্মতত্ত্ব না জানিলে।
নাশিতে তুচ্ছ অসুরে, কেন গো অসি ধরিলে॥
ঘোর বেশ এলো কেশ, রণে করেছ প্রবেশ,
ভয়ের নাহিক লেশ, অনিমেশ কুতুহলে।
কোথায় গেল বসন, কোথায় গেল ভূষণ,
কোথা গেল আভরণ, করাল মূর্ত্তি করিলে॥
সুমিষ্ট মধুর রব, ভীষণ কি শব্দ তব,
অবলার কি সম্ভব, পতি রাখা পদতলে।
রসনা দশনে ধরি, কেন শ্যামা দিগম্বরী,
না হেরি রূপ মাধুরী, কি কারণে কিবা ছলে।
কমল সম নয়ন, হয়েছে রক্ত বরণ,
অগ্নিকণা বরিষণ, কোপ দৃষ্টে রাষ্ট্র জ্বলে॥
হাস্যাননে ঘোর ভাষা, বাস ত্যজি দিগবাসা,
কুলবতী হয়ে আশা, শোভে কি এ রণস্থলে।
পরমা পরমাত্মিকা, সাধকাভীষ্ট দায়িকা,
শ্রীচন্দ্র প্রতিপালিকা, ত্বং হি একা ভূমণ্ডলে। (৪২)

রাগিণী সুরট মল্লার। তাল জলদ্‌তেতালা।

কালবর্ণে করে আলো, কেশ এলো এ এলো কে।
এ কামিনী একাকিনী, মহারণে পশিল কে॥
দামিনী রূপ দমনা, চন্দ্রাননা বিবসনা,
ত্রিনয়নী হাস্যাননা, আসবে মত্তা হলো কে।

ছিন্ন মুণ্ড হার গলে, নর কর বস্ত্র ছলে,
মাভৈঃ মাভৈঃ মাত্র বলে, করে অসি মাতিল কে ॥
দৈত্যমুণ্ড করে ধরি, ভীমবেশা ভয়ঙ্করী,
উন্মত্তা সম এ নারী, পদতলে পড়িল কে ।
বামা বয়সে নবীনা, সমরে দেখি প্রবীণা,
অন্যের সাহায্য বিনা, অসুরে বধিল কে ।
অপরূপা এ ভামিনী, রণমাঝে বিহারিণী,
সামান্যা নহে রমণী, ভাবে চন্দ্র জানিল কে ॥* (৪৩)

রাগিণী সুরট মল্লার। তাল জলদ্‌তেতালা ।

কালরূপে চন্দ্র-জ্যোতি, ভীমা অথচ কোমলা ।
বল কে দেখেছে কোথা, কালতে এত উজ্জ্বলা ॥
অসি মুণ্ড শত্রু পক্ষে, বরাভয় ভক্তে রক্ষে,
সতী হয়ে স্বামী বক্ষে, পদ দিয়ে কুলবালা ।
সাট্টহাস ভয়ঙ্করী, মাভৈঃ শব্দ শুভঙ্করী,
নির্গুণা সগুণা হেরি, ধৈর্য্যা হইয়ে চঞ্চলা ॥
নির্ব্বাস শ্মশানে বাস, নির্ব্বাসা কর মা বাস,
ভক্তে আশ শত্রু ত্রাস, কঠিন কোথা সরলা ।
সুরূপা দেখে মা ভক্তে, শত্রু দেখে ভয়যুক্তে,
শত্রু দৃষ্টে রুধিরাক্তে, সাধক পক্ষে নির্ম্মলা ॥
অকায়ে আকারান্বিতা, দিতিতনয়ে গর্ব্বিতা,
সাধকেতে কৃপান্বিতা, অবলা হয়ে প্রবলা ।
তাড়না দনুজ পক্ষে, করুণা সাধক রক্ষে,
একেই দ্বিভাব লক্ষে, কুটিলা কভু সরলা ॥
কে বুঝিবে তব মায়া, সগুণা নির্গুণ কায়া,
চন্দ্র শিরে পদছায়া, দেহি গো শেখরবালা ॥ (৪৪)

রাগিণী মধুমৎ সারঙ্গ। তাল একতালা।

শ্যামবর্ণা এ কামিনী, উজ্জ্বলা-সম দামিনী।
লোল জিহ্বা ভয়ঙ্করী, কিন্তু রূপেতে মোহিনী॥
ভীমবেশে সাট্টহাসে, সাধক দুঃখ বিনাশে,
জান না কে এ আভাষে, এ বালা কার ভামিনী।
রুধিরাক্ত কাল দেহ, দোসর নাহিক কেহ,
রণে না করে সন্দেহ, শত্রুমধ্যে একাকিনী॥
অবলম্ব মাত্র অসি, ভীষণা মহারূপসী,
নির্ভয়ে রণে প্রবেশি, বিচরে রণ রঙ্গিণী।
নাশিতে দনুজ কুল, ত্রাসিত নহে ব্যাকুল,
সৃষ্টি করিতে নির্ম্মূল, প্রতিজ্ঞা তব তারিণী॥
জেনেছি তব উদ্দেশ, শত্রু করিতে নিঃশেষ,
ধরেছ এমন বেশ, চন্দ্রশেখর গেহিনী॥ (৪৫)

রাগিণী জয়জয়ন্তী। তাল একতালা।

সুবেশ ত্যাজিয়ে শ্যামা, বিকট বেশ কেন করিলে।
পট্টাম্বর ত্যাজি কেন, মনুজ কর পরিলে॥
অমূল্য হার রাখিয়ে, পরেছ মুণ্ড গাঁথিয়ে,
কবরী মুক্ত করিয়ে, এলোকেশে কেন এলে।
শেখরে ছিলে দ্বিকর, রণে দেখি চতুষ্কর,
সুশ্রী মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর, অসি নৃমুণ্ড ধরিলে॥
মধুর তোমার রব, ভীম রব কি সম্ভব,
পান করিয়ে আসব, শিব বক্ষে পদ দিলে।
ত্যাজিয়ে মণি কুণ্ডল, পরেছ শিশু যুগল,
কুলদায়িনী ব্যাকুল, নিজ মাহাত্ম্য ত্যজিলে॥
কুম্কুম আদি চন্দন, কেন করিলে বর্জ্জন,

রুধির করি লেপন, রণ বেশেতে সাজিলে।
পতি দেখ বিদ্যমানে, পিতা মাতা বর্ত্তমানে,
কি ভাবে আইলে রণে, কি যুক্তি মনে বুঝিলে ॥
ত্যজিয়ে রম্য ভবনে, কি কারণে এ শ্মশানে,
কি বিধানে কি সাধনে, একাকিনী প্রবেশিলে।
ষড়ানন গজানন, মাতা বিনা উচাটন,
মায়ের কঠিন মন, পুত্র দ্বয়ে কি ভুলিলে ॥
ছিলে গৌরী হলে শ্যামা, কে জানিবে এ মহিমা,
তোমার রূপ অসীমা, চন্দ্র-জ্যোতি পদতলে ॥ (৪৬)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল কওয়ালি।

শঙ্কর হৃদয় চারিণী, নৃত্যই শ্যামা উলঙ্গিনী।
রুধিরাক্ত কলেবরা, যেন উন্মাদিনী ॥
মহারণে মোহিতা, পদ বিচলিতা,
ক্ষণে সচকিতা, ঘোর নিনাদিনী।
নৃমুণ্ড সুশোভিতা, অসি মুণ্ড কর ধৃতা,
করকাঞ্চি পরিহিতা, হুঙ্কার রব কারিণী ॥
আসব অলসে, অট্ট অট্ট হাসে,
মাভৈঃ মাভৈঃ ভাষে, দৈত্য বিনাশিনী।
লম্বিত সুচিকুর, পদে শোভে নূপুর,
ভীষণা রূপ মধুর, শিব মন হারিণী ॥
কোমল শ্যাম অঙ্গ, যোগিনীগণ সঙ্গ,
রণে কৃত করে রঙ্গ, রণ বিলাসিনী।
ত্রিনয়ন ঘূর্ণিত, দৈত্যগণ তাপিত,
বসুন্ধরা কম্পিত, সহিত কমঠ ফণী ॥
সম্বর রণ সম্বর, পদতলে দিগম্বর,

পর শ্যামা অম্বর, হে ভব ভামিনি।
মহাকাল কামিনী, কালরাত্রি রূপিণী,
কাল ভয় বারিণী, চন্দ্র দেয়ী কল্যাণী॥ (৪৭)

রাগিণী বিভাষ। তাল পোস্তা।

শ্যামা কেন নাচ গো, মা শঙ্কর হৃদে।
জান না কি মহাদেব, পতিত যে তব পদে॥
চরণের মহাভার, কি সাধ্য সহে সংসার,
ভব বিনা কেবা আর, সবে সম্পদে বিপদে।
পতিত যে পতি তব, পদতলে অগৌরব,
তোমার কি সম্ভব, এ কি যুক্তি বিসম্বদে॥
ভব যে পতিত ভবে, দৃষ্ট করি দেখ শিবে,
তুষ্ট হও চন্দ্র স্তবে, শিবে রাখ নিরাপদে॥ (৪৮)

রাগিণী বেহাগ। তাল জলদ্‌তেতালা।

মহারণে এলোকেশে, এলো কে সে দিগবাসে।
নির্ভয়ে রণে প্রবেশে, ঘোর রবা সাট্ট হাসে॥
শিব দেখি মহীতলে, কমল চরণতলে,
মাভৈঃ মাভৈঃ সদা বলে, আসব পান আবেশে।
কালরাত্রি স্বরূপিণী, ভীষণা মূর্ত্তি ধারিণী,
শক্রমধ্যে একাকিনী, কে জানে কিবা আভাষে॥
অস্থিরা যেন দামিনী, গম্ভীরা সম মেদিনী,
সামান্যা নহে কামিনী, কটাক্ষে কলুষ নাশে।
বামা দৃশ্যে পাগলিনী, কিন্তু নহে উন্মাদিনী,
সর্ব্বভূত বিধায়িনী, অসাধ্য জানা বিশেষে॥
নির্ব্বিকারা নিরাকারা, কার্য্যেতে হয় সাকারা,
চন্দ্র সর্ব্ব দুঃখ হরা, স্থায়ী কর মা আবাসে॥ (৪৯)

রাগিণী বেহাগ। তাল একতালা।

নীল দামিনী এ রমণী, রণমাঝে রণবেশে।
দিগবাসে এলোকেশে, দেখি স্থিতা কৃত্তিবাসে॥
শ্যাম বরণে রূপসী, চন্দ্রাননে মিষ্টহাসি,
ছিন্ন মুণ্ড করে অসি, মত্তা আসব আবেশে।
শ্যামাঙ্গে রুধির শোভা, যেন চন্দ্রে কলঙ্কাভা,
চরণে সুধাংশুনিভা, কটী শোভা করবাসে॥
বিরিঞ্চি বাঞ্ছিত পদ, ভক্তজন সুসম্পদ,
চন্দ্রে কর নিরাপদ, তারিণী গো কৃপাবশে॥ (৫০)

রাগিণী ভৈরবী। তাল ঠুংরী।

শ্যামবরণ নরকর বসন, মুণ্ডমালা ভূষণ কার বামা।
শোণিত লেপনা হেরি ত্রিনয়না, দশনে রসনা অনুপমা॥
আলুলায়িত কুন্তল, যুগল শিশু কুণ্ডল,
শোভিত কর্ণ যুগল, তুমুল সংগ্রাম রমা।
এ নারী কে চতুষ্করা, মুণ্ডাসি অভয় বরা,
হুহুঙ্কার রব করা, দিগবাসা মহাভীমা॥
আসব পানে আনন্দ, পদতলে সদানন্দ,
দিতিপুত্রে নিরানন্দ, সাধকের শুভকামা।
পদভরে টলমল, ধরাধর রসাতল,
কমঠ ফণী বিকল, বিশ্ব বিনাশিনী শ্যামা॥
দেখিতে শ্যামা নবীনা, কিন্তু সমরে প্রবীণা,
চন্দ্র ভুজ ত্রিনয়না, শক্তিরূপা সর্ব্বোত্তমা॥ (৫১)

রাগিণী ইমন্‌কল্যাণ। তাল জলদ্‌তেতালা।

শ্যাম অঙ্গ শশি প্রভা, প্রভাবা কার কামিনী।
শোণিত মিলিত অঙ্গে, যেন ঘনে সৌদামিনী॥

এলোকেশে শোভা করে, বিচ্ছিন্ন বেশে বিহরে,
সাট্টহসিত সমরে, দনুজ ত্রাসে কামিনী।
এ হেন নব বয়সে, রণে উল্লাসে প্রবেশে,
দেখি আসব আবেশে, কালরাত্রি স্বরূপিণী ॥
বিচলিত শ্রীচরণা, সদা সচকিত মনা,
চঞ্চল অসি ধারণা, এ বেশে কেন ভবানী।
শ্রীকরে বর ধারণা, ছিন্ন মুণ্ড শোভমানা,
লোল জিহ্বা ত্রিনয়না, সঙ্গিণী সঙ্গে যোগিনী ॥
শঙ্কর হৃদে শঙ্করী, শুভঙ্করী ভয়ঙ্করী,
চন্দ্র প্রতি ক্ষেমঙ্করী, সুখদে দুঃখ হারিণী ॥ (৫২)

রাগিণী পরজ। তাল একতালা।

কমলা করালা, কালিকা কাত্যায়নী।
কাতরে করুণা কর, মহাকাল কামিনী ॥
শবে শিবে তারা শ্যামা, ষোড়শী ভৈরবী উমা,
মাতঙ্গী কামাখ্যা ভীমা, কালরাত্রি স্বরূপিণী।
আনন্দময়ী বগলা, ভুবনেশ্বরী বিমলা,
সতী শক্তি দক্ষবালা, আদ্যা মহাযোগিনী ॥
ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড উদরা, শঙ্করী শঙ্কর দারা,
স্বয়ম্ভবা পরাৎপরা, মহীষাসুর মর্দ্দিনী।
বামা অথচ দক্ষিণা, এলোকেশী ত্রিনয়না,
ব্রহ্মময়ী ত্বং ত্রিগুণা, ভদ্রকালী কপালিনী ॥
কামদে ভক্তে মোক্ষদে, বিপদে রক্ষ সম্পদে,
চন্দ্রে সুখদে শুভদে, অভয়া কুলকুণ্ডলিনী ॥ (৫৩)

রাগিণী সিন্ধু কাপি। তাল পোস্তা।

শ্যামা সামান্যা নয়, শ্যামা তত্ত্ব কেবা জানে।
বিবসনে মহারণে, নারী হয়ে কি কারণে ॥

কেন করকাঞ্চী পরি, কেন করে অসি করি,
কেন শিবে পদ ধরি, গৌরাঙ্গী শ্যামবরণে ॥
কেন এলো করি কেশ, কেন আসবে আবেশ,
কেন এ বিকট বেশ, কেন রসনা দশনে ॥
কেন গলে মুণ্ডমালা, কেন বা এত চঞ্চলা,
কেন বা এত বিহ্বলা, দিতিসুত সন্নিধানে।
দ্বিনয়নে ত্রিনয়ন, কেন করেছ ধারণ,
কেন দনুজ ছেদন, নাচিছ রণ অঙ্গনে॥
নারীর এ নহে কর্ম্ম, সতীর এ নহে ধর্ম্ম,
চন্দ্র জ্ঞাত শ্যামা মর্ম্ম, সগুণা কার্য্য সাধনে ॥ (৫৪)

রাগিণী দেশ সুরট। তাল জলদ্তেতালা।

সুপুত্র কুপুত্র হৌক, মাতার সমান স্নেহ।
শ্যামা তোমার পুত্র মধ্যে, আমি কি মা নহি কেহ ॥
পুত্রের যে আব্দার, মাতার সহ্য নহে ভার,
তবে কেন তিরস্কার, এ দেখে হয় সন্দেহ।
তনয় অবাধ্য হলে, মাতা নাহি দেয় ঠেলে,
বরং ধরে রাখে কোলে, কখন নহে অস্নেহ ॥
তোমার তনয় হই, জানি না মা তোমা বই,
তবে কেন ভিন্ন রই, চন্দ্রে সদা কষ্ট দেহ ॥ (৫৫)

রাগিণী আড়ানা বাহার। তাল জলদ্তেতালা।

বিষয় কূপেতে শ্যামা, করেছ মাতঃ পতিত।
বিবেক অবলম্ব বিনা, কিসে হই উদ্ধারিত ॥
সদা উপার্জ্জনে মন, ধনে হয়ে অচেতন,
না করি তব সাধন, আশয়ে হয়ে মোহিত।
শ্যামার সাধনা শ্রেষ্ঠ, মায়া মোহে করে ভ্রষ্ট,

ধন মদে সব নষ্ট, না বুঝিয়ে হিতাহিত ॥
সাধনা চরম গতি, ধন জন্য ছিন্ন মতি,
লোভে নাহি অব্যাহতি, মন বুঝে না বিহিত ॥
লোভের গভীর খাদ, পতিতে হবে প্রমাদ,
তথাপি সে পরমাদ, কভু না করে গণিত ॥
সেবিতে শ্যামা চরণ, বাসনা যে সর্ব্বক্ষণ,
ধনে করে আকর্ষণ, সাধনা করে রহিত।
ধন সংগ্রহে অভ্যাস, যত পাই তত আশ,
লোভে করে পুণ্য নাশ, হয়ে ধৈর্য্য বিচলিত ॥
আর কেন দুঃখ পাই, হেলায় কেন হারাই,
চন্দ্র শ্যামার দোহাই, কর মা যথা উচিত ॥ (৫৬)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল কওয়ালি।

নীল নীরদ বরণে, কে শোভে রণে।
বিবসনে ত্রিনয়নে, শবরূপ শিবাসনে ॥
সদা ছিন্ন মুণ্ডমালে, হয়েছে শোভিত গলে,
ব্যাঘ্রচর্ম্ম কটীতলে, প্রত্যালীঢ় চরণে।
দ্বীপীচর্ম্ম শোভে শিরে, রুধিরাক্ত কলেবরে,
চতুষ্করে শোভা করে, রসনা ধরি দশনে ॥
মহাবিদ্যা তারা মুর্ত্তি, অসার সংসার পূর্ত্তি,
দেহি চন্দ্রে জ্ঞান স্ফুর্ত্তি, নিবেদন শ্রীচরণে ॥ (৫৭)

রাগিণী বিভাষ। তাল জলদ্‌তেতালা।

কি কারণে ওগো শ্যামা, হইলে কঠিন।
তোমা বিনা ভক্তের কিসে, যাইবে দুর্দ্দিন ॥
সতত মন চঞ্চল, সাধনার নাহি বল,
তব চরণ সম্বল, কৃতান্ত যাহে অধীন।

বিষয়ে ব্যস্ত সতত, অর্চ্চনায় অন্য মত,
আশা লোভে হই রত, এমত মানস ক্ষীণ॥
ধনের এরূপ শক্তি, নাশ করে দৃঢ় ভক্তি,
সময়ে হয় অভক্তি, মায়া মোহে অর্ব্বাচীন।
সঞ্চয় কিসে হইবে, ধনবান্ সবে কবে,
উপার্জ্জনে মন রবে, আকাঙ্ক্ষা মহা স্বাধীন॥
বিষয়ের লালসায়, সাধন সময় যায়,
পতিত ঘোর মায়ায়, বুদ্ধিবৃত্তি অতিহীন।
আশা অতিবলবতী, করে তাহে ছিন্নমতি,
নাহি তাহে অব্যাহতি, আশা জানিবে প্রবীন॥
মায়াময় এ সংসার, কেমনে হব উদ্ধার,
অভয়ে কর নিস্তার, চন্দ্র পদাশ্রিত দীন॥ (৫৮)

রাগিণী সুরট মল্লার। তাল একতালা।

করে করি অসি, রণে এলোকেশী,
ষোড়শী রূপসী, কে বিহরে।
করবাসা অট্টহাসা, গ্রীবা শোভে মুণ্ডহারে॥
ছিন্ন মুণ্ড কেশধৃতা, শ্রী অঙ্গে রুধিরাবৃতা,
কাল ভীষণা আকৃতা, কম্পিত ধরা হুঙ্কারে।
ঘোরদন্তা ত্রিনয়না, রক্তাক্ত লোল রসনা,
নারী হয়ে বিবসনা, একাকিনী শবোপরে॥
দেখি রণ ভয়ঙ্কর, পদে পতিত শঙ্কর,
বুঝিতে চন্দ্র দুষ্কর, এ বামা কেন সমরে॥ (৫৯)

রাগিণী হাম্বির। তাল জলদ্‌তেতালা।

আমার তামস মন,
কৃপা করি কৃপাময়ী, কর গো তম খণ্ডন॥

সাধনার নাহি বল, তুয়া চরণ সম্বল,
মন মধ্যে ঐ বল, করো না শ্যামা বর্জ্জন।
স্বভাব দেখি বিকৃতি, মূঢ় সমান প্রকৃতি,
তব সাধনেতে বৃতী, নাহি হয় কদাচন॥
পুণ্য না করি সংগ্রহ, মানস মহাবিগ্রহ,
তব পূজাতে আগ্রহ, কুগ্রহ করে ছেদন।
পাপেতে ভরিল কায়া, ঘেরিল আসিয়া মায়া,
শ্যামা যদি কর দয়া, বিমুক্ত ভব বন্ধন॥
সদা ধন লোভে বশ, ধর্ম্ম সাধনে অলস,
চন্দ্র মানস অবশ, ভরসা মাত্র চরণ॥ (৬০)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল একতালা।

আসব পানে বিবসনে, কেন শ্যামা এলো রণে।
এলোকেশ করি, করে অসি ধরি, হুঙ্কার রব সঘনে॥
এ কি দেখি অসম্ভব, চরণে পতিত ভব,
গভীর ভীষণ রব, শঙ্কা নাহি হয় মনে।
রুধির শোভিত অঙ্গ, প্রমথ ব্যাপিত সঙ্গ,
রণে কত করে রঙ্গ, রসনা ধরি দশনে॥
ছিন্ন করবাস শোভা, বরণ অম্বুদ প্রভা,
কালবর্ণে চন্দ্রনিভা, শোভমানা ত্রিনয়নে।
দৃশ্যে অতীব ভীষণা, কিন্তু রূপে অতুলনা,
চন্দ্র হৃদয়ে ধারণা, কর শ্যামা শ্রীচরণে॥ (৬১)

রাগিণী ঝিঝুটী। তাল একতালা।

শঙ্কর উরে বিহরে, শ্যামা শঙ্করী।
এলোকেশে দিগবাসে, রূপ অতিভয়ঙ্করী॥
আসবে হয়ে আবেশ, ভয়ের নাহিক লেশ,

ভীষণ করিয়ে বেশ, অথচ যে শুভঙ্করী।
এ যে নবীন বয়সে, এ মহারণে প্রবেশে,
অক্লেশে দনুজ নাশে, ভক্তজনে প্রিয়ঙ্করী॥
লোভ জন্য মোহবশে, জঘন্য মানস আশে,
পতিত চন্দ্র কলুষে, ক্ষমা কর ক্ষেমঙ্করী॥ (৬২)

রাগিণী সুরট মল্লার। তাল জলদ্‌তেতালা।

বর্ণ কাল করে আল, কেশ এলো বামা কে।
প্রকৃতি বিকৃতি দেখি, আকৃতি সুরমা কে॥
লম্বমানা এলোকেশা, দিগম্বরী ছিন্নবেশা,
আসবে হয়ে আবেশা, ঘোর মূর্ত্তি ভীমা কে।
কাল যামিনী রূপিণী, সমরে কে একাকিনী,
শত্রু ভয় প্রদায়িনী, করালা সত্তমা কে॥
ডাকিনী যোগিনী সঙ্গে, রণাঙ্গনে নাচে রঙ্গে,
আশঙ্কা নাস্তি ভ্রূ ভঙ্গে, ইহার উপমা কে।
দশনে রসনা চাপি, রুধির শ্যামাঙ্গে ব্যাপি,
এ বামার অনুরূপী, দেখেছে উত্তমা কে॥
নারী হয়ে এলো রণে, আলো করি ত্রিভুবনে,
ভক্ত চন্দ্র মাত্র জানে, পরমা এ শ্যামা কে॥ (৬৩)

রাগিণী ইমন গৌরী। তাল একতালা।

এলো রণে বিবসনে, ঘোরা শ্যামা অট্টহাসে।
টলিত এ ভব দলিত দানব, আসব পান আবেশে॥
নর কর কৃত বাসা, মৃত শিশু কর্ণভূষা,
অমরে অমৃত ভাষা, কর্কশা অসুরে নাশে।
শোণিত শ্রী অঙ্গে শোভা, মিলিত তড়িত প্রভা,
দলিত অঞ্জননিভা, দুর্লভা রূপে প্রকাশে॥

সহজে বালা নবীনা, প্রবলা রণে প্রবীনা,
করালা মহা স্বাধীনা, অবলা ভীষণ ভাষে।
সাজিয়ে রঞ্জিত বেশ, কুঞ্চিত মোচিত কেশ,
কিঞ্চিত না হয় ক্লেশ, সঞ্চিত রণ অভ্যাসে॥
সম্পদ মহাবিপদ, রাজ্যপদ বিসম্বদ,
শ্যামাপদ শ্রেষ্ঠ পদ, আস্পদ চন্দ্র মানসে॥ (৬৪)

রাগিণী বিভাষ। তাল জলদ্‌তেতালা।

এ যে শ্যামা শ্যামবর্ণা, কিন্তু শ্যামা শ্যামা নয়।
দেখিতে শ্যামা এ বামা, শ্যামবর্ণে জ্যোতির্ম্ময়॥
শ্রীগৌরাঙ্গী গিরিবালা, চন্দ্র সম সমুজ্জ্বলা,
দর্পণ সম সচ্ছলা, ছায়ারূপ শ্যামা কয়।
কভু গৌর কভু পীত, নীল কভু বা অসিত,
কভু ধূম্র বা লোহিত, ভীষণা শোভিতা হয়॥
সবাসে বা দিগবাসে, শ্মশানে কভু আবাসে,
কভু মিষ্ট অট্টহাসে, অসাধ্য করা নির্ণয়।
কখন শিবের বামে, কখন বা রণে ভ্রমে,
এ বামার কোন ক্রমে, কে জানে তথ্য নিশ্চয়॥
সাকারা কি নিরাকারা, সরলা কি ভয়ঙ্করা,
ধীরা কি অধীরা ঘোরা, কে জানে কি ভাবে রয়।
কভু মৃদু মিষ্ট বাণী, কখন কর্কশ ধ্বনি,
কখন সহ সঙ্গিনী, কভু রণে করে জয়॥
কভু কৃশা কভু স্থূলা, কখন একা বহুলা,
স্থিরা কখন উতলা, কভু সৃষ্টি কভু লয়।
দ্বিনয়না ত্রিনয়না, শবাসনা সিংহাসনা,
কখন মুণ্ড ভূষণা, ইচ্ছাময়ী কি আশয়॥

কখন দৈত্য গঞ্জন, কখন দেব রঞ্জন,
চন্দ্র বিপদ ভঞ্জন, শ্যামা শ্রীচরণ দ্বয় ॥ (৬৫)

রাগিণী সরফরদা। তাল জলদ্‌তেতালা।

কেন শ্যামা অনুপমা, এ ভীমা বেশ করেছ।
পদ্মাননে সুদর্শনে, দশনে জিহ্বা ধরেছ ॥
কবরী ছিল বন্ধন, করিলে কেন মোচন,
ত্যজিয়ে হার ভূষণ, নৃমুণ্ডমালা পরেছ।
কেন ত্যজিলে বসন, নর কর বিধারণ,
দেখি শ্যামা ত্রিনয়ন, শিবের বুঝি হরেছ ॥
শেখরে তব আবাস, শ্মশানে কেন মা বাস,
নারী হয়ে নাহি ত্রাস, একা আসিতে পেরেছ।
কেয়ূর তাড় কঙ্কন, ভূষণ করি বর্জ্জন,
অসি করাল ধারণ, দনুজগণে মেরেছ ॥
শিব নিন্দা ক্লেশকর, ত্যজে ছিলে কলেবর,
সেই শিবে পদে ধর, পতি ভক্তি বিস্মরেছ।
ছিলে গৌরী শুভঙ্করী, হলে শ্যামা ভয়ঙ্করী,
রক্ষ কাহারে সংহারি, পাপীগণেরে তরেছ ॥
পঙ্গুরে লঙ্ঘাও গিরি, কারে কর অধিকারী,
সকলি ইচ্ছা তোমারি, চন্দ্রে কেন না হেরেছ ॥ (৬৬)

রাগিণী বেহাগ। তাল জলদ্‌তেতালা।

কালি কলি ঘোর।
কি পুণ্যে পাইব, ও মা চরণ তোর ॥
সংসার সুখ বাসনা, সদা থাকি অন্যমনা,
নাহি করি উপাসনা, কাল নিশি হয় ভোর।

ধন লোভে মত্ত মন, যেমন মত্ত বারণ,
নাহি মানে নিবারণ, চন্দ্র কুমানস মোর ॥

(৬৭)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল একতালা।

শক্তি ভক্তি যুক্তি কর, মুক্তি উক্তি তন্ত্রসার।
চণ্ড মুণ্ড খণ্ডকরী, পাষণ্ড দণ্ড সংহার ॥
দশ বিধ স্বরূপিণী, পঞ্চ বিধ প্রসবিনী,
ষড় রিপু নিস্তারিণী, একা বিবিধ প্রকার।
দক্ষকন্যা গিরিকন্যা, সতী ধন্যা গৌরী ধন্যা,
সদা সদাশিব মান্যা, মান্যা গণ্যা ত্রিসংসার ॥
ত্বং ত্রিগুণা ত্রাণকর্ত্রী, জ্ঞানরূপা জ্ঞানদাত্রী,
সুখদা মোক্ষদা পাত্রী, কুলদে কর নিস্তার।
নির্গুণা ত্বং গুণাত্মিকা, পরমা পরমাত্মিকা,
সাধক জন সাধিকা, সকলি তব প্রচার ॥
যে পদ চন্দ্রশেখরে, যত্নে হৃদে রক্ষা করে,
সে পদ চন্দ্রশেখরে, কেন মা অনধিকার ॥

(৬৮)

রাগিণী মুল্‌তানী। তাল জলদ্‌তেতালা।

শ্যামা শিব মনোরমা, শক্তি মুক্তি প্রদায়িনী।
করালা সর্ব্বমঙ্গলা, মঙ্গল্যে ভব তারিণী ॥
যোগাদ্যা ত্বং যোগমায়া, সগুণ নির্গুণ কায়া,
সভয় ভক্তে অভয়া, সাধক ভয় বারিণী।
উমা ধূমা গিরিবালা, কালী ভৈরবী কমলা,
গৌরী পার্ব্বতী বিমলা, দক্ষ যজ্ঞ বিনাশিনী ॥
উগ্রচণ্ডা কালরাত্রী, আদ্যাশক্তি জগদ্ধাত্রী,
ভক্তে সুখ মোক্ষদাত্রী, পাপহন্ত্রী কাত্যায়নী।
জগত প্রসূ সর্ব্বেশা, দুরদৃষ্ট তমো নাশা,

অখিল জন ভরসা, ত্রাহি মে কষ্ট নাশিনী ॥
ত্বমেকা সকল ধর্ম্ম, ত্বমেকা সকল কর্ম্ম,
ত্বং হি রক্ষ চন্দ্রবর্ম্ম, শত্রুমধ্যে সহায়িনী ॥ (৬৯)

রাগিণী ঝিঁঝুটী। তাল পোস্তা।

কার কামিনী, এলো রণে বিবসনে।
ঘোর শব্দে করে স্তব্ধ, বিকট দশনে ॥
রণে একাকিনী, অসি বিধারিণী,
নৃমুণ্ড মালিনী, শবাসনে।
আসব আবেশে, অট্ট অট্ট হাসে,
মাভৈঃ মাভৈঃ ভাষে, টলিত চরণে ॥
রুধির শ্যাম অঙ্গে, নাচে রণ রঙ্গে,
নাহি ভুরু ভঙ্গে, ভয় করে মনে।
মনের উল্লাসে, দনুজ বিনাশে,
জগজন ত্রাসে, হুঙ্কার সঘনে ॥
করে মুণ্ড অসি, বয়সে ষোড়শী,
মৃদু মৃদু হাসি, করাল বদনে।
কখন চীৎকার, কখন হুঙ্কার,
কভু মার মার, স্ফুরিছে সঘনে ॥
সমর সম্বর, পদে দিগম্বর,
চন্দ্র বাক্য ধর, যাও মা ভবনে ॥ (৭০)

রাগিণী হাম্বির। তাল কওয়ালি ঠেকা।

ভব তারিণী কালিকা, কাত্যায়নী।
আদ্যা মহাবিদ্যা, তমোবিনাশিনী ॥
অপরাজিতা শোভিতা, দুঃখ নিবারিণী,
ভব প্রসূতা অসিতা, রূপ বিধারিণী।

মোক্ষদা ত্বং হি অন্নদা, অম্বুদ বরণী,
সর্ব্বসুখদা বরদা, কূল প্রদায়িনী ॥
ত্বং হি যোগাদ্যা বিদ্যা, করাল কামিনী,
শ্যামা বামা উমা ধূমা, শিব সোহাগিনী।
জগদ্ধাত্রী মোক্ষদাত্রী, তারা ত্রিনয়নী,
গুণাতীতা বিশ্বমাতা, সতী দাক্ষায়ণী ॥
রাজেশ্বরী শুভঙ্করী, পরমা যোগিনী,
সর্ব্বমঙ্গলা বিমলা, গণেশ জননী।
তারা সারা নিরাকারা, সত্য সনাতনী,
শঙ্কর মোহিনী, চন্দ্র দেয়ী নিস্তারিণী ॥ (৭১)

রাগিণী সিন্ধু। তাল পোস্তা।

আমার মনে কালি কিন্তু কালী, সদা বিরাজে অন্তরে।
মনের কালি কাটবে কালী, কালী নামেতে অচিরে ॥
নামে কালী তমো নাশা, আঁধার করে চকসা,
কাল আলো করে দিশা, কালতে কাল সংহারে।
কালী যার হৃদে রয়, উজ্জ্বল করে হৃদয়,
কালী কভু কাল নয়, কালয় তমো নিবারে ॥
মনের কালি শোধনে, কালী যদি রাখ মনে,
কালি কালী নিজ গুণে, কালী কালি নাশ করে।
পাষণ্ডের মনে কালি, সাধকের মনে কালী,
তাই কালী ভাল বলি, কালি কালী নামে হরে ॥
মনের কালি কি যাবে, মনে কালী কি রহিবে,
চন্দ্র কি কালী পাইবে, ভক্তিভাবে অভ্যন্তরে ॥ (৭২)

রাগিণী সুরট মল্লার। তাল কওয়ালি।

এ বামা দেখিতে শ্যামা, শ্যামবর্ণেতে রূপসী।

কথায়মাত্র বলে কাল, কিন্তু কালী কালশশী ॥
কালয় এত নির্ম্মল, কালয় করে উজ্জ্বল,
কে কোথা দেখেছে বল, কালপ্রভা কালনাশী।
কালী মহাকাল-জায়া, কালী নাম কালক্ষয়া,
কালী বিপদে অভয়া, তাই কালী ভালবাসী ॥
নামে কালী কাল নয়, কালী নামে কাল জয়,
কালী তত্ত্ব পরিচয়, জানে শিব অবিনাশী।
কালী নামে সুখে রয়, কালী ভক্ত মোক্ষ হয়;
কালী কালী যেবা কয়, তার স্থান বারাণসী ॥
কাল ভয়েতে ব্যাকুল, ভব সাগরে আকুল,
কালী যদি দেও কুল, নিজ গুণে পাপ নাশী।
মুক্তিদায়িনী ত্বমেকা, কালী শ্রীচরণ নৌকা,
তারণ তরি কালিকা, শঙ্কর জায়া ষোড়শী ॥
পুত্র কলত্র সম্পদ্, সবে কর নিরাপদ,
খণ্ড প্রণব বিপদ, চন্দ্র এই অভিলাষী ॥ (৭৩)

রাগিণী ঝিঝুটী। তাল একতালা।

চণ্ডমুণ্ড খণ্ড কারিণী, কালী মুণ্ড মালিকা।
পাষণ্ড দণ্ড বিধায়িনী, উগ্রচণ্ডা কালিকা ॥
লণ্ড ভণ্ড দৈত্যতাপা, দোর্দ্দণ্ড মহাপ্রতাপা,
অখণ্ড মণ্ডলরূপা, খণ্ড চন্দ্র ভালিকা।
ভণ্ড জন দর্পরিষ্টা, মার্ত্তণ্ড সমান দৃষ্টা,
ষণ্ড জনের অনিষ্টা, পণ্ড শ্রদ্ধা জ্বালিকা ॥
ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড উদরা, প্রচণ্ড প্রতাপপরা,
প্রকাণ্ড শত্রু সংহরা, দীন চন্দ্র পালিকা ॥ (৭৪)

রাগিণী সারঙ্গ। তাল একতালা।

ভীষণা শিব ভামিনী, চতুর্ব্বর্গ বিধায়িনী।
বীজরূপিণী ঘোর নিনাদিনী, রণে দেখি উলঙ্গিনী॥
লোল রসনা ঘোর দশনা, শবাসনা ত্রিনয়নী,
সাট্টহাসা আবাসাবাসা, নীল নীরদ বরণী।
শ্মশান মশান স্থান, পরিধান কর কিঙ্কিণী,
রুধির আবৃতা করে অসিধৃতা, বিকৃতা যেন উন্মাদিনী॥
উগ্রচণ্ডা চামুণ্ডা, প্রচণ্ডা মহাযোগিনী,
তীক্ষ্ণ ঈক্ষণা শত্রু হননা, চণ্ডিকা দৈত্য দলনী।
দীর্ঘাকারা ভয়ঙ্করা, টলিত ধরা সহিত ফণী,
মুক্ত চিকুরা হুঙ্কারে অধীরা, রণ বিহরা কাদম্বিনী॥
নবীনা ললনা সমরে প্রবীণা, স্বাধীনা শিব মোহিনী,
অম্বুদে মোক্ষদে কামদে কুমুদে, শুভদে চন্দ্র নারায়ণী॥ (৭৫)

রাগিণী বিভাষ। তাল জলদ্‌তেতালা।

কি কারণে বিবসনে, রসনা দশনে ধরা॥
কি কারণে বিচরণে, শ্মশানে দেখি অস্থিরা॥
কি কারণে হীনবেশে, কি কারণে এলো কেশে,
কি কারণে কি উদ্দেশে, কি কারণে গো অধীরা।
কি কারণে অসিহস্তে, কি কারণে চল ত্রস্তে,
কি কারণে এত ব্যস্তে, কি কারণে মুণ্ড করা॥
কি কারণে কর-বাস, কি কারণে ত্যজি বাস,
কি কারণে নাহি ত্রাস, কি কারণে বেশ ঘোরা।
কি কারণে মধুপানে, কি কারণে ত্রিনয়নে,
কি কারণে ভূ শয়নে, কি কারণে ভব ধরা॥
কি কারণে রক্ত অঙ্গে, কি কারণে ভূত সঙ্গে,

কি কারণে নাচ রঙ্গে, কি কারণে এ সত্বরা।
কি কারণে মুণ্ডহার, কি কারণে এ আচার,
কি কারণে মার মার, কি কারণে মা কঠোরা॥
কি কারণে শত্রু মধ্যে, কি কারণে এলে যুদ্ধে,
কি কারণে গো বিশুদ্ধে, কি কারণে ভয়ঙ্করা।
কি কারণে এত ক্রোধ, কি কারণে প্রতিযোধ,
কি কারণে অনুরোধ, কি কারণে বোধহরা॥
কি কারণে কিবা মনে, কি কারণে শবাসনে,
কি কারণে চন্দ্র জানে, কি কারণে ত্বং সাকারা॥ (৭৬)

রাগিণী বেহাগ। তাল জলদ্‌তেতালা।

কালী বলে কাল যদি, কাটিতে সক্ষম হই।
তবে কালগ্রাস হতে, কালী নামে মুক্ত রই॥
কালী নাম যেই স্মরে, কাল ভয় নাহি করে,
কালী কলুষ সংহরে, কেবা আছে কালী বই।
কালী নাম যার সার, কালের কি অধিকার,
কালী করিবে নিস্তার, কালের অধীন নই॥
কালী ভক্ত কালী বলে, কালী নাম গুণ বলে,
ভোগা দিয়ে ধূর্ত্ত কালে, অনায়াসে হব জই।
কালীর মাহাত্ম্য যত, সাধকেই জানে তত,
তাই চন্দ্র অবিরত, কালী কালী সদা কই॥ (৭৭)

রাগিণী সুরট মল্লার। তাল জলদ্‌তেতালা।

শব্বাসনে বিবসনে, মহারণে কার বামা।
সঘনে ঘোর নিস্বনে, ত্রিনয়নে রূপ ভীমা॥
অঞ্জন যথা দলিত, তড়িত সহ মিলিত,
সৌষ্ঠব তথা ললিত, উজ্জ্বল অথচ শ্যামা।

কুঞ্চিত লম্বিত কেশ, রঞ্জিত ত্যজিয়ে বেশ,
লুণ্ঠিত পদে মহেশ, লাঞ্ছিত রূপে চন্দ্রমা ॥
শোভিতা নৃমুণ্ডহারে, ক্ষোভিতা নহে সমরে,
অভীতা বিরাজ করে, ভাষিতা অসীম সীমা।
আকৃতি বিকট ঘোরা, বিকৃতা সঙ্কটপরা,
ধৃত মুণ্ডা অসি করা, রুধির-আবৃতা রমা ॥
মানস মহা অধম, তামস বাসনা মম,
সুবিকাশ চন্দ্রসম, প্রকাশ করুণা উমা ॥ (৭৮)

রাগিণী মুলতানী। তাল ধিমাতেতালা।

যার হৃদে আছে ব্রহ্মময়ী, তাহার কিবা সাধন।
ঐকান্তিকে ভাব শ্যামা, বিকল সব পূজন ॥
জপ তপ যাগ যজ্ঞ, যে করে সে শ্যামা অজ্ঞ,
কালী মম সর্ব্ব যজ্ঞ, ভাব কালী শ্রীচরণ।
কালী পদ ভাবে যেবা, তার কাল ভয় কিবা,
মনে কর শ্যামা সেবা, আর কিরে আকিঞ্চন ॥
যেই জন শ্যামা ধনে, ভক্তিভাবে নাহি জানে,
কি ফল তার সাধনে, আড়ম্বর বিড়ম্বন।
ব্রত করা উপবাসী, কিবা ফল একাদশী,
মন মধ্যে এলো কেশী, সকল ফল কারণ ॥
হৃদে রাখ শ্যামা ভক্তি, চন্দ্র হৃদে যথা শক্তি,
অনায়াসে হবে মুক্তি, অকাট্য শিব বচন ॥ (৭৯)

রাগিণী জয়অয়ন্তী। তাল একতালা।

কাদম্বিনী এ কামিনী, দামিনী সুমান শোভা।
কার ভামিনী শত্রুনাশিনী, মোহিনী অসীমপ্রভা ॥
লম্বিত সুকেশপাশ, ত্যজিয়ে সুবেশ বাস,

আশ্রিতা শ্মশান বাস, রঞ্জিতা সুধাংশু নিভা।
বিকটা অসুর পক্ষে, সঙ্কটা পাষণ্ডে লক্ষে,
প্রকটা সাধক বক্ষে, ত্রিপুটা শঙ্কর লভা॥
ঘোরা শুভরূপা রামা, তারা অনুপমা বামা,
সুরূপা স্বরূপা শ্যামা, কৃপা রূপা চন্দ্র লোভা॥ (৮০)

রাগিণীরট মল্লার। তাল জলদ্‌তেতালা।

দামিনী দমন রূপা, বর্ণ অঞ্জন দলিতা।
কামিনী কোমলা দর্পা, সুধাংশু সম ললিতা॥
কজ্জল সমান শ্যামা, উজ্জ্বল যেন চন্দ্রিমা,
স্বচ্ছ সুদর্পণ সমা, জাজ্জ্বল্য রূপ শোভিতা!
চরণে কাম দাহন, বসনে করি বর্জ্জন,
দশনে জিহ্বা ধারণ, রণে দনুজ দলিতা॥
কমনীয়া সুপ্রতিমা, রমণীয়া মূর্ত্তি উমা,
শোভনীয়া রূপা বামা, শ্রিয়া শোভে অনিন্দিতা।
অস্থিরা সমর মধ্যে, অধীরা শক্র বিরুদ্ধে,
ঘোরাকারা মহাক্রুদ্ধে, অপরা করবালিতা॥
দেবেন্দ্র সদা সেবিতা, চন্দ্র তপন পূজিতা,
ত্বং মুনীন্দ্র আরাধিতা, শ্রীচন্দ্র দেয়ী বন্দিতা॥ (৮১)

রাগিণী জয়জয়ন্তী। তাল একতালা।

শ্যামা উমা ধূমা বামা, প্রতিমা বর্ণনাতীতা।
চণ্ড মুণ্ড দণ্ড খণ্ড, প্রচণ্ড প্রতাপান্বিতা॥
তারা স্মরা নিরাকারা, মহাঘোরা রূপান্বিতা,
সুধীরা অধীরা ধীরা, পরাপেরাজিতান্বিতা।
নবীনা প্রবীণা ক্ষীণা, ভীষণা ভূষণান্বিতা,
তাড়না দৈত্য হননা, ছেদনা খং খড়্গান্বিতা॥

কামিনী কাল ভামিনী, সৌদামিনী লজ্জান্বিতা,
ভবানী সর্ব্বা সর্ব্বাণী, মোহিনী মহেশান্বিতা।
কালিকা দক্ষ বালিকা, মালিকা নৃমুণ্ডান্বিতা,
দাম্ভিকা অম্বা অম্বিকা, পালিকা শোভনান্বিতা॥
অকায়া সকায়া জায়া, ত্বং হি মায়া ছায়ান্বিতা,
কুরু দয়া ভো অভয়া, ত্বং হি চন্দ্রে কৃপান্বিতা॥ (৮২)

রাগিণী মল্লার। তাল একতালা।

শ্যামবর্ণে জ্যোতি, শশি সম দ্যুতি, এলোকেশ।
ষোড়শী যুবতী, আকৃতি বিকৃতি, ছিন্ন বেশ॥
বসনবর্জ্জিতা রুধিরে আবৃতা, সমরে গর্জ্জিতা অনিমেষ,
ঘূর্ণিতলোচনা পূর্ণিত কামনা, দুর্নীত তাড়না সবিশেষ।
ভীমা শবাসনা দশনে রসনা, নৃকর-বসনা নাহি ক্লেশ,
গলে মুণ্ডহার ভীষণ হুঙ্কার, কম্পিত সংসার সহশেষ॥
ছিন্ন মুণ্ডকরা তীক্ষ্ণ অসিধরা, অভয় সবরা শ্রীবিশেষ,
পদতলে ভব নারী অসম্ভব, দেবে করে স্তব সসুরেশ।
সাধকসেবিতা শিব আরাধিতা, জগৎপালিতা ভীমবেশ,
রূপ ভয়ঙ্কর সম্বর সঙ্গর, চন্দ্র শুভঙ্কর কৃপালেশ॥ (৮৩)

রাগিণী সুরট মল্লার। তাল জলদ্‌তেতালা।

সঙ্কট সকল কাটে, কালী নাম যে রটে মুখে।
কালী কলুষনাশিনী, সাধকে রাখেন সুখে॥
শ্যামা ভক্ত যেই জন, শমন করে দমন,
এই ত তন্ত্র লিখন, তারিণী বিপদে রাখে।
কালী ঋদ্ধি কালী বুদ্ধি, একাগ্রতা চিত্তশুদ্ধি,
ভক্তিভাবে জ্ঞান বৃদ্ধি, পতিত না হয় দুঃখে॥
কালী কালী যেই কয়, কালী কাল করে ক্ষয়,
চন্দ্র তব কিবা ভয়, কালীপদ হৃদে রেখে॥ (৮৪)

রাগিণী ভৈরবী। তাল জলদ্‌তেতালা।

শ্যামাধনে কেবা জানে, যেবা জানে সেই পায়।
ভক্তিভাবে যেই ভাবে, সে কাল দুঃখ এড়ায়॥
দৃঢ় ভক্তি করি মনে, ঐকান্তিক ভজ মনে,
সমাধি করি সাধনে, ঘুচাও যমের দায়।
মনে ভক্তি না থাকিলে, কেবল শ্যামা বলিলে,
ভস্মেতে ঘৃত ঢালিলে, যেমন ফল বৃথায়॥
শ্যামারে রাখিয়া হৃদে, ভাব সদা শ্যামাপদে,
মোক্ষ পাবে নিরাপদে, না ঘটিবে যম দায়।
শ্যামা বামা মহামায়া, নির্গুণা সগুণা কায়া,
দয়াময়ী করে দয়া, কার্য্যেতে অকায় কায়॥
শ্যামা প্রতি রাখ ভক্তি, বিঘ্ন করে কার শক্তি,
অনায়াসে পাবে মুক্তি, চন্দ্রের শ্যামা সহায়॥ (৮৫)

রাগিণী ভৈরবী। তাল জলদ্‌তেতালা।

কালী বল দিবানিশি, কিবা কায গঙ্গা কাশী।
ব্রহ্মপদ তুচ্ছ তার, যার হৃদে এলোকেশী॥
কালী মাহাত্ম্য এমন, কলুষ করে দমন,
ত্রাসিত হয় শমন, নামে পাপ যায় ধ্বংসি।
শ্যামাকে দেখ যেমন, কাল নহেন তেমন,
দামিনী লজ্জিতা হন, বর্ণ অকলঙ্ক শশী॥
যেই জানে শ্যামা গুণ, সেই সাধক নিপুণ,
অজ্ঞানে রহে দারুণ, আচ্ছন্ন তামসরাশি।
সাকার কি নিরাকার, চিন্ময়ীর কি বিকার,
কেবা জানে তথ্য তাঁর, তথাচ মূর্ত্তি প্রকাশি॥

ত্রিভুবন প্রসবিনী, ব্রহ্মময়ী সনাতনী,
কল্পিত রূপ ধারিণী, চন্দ্র সাধক সন্তোষী ॥ (৮৬)

রাগিণী বেহাগ। তাল জলদ্‌তেতালা।

গিরিবালা গৌরী শ্যামা, গীর্ব্বাণী মহাযোগিনীং
যোগমায়া মহাবিদ্যা, সর্ব্বাণীং ঘোর রূপিনীং ॥
দক্ষসুতা শিবশক্তি, ভামিনী দৈত্যনাশিনীং,
জগৎপ্রসূ ত্রিনয়নী, কামিনী কাল বারিণীং।
জগদ্ধাত্রী জগন্ময়ী, মৃড়ানী চণ্ড ঘাতিনীং,
অম্বালিকা পরাৎপরা, ভবানী ভয়হারিণীং ॥
তারা সারা উগ্রচণ্ডা, ঈশানী ভবমোহিনীং,
কাত্যায়নী যোগমায়া, শিবানী বিন্ধ্যবাসিনীং।
মুক্তকেশী ভদ্রকালী, শ্মশানী অট্টহাসিনীং,
কর কাঞ্চী লোলজিহ্বা, হননী মুণ্ডমালিনীং।
নিরাকারা ত্বং সাকারা, শোভনী রূপ ধারিণীং,
ভো ভো মাতঃ, চন্দ্র ক্লেশহারিণী মোক্ষদায়িনীং ॥ (৮৭)

রাগিণী মল্লার। তাল ঝাপতাল।

দেখ কলিকাল এল, মন তুমি নাহি এল,
ভাব কালী শ্যামা শ্রীচরণ।
সম্মুখে তোমার কাল, ভাব মন পরকাল,
তারা সারা জপ মম মন ॥
ঐশ্বর্য্যমাত্র ভাবনা, আপন শেষ ভাব না,
পরে কোথা হইবে গমন।
সময় হয় অতীত, শ্যামা সাধনা ব্যতীত,
শক্তি ভক্তি মুক্তির কারণ ॥
হিম শেখর বাসিনী, দুর্গা দুর্গতিনাশিনী,

আদ্যারূপা করহ সেবন।
শিবহৃদি বিহারিণী, প্রণব ক্লেশহারিণী,
দীন চন্দ্র দেয়ী নিবেদন ॥ (৮৮)

রাগিণী সুরট মল্লার। তাল জলদ্‌তেতালা।

কালী করাল বদনাং, কালরাত্রি স্বরূপিণীং।
ঘোরাং বিকট দশনাং, দক্ষযজ্ঞ বিনাশিনীং ॥
চতুষ্করাং মুক্তকেশীং, দিগ্বাসাং মুণ্ডমালিনীং,
ত্রিনয়নাং লোলজিহ্বাং, ভীষণাং ভীমনাদিনীং।
রুধিরাক্ত কলেবরাং, করকাঞ্চী নিতম্বিনীং,
শম্ভুহৃদিস্থিতাং দেবীং, শ্মশানালয়বাসিনীং ॥
বরাভয়করাং শ্যামাং, অসিমুণ্ড বিধারিণীং,
প্রত্যালীঢ় শ্রীচরণাং, ষোড়শীং মহাযোগিনীং।
মৃতশিশু কর্ণপূরাং, অসুরগণ মর্দ্দিনীং,
আদ্যারূপাং শিবশক্তিং, মাতস্ত্রৈলোক্য বন্দিনীং।
মহামেঘপ্রভাং রৌদ্রাং, সৃষ্টি সংহারকারিণীং,
বন্দে দেবীং মহাকালীং, চন্দ্র সন্তাপহারিণীং ॥ (৮৯)

রাগিণী বেহাগ। তাল একতালা।

ষোড়শী রূপসী এ কে, এলোকেশী কালশশী।
ত্যজি বাসে দিগবাসে, শত্রুনাশে করে অসি ॥
ত্রিনয়না শবাসনা, ভয়মানা কালনিশি,
ভীমাকারা মহাঘোরা, চতুষ্করা বর্ণ মসী।
চণ্ডদণ্ড মুণ্ডখণ্ড, লণ্ডভণ্ড তেজোরাশি,
এ ভামিনী উন্মাদিনী, একাকিনী রণে পশি ॥
ঘোরভাষা ছিন্নবেশা, অট্টহাসা এলোকেশী,
পুণ্যহীন চন্দ্র দীন, ভক্তি ক্ষীণ্র তমোরাশি ॥ (৯০)

রাগিণী পরজ। তাল একতালা।

যোগাদ্যা যোগমায়া চ, দক্ষযজ্ঞ বিনাশিনীং।
চামুণ্ডা উগ্রচণ্ডা চ, চণ্ডমুণ্ড বিঘাতিনীং॥
অসিতা অপরাজিতা, পঞ্চাশৎ বর্ণ রূপিণীং,
ঈশ্বরী ভুবনেশ্বরী, দেবী কৈলাসবাসিনীং।
দৈত্য গর্ব্ব খর্ব্ব কৃতা, মহিষাসুর তাপিনীং,
যশোদা গর্ভ্ত সম্ভূতা, বিন্ধ্যাচল নিবাসিনীং॥
শঙ্কর হৃদয়স্থিতা, অসুরমুণ্ডমালিনীং,
শবাসনা বিবসনা, শ্যামা কুলকুণ্ডলিনীং।
শোণিত প্লাবিত দেহ, ভৈরবী ভীমনাদিনীং,
কুঞ্চিত সুদীর্ঘকেশা, ঘোরবেশা চ ভামিনীং॥
মহামায়া শিবজায়া, ত্রিজগৎ নিস্তারিণীং,
চন্দ্র দীন পুণ্যহীন, কৃপয়া পাপবারিণীং॥ (৯১)

রাগিণী বেহাগ। তাল একতালা।

এলোকেশা দিগবাসা, কে ও বামা ত্রিনয়না।
সাট্ট ভাষা অট্ট হাসা, কে ও শ্যামা শবাসনা॥
অসুরগণ নাশিনী, দেবী শ্মশানবাসিনী,
কেও রক্তাক্ত ভীষণা।
দনুজগণ দলিতা, মস্তক হার দোলিতা,
দশনে ধৃতা রসনা॥
চতুর্ভুজা কালশশী, বরাভয় মুণ্ড অসি,
দামিনী রূপ দমনা।
রণে মহাগর্জ্জনীয়া, শত্রু প্রতি তর্জ্জনীয়া,
কামিনী ঘোর দর্শনা॥
আকৃতি মহাবিকৃতি, প্রকৃতি মহাসুকৃতি,

সমরে শত্রু হননা।
মধুর হাস্য বদনে, নূপুর শোভে চরণে,
অধীরা রণে মগনা॥
দেবতাগণ বন্দিনী, মহিষাসুর মর্দ্দিনী,
তারিণী ভব অঙ্গনা।
শৃণু মাতঃ কৃপাময়ি, দীন চন্দ্র দীনাদেয়ী,
উভয়ে কুরু করুণা॥

(৯২)

রাগিণী বেহাগ। তাল একতালা।

অসিকরা ভয়ঙ্করা, মহাঘোরা উন্মাদিনী।
অধীরা নিষ্ঠুরাপরা, বিকটাকারা সঙ্গিনী॥
ঘোর দশনা, লোল রসনা,
শবাসনা ত্রিনয়নী;
হুঙ্কার ভীষণা, শব লেলিহানা,
অসুর হননা, শ্মশানী।
ভুবন দাহিতা, কর পরিহিতা,
নয়ন লোহিতা ভবানী;
রুধির আবৃতা, করে মুণ্ডধৃতা,
শত্রু হত কৃতা, ভামিনী॥
অট্ট অট্ট হাসিতা, কর্কশ ভাষিতা,
সমরে রোষিতা, নাদিনী;
মুণ্ডহারান্বিতা, ভব-বক্ষান্বিতা,
রণদক্ষান্বিতা, মোহিনী।
কেশ বিগলিতা, সংসার দলিতা,
লাবণ্য ললিতা, কামিনী;
সমরে আবৃতা, পামরে ক্ষোভিতা,

অমরে শোভিতা, জননী।
যামিনী রূপিণী পাশান তাপিনী,
জগতব্যাপিনী, মোহিনী ;
সাধকে বোধিনী, ব্রহ্মাণ্ডসাধিনী,
চন্দ্র আহ্লাদিনী, তারিণী ॥ (৯৩)

রাগিণী বেহাগ। তাল একতালা।

এ কাল কামিনী, কাল কামিনী, কাল বারিণী।
জগৎ জননী, দৈত্য হননী, জগত্তারিণী ॥
গিরিবরসুতা ব্রহ্মাণ্ড প্রসূতা, ত্বং হি শিবানী ;
মাতঃ ক্ষেমঙ্করী সর্ব্বশুভঙ্করী, সর্ব্বেশা ভবানী।
শুভে সানন্দিতা দেবতা বন্দিতা, যোগাদ্যা যোগিনী ;
সাধক সুখদে দনুজ দুঃখদে, শিব সোহাগিনী ॥
মূর্ত্তি উগ্রচণ্ডা ভীষণা চামুণ্ডা, অম্বিকা ঈশানী ;
ত্রিগুণাতীতা নির্লিপ্তা অভীতা, ভীমা শ্মশানী।
শিব বক্ষান্বিতা শ্যামা শোভান্বিতা, সমরে গামিনী ;
চন্দ্রে সদয়া কুরু মাতর্দ্দয়া, ভব ভামিনী ॥ (৯৪)

রাগিণী বেহাগ। তাল জলদ্‌তেতালা।

শঙ্কর উরে, শ্যামা বিহরে, উলঙ্গিনী।
বিমুক্ত কেশ, বিচ্ছিন্ন বেশ, উন্মাদিনী ॥
রক্তে আবৃতা, ভীমা আকৃতা, প্রচারিণী ;
শশী শেখরা, রণে প্রখরা, নিনাদিনী।
আসব পানে, আনন্দ মনে, বিহারিণী ;
ঘূর্ণ লোচনে, অসুরগণে, প্রহারিণী ॥
রুষ্ট ভাষিতা, শক্র ত্রাসিতা, বিধায়িনী ;
অঞ্জন নিভা, চিক্কন প্রভা, কাদম্বিনী।

মুণ্ডমালিকা, জগৎ পালিকা, স্বরূপিণী ;
নৃকর বাস, শ্মশানে বাস, নিস্তারিণী ॥
শিব গেহিনী, শবে শিবানী, সনাতনী ;
হর বিপদ, চন্দ্র সম্পাদ, প্রদায়িনী ॥ (৯৫).

রাগিণী সিন্ধুকাফি। তাল একতালা।

শ্যামা আমার নাচে গো, মনের সাধে।
দনুজ কি সাধ্য তব, সহিত বিরোধে ॥
নাচ ধীরে ধীরে, ভব বক্ষোপরে, শিব অনুরোধে।
ওগো শবাসনা, সমরে বাসনা, বিজয় অবাধে ॥
প্রণব শঙ্করী, চন্দ্র ক্ষেমঙ্করী, সর্ব্ব অপরাধে ॥ (৯৬)

রাগিণী সিন্ধুকাফি। তাল একতালা।

শঙ্করমোহিনী শ্যামা, এলো সমরে এলোকেশে সমরে।
ত্রিভুবন স্তূয়মানা, স্তূয়মানা অমরে ॥
ছিন্ন করবাসে, আসব আবেশে, প্লাবিতা রুধিরে।
নৃমুণ্ডমালিনী, শশি কপালিনী, শোণিত অধরে ॥
লোল রসনা, ঘোর দশনা, ভীষণ হুঙ্কারে।
পদে টলে ভব, পদতলে ভব, ধনুক টংকারে ॥
দেখ দিগবাসে, শ্মশান আবাসে, নির্ভয়ে বিহরে।
শ্যামল কামিনী, চিক্কন দামিনী, দনুজ শীহরে ॥
পাষণ্ড দলনী, সাধক পালিনী, কৃপা অনুসারে।
কালিকা সাধনা, চন্দ্র আরাধনা, সুসার সংসারে ॥ (৯৭)

রাগিণী বেহাগ। তাল একতালা।

আসব আবেশে, রণে কে প্রবেশে,
দিগবাসে একাকিনী।
দনুজ বিনাশে, সমরে বিলাসে,

স্বপ্রকাশে বরাননী ॥
মাভৈঃ মাভৈঃ ভাষে, সাধকে উল্লাসে,
শত্রু ত্রাসে ত্রিনয়নী ;
নর-কর-বাসে, রণস্থল বাসে,
রুষ্ট ভাষে নিনাদিনী ।
আলুলায়িত কেশে, আরূঢ়া উমেশে,
অবিনাশে শ্রীদায়িনী ;
ক্রোধপরবাসে, মুহুর্ম্মুহু রোষে,
শত্রু দ্বেষে উন্মাদিনী ॥
নিশ্বাস প্রশ্বাসে, দশ দিক নাশে,
দৈত্যগ্রাসে কাদম্বিনী ;
কিবা অভিলাষে, বল কি উদ্দেশে,
ছিন্নবেশে পাগলিনী ।
মনের হরিষে, সমরে বিকাশে,
অট্টহাসে নারায়ণী ;
চন্দ্র কুমানসে, লোভ অভিলাষে,
কেবা নাশে নিস্তারিণী ॥

(৯৮)

রাগিণী ইমন্‌কল্যাণ। তাল জলদ্‌তেতালা।

করুণাময়ী তারিণী দুর্গা দুর্গতিনাশিনী ।
চণ্ডমুণ্ড বিঘাতিনী, মহিষাসুরমর্দ্দিনী ॥
ত্রিজগত বিস্তারিণী, ভক্তগণ নিস্তারিণী,
অসুরগণ হননী; পাষণ্ড জন দলনী ;
শ্রীবিদ্যা মহাযোগিনী, অম্বিকা মুণ্ডমালিনী,
গৌরী গিরিজা গীর্ব্বাণী, কমলা কাল কামিনী ।
বিবস্ত্রা শ্যাম বরণী, কালরাত্রি স্বরূপিণী,

স্বয়ম্ভবা সনাতনী, সর্ব্বময়ী কাত্যায়নী;
খড়্গ করা কপালিনী, প্রখরা মুণ্ড ধারিণী,
ভীমা রুধিরাঙ্গশোভনী, বিচ্ছিন্ন করকিঙ্কিনী;
ত্বং হি নিখিল জননী, শঙ্কর মনমোহিনী,
লোল জিহ্বা ত্রিনয়নী, শুম্ভ নিশুম্ভ ঘাতিনী।
বিমুক্ত দীর্ঘ কেশিনী, অট্ট অট্ট হাস্যাননী,
বর্ণ শ্যামল দামিনী, শিবহৃদ বিহারিণী;
শৈলজা শিবে শিবানী, অন্নপূর্ণা দাক্ষায়ণী;
সিদ্ধবিদ্যা নারায়ণী, সাধক মোক্ষদায়িনী॥
স্ত্রী পুত্র সহ নন্দিনী, প্রণব ক্লেশ বারিণী,
কুরু কৃপা নিরঞ্জনী, চন্দ্র ত্রিতাপহারিণী॥ (৯৯)

রাগিণী জয়জয়ন্তী। তাল একতালা।

নীল সৌদামিনী, সমরে কামিনী, শবশিবাসনা।
অসি বিধারিণী, নৃমুণ্ডমালিনী, রণে বিবসনা॥
মানস সুধীরা, স্বকার্য্যে অধীরা, বিলোল রসনা;
ভীমা চতুষ্করা, ভীষণ আকারা, কর্কশ ভাষণা।
বিগলিত কেশা, ছিন্ন ভিন্ন বেশা, দশনে রসনা;
অসুরে গঞ্জিত, অমরে রঞ্জিত, সমরে তোষণা॥
ঘোর নিনাদিনী, শত্রু প্রমাদিনী, পাষণ্ডে ভীষণা;
আকৃতি বিকৃতি, প্রকৃতি সুকৃতি, সাধকে ভূষণা।
শঙ্কর মোহিতে, শঙ্কর মহিতে, অদ্ভুত বসনা;
ত্রাহি মাতর্দুর্গে, ত্রাহি উপসর্গে, চন্দ্র উপাসনা॥ (১০০)

রাগিণী লুম খাম্বাজ। তাল খং।

কালী তারা মহাবিদ্যা, ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।
ভৈরবী ছিন্নমস্তা, বিদ্যা ধূমাবতীশ্বরী॥

সিদ্ধ বিদ্যা চ বগলা, মাতঙ্গী তথা কমলা,
সতীরূপা ত্বং সকলা, চন্দ্র স্তুত মহেশ্বরী ॥ (১০১)

রাগিণী ইমন্‌কল্যাণ। তাল একতালা।

দক্ষনন্দিনী, মোক্ষদায়িনী, কাত্যায়নী বরদে।
কাল কামিনী, বীজ রূপিণী, ত্রিনয়নী শুভদে॥
শিব সীমন্তিনী, গণেশ জননী, দুঃখ নিবারিণী সুখদে;
সর্ব্ববিধায়িনী, পাপহারিণী, শিবে শিবানী অম্বুদে।
দৈত্যঘাতিনী, মহাযোগিনী, সঙ্গে ডাকিনী অম্বদে;
শিবে নারায়ণী, শুভে সর্ব্বাণী, আদ্যা ভবানী কামদে॥
নিত্যা সনাতনী, ভীষণা ভামিনী, জগত্তারিণী জ্ঞানদে;
মহিষমর্দ্দিনী, কষ্টহারিণী, ভব-বন্দিনী রূপদে।
শেখরবাসিনী, ভব সোহাগিনী, নগেন্দ্র-নন্দিনী কুমুদে;
সঙ্কট ভঞ্জনী, চন্দ্র নারায়ণী,
শ্যামা অভিমানী, কুলদে॥ (১০২)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল একতালা।

শঙ্করী শঙ্কর, শুভঙ্করী শুভঙ্কর,
তমোনাশিনী, হর কামিনী, পতিতে কৃপা কর।
দামিনী রূপিণী, কালবারিণী, তারিণী ভবসাগর;
নিরাকারা, পরাৎপরা, ঘোরা মহাদুঃখ হর।
যোগাদ্যা আরাধ্যা শুদ্ধা, বর্ণন সুদুষ্কর;
মহামায়া শিবজায়া, দয়াঙ্কুরু সত্বর॥
পাপপূর্ণিত, মতি ঘূর্ণিত, কম্পিত কলেবর;
দেহি মে উমে, মুক্তি ত্রাহি মে, নাশ ক্লেশ জঠর
ব্রহ্মাণ্ড উদরা, পাষণ্ড সংহরা, নিবসতি শেখর;
নমামি শ্রীপদে, সম্পদে বিপদে, চন্দ্র অতিকাতর॥ (১০৩)

রাগিণী বাহার। তাল কওয়ালি ঠেকা।

কালীং করালবদনাং, কালরাত্রি স্বরূপিণীং।
ঘোরাং বিকট দশনাং, দক্ষযজ্ঞ বিনাশিনীং॥
চতুষ্করাং মুক্তকেশীং, দিগ্বাসাং মুণ্ডমালিনীং;
ত্রিনয়নাং লোলজিহ্বাং, ভীষণাং ভীমনাদিনীং।
রুধিরাক্ত কলেবরাং, করকাঞ্চী নিতম্বিনীং;
শম্ভু হৃদি স্থিতাং চণ্ডীং, শ্মশানালয় বাসিনীং॥
বরাভয় করাং শ্যামাং, অসি মুণ্ড বিধারিণীং;
প্রত্যালীঢ় শ্রীচরণাং, ষোড়শীং মহাযোগিনীং।
মৃত শিশু কর্ণপুরাং, অসুরগণ মর্দ্দিনীং;
আদ্যারূপাং শিব শক্তিং, মাতস্ত্রৈলোক্য বন্দিনীং।
মহামেঘ প্রভাং রৌদ্রাং, সৃষ্টিসংহারকারিণীং;
বন্দে দেবীং মহাকালীং, চন্দ্র সন্তাপহারিণীং॥ (১০৪)

ভবানীবিষয়।

রাগিণী খাম্বাজ। তাল কওয়ালি।

শঙ্করী ভব দুঃখ বারিণী,
সাধক সেবিতা শিব সোহাগিনী।
ত্বং হি সংসারসারা, নিরাকার সাকারা,
ত্বং হি ভক্তিপরা, মুক্তি প্রদায়িনী॥
ত্বং হি অনুপরূপা, ত্বং হি বিশ্বরূপা,
ত্বং হি মাতঃ সুরূপা, অরূপ স্বরূপিণী।
মহাসতী অগ্রগণ্যা, পতিব্রতা অতিধন্যা,
ত্বং হি মাতঃ সর্ব্বমান্যা, গিরিরাজ-নন্দিনী॥
দেব ঋষি আরাধিতা, অখিলজন প্রসূতা,
ত্রিজগত কারয়িতা, ত্বং হি মহাযোগিনী।
অদ্বিতীয়া ত্বমেকা, সর্ব্ব বিধায়িকা,
একা শ্রেষ্ঠ নায়িকা, ত্বং হি পরমাত্মনী॥
ত্বং হি পরাৎপরা, ঈশ্বরী সারাৎসারা,
ত্বং হি জগদাধারা, ত্বং হি বিশ্ব জননী।
ত্বং হি অনিন্দিতা, ত্বং হি আনন্দিতা,
ত্বং হি জগত বন্দিতা, সদানন্দ দায়িনী॥
ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরা, অজরা অমরা,
ত্বং হি মাতঃ ত্রিপুরা, ত্বং হি চন্দ্র বন্দিনী॥ (১)

রাগিণী বাহার। তাল কওয়ালি ঠেকা।

মা, সঙ্কটে সঙ্কটতারিণী, বিপদে বিপদ উদ্ধারিণী।
পাপীর পাপহারিণী, ভক্তে ভক্তি প্রদায়িনী॥
দুর্গে দুর্গতি নাশিনী, ভয়ার্ত্তে ভয় বারিণী,

মূঢ়ে মূঢ়ত্ব খণ্ডনী, ত্বং হি কুল্লকুণ্ডলিনী।
কালিকা কাল কামিনী, ভবার্ণবে নিস্তারিণী,
তারিতে পদ তরণী, কামাখ্যা কামদায়িনী॥
পরমা পরমাত্মনী, বরদা বরবর্ণিনী,
জগত জন জননী, সর্ব্বেশা শুভা সর্ব্বানী।
স্বরূপা বিশ্বরূপিণী, ত্রিগুণা ত্বং ত্রিনয়নী,
ত্রিতাপতাপ তারিণী, অজ্ঞে প্রাজ্ঞ বিধায়িনী॥
যোগমায়া ত্বং যোগিনী, নিগুর্ণা ত্বং গুণাত্মনী,
চরাচর প্রচারিণী, দৈত্য গর্ব্ব বিনাশিনী।
সদাশিব সীমন্তিনী, নারীশ্রেষ্ঠা নারায়ণী,
উমা ধূমা কাত্যায়নী, চন্দ্র দীনস্ত জননী॥ (২)

রাগিণী জয়জয়ন্তী। তাল ঝাপতাল।

পিতৃ যজ্ঞ দেখিতে, বাসনা মনে পশুপতি।
সানুকূল হয়ে নাথ, বিদায়ে দাও অনুমতি॥
প্রতিবাসী কি ভাবিবে, ভগিনীরা কি বলিবে,
পরে পরে কত কবে, দুঃখী হবেন প্রসূতি।
স্বর্গের যত দেবতা, যজ্ঞে হবে অধিষ্ঠাতা,
সবে তথা উপনীতা, এ ঘটা দেখিতে মতি॥
যজ্ঞেশ্বরে নিমন্ত্রণ, পিতা করিয়ে বর্জ্জন,
যজ্ঞ করিতে মনন, দক্ষ হয়েছেন ব্রতী।
যজ্ঞ হলে সমাধান, হবে তব অপমান,
বিঘ্ন করিতে বিধান, যাইব তথা সম্প্রতি॥
মম পিতা অহংকারী, তোমারে অমান্য করি,
আসিব যজ্ঞ সংহারি, শুনিবে দক্ষের গতি।
নারদের মুখে শুনি, পিতার অভীষ্ট জানি,

কহিব সুহিত বাণী, কিন্তু জনক দুর্ম্মতি ॥
তোমারে করি নিন্দন, বলেছেন কুবচন,
দেখিবে সেই বদন, হইবে ছাগ আকৃতি।
বিপক্ষ জনে তোমার, রক্ষা করে সাধ্য কার,
বিপক্ষ পিতা আমার, মূঢ় দক্ষ প্রজাপতি ॥
সে ঔরসে এই দেহ, তাতে মম নাহি স্নেহ,
চন্দ্রে ভব সঙ্গে দেহ, দেহ ত্যজিবেন সতী ॥ (৩)

রাগিণী বিভাষ। তাল জলদ্‌তেতালা।

যাও গিরিরাজ ওহে, আন প্রাণের ভগবতী।
তিন দিনের জন্যে বলো, পঞ্চাননে করি স্তুতি ॥
মাতার প্রাণের সুখ, দেখিলে অপত্য মুখ,
কহিও মনের দুঃখ, আমার এই ভারতী।
এমন নয় যে পাঠাব না, তিন দিন বৈ রাখিব না,
শপথ করি কহিও না, যদি করেন অনুমতি ॥
সে ত যোগী থাকে ধ্যানে, মায়ের স্নেহ নাহি জানে,
বলো তাহে যাহে মানে, অশেষ করি আরতি।
তুষিয়ে সে শূলপাণি, তুষ্ট কর কন্যা আনি,
অসন্তুষ্টে কিবা জানি, পাছে না পাঠান সতী ॥
যদি কন্যা সুখে রয়, তবু মাতা স্থির নয়,
এতে চন্দ্র তুষ্ট হয়, সতী স্ত্রীর পতি গতি ॥ (৪)

রাগিণী মল্লার। তাল কওয়ালির ঠেকা।

আলো করে এলোকেশী, এলোকেশ বাঁধিয়ে
ঘরের দুলালী মেয়ে, দোলায় হেলে দুলিয়ে ॥
সাধের মেয়ে ঘরে এলো, ঘর আমার আলো হলো,
তাপিত মন জুড়াল, চাঁদ মুখ হেরিয়ে।

একমাত্র এই কন্যা, পাইয়া হয়েছি ধন্যা,
গৌরীর মা বলে মান্যা, সবে বলে প্রশংসিয়ে ॥
পাড়াপড়সি সকলে, নিন্দিয়ে কত না বলে,
উমারে নাহি আনিলে, মহাপূজার সময়ে।
করে কত তিরস্কার, গিরি পাঠাই বার বার,
তাতেই শিব এঁকে আর, বলেছে কত ভৎর্সিয়ে ॥
কত না মিনতি করে, এনেছি মা তোরে ঘরে,
আয় দেখি চক্ষুভরে, থাক মা কোলে বসিয়ে।
পাঠাইয়া তোর বাপে, এনেছি মা কোন রূপে,
পাছে বা জামাই কোপে, কাঁপিতেছি এ ভাবিয়ে ॥
একে ত সে ত্রিপুরারি, পাঠাতে ত্রিশূলধারী,
তবু শিবে তুষ্ট করি, এনেছি কত কহিয়ে।
তিন দিন বৈ থাকিবে না, বৎসরে আর আসিবে না,
মায়ের প্রাণ যুড়াবে না, ক দিন তোরে দেখিয়ে ॥
যেমন তেমন করে, তিন দিন থাক ঘরে,
চন্দ্র বলে এর পরে, গৌরী পাঠাব বুঝিয়ে ॥ (৫)

রাগিণী দেশ মল্লার। তাল জলদ্‌তেতালা।

পঞ্চমী গেল ষষ্ঠী এলো, না এলো প্রাণের গৌরী।
ত্বরা করি যাও গিরি, আন তুমি ত্রিপুরারি ॥
শীঘ্র গিয়ে কহ শিবে, শিবানী কবে আসিবে,
বিচ্ছেদ দুঃখ নাশিবে, সে চন্দ্রবদন হেরি।
বোধনের আয়োজন, প্রস্তুত দেখ এখন,
শূন্য দেখি এ ভবন, ধৈরয কেমনে ধরি ॥
শিবের কি কব রীত, তিনি ত মায়া বর্জ্জিত,
মায়ের মন তাপিত, জানে কি সে ত্রিপুরারি।

উমা পাঠাইতে চিত, না হইবে কদাচিত,
জান ত জামাতা রীত, সেই ভেবে ভেবে মরি।
যেন তেন প্রকারেতে; যদি হে পার আনিতে,
চতুর্থ দিন প্রভাতে, পাঠাব শিব শঙ্করী॥
যথোচিত করি স্তব, তুষিয়ে শঙ্কর ভব,
আমার কথা কয়ে সব, রুষ্ট না হন তুষ্ট করি।
তিলেক বিচ্ছেদে যার, শিব হয় শবাকার,
চন্দ্র সহ এই ভার, হও গিরি সমিভ্যারি॥ (৬)

রাগিণী আলেয়া। তাল জলদ্‌তেতালা।

মায়ের প্রাণ যত কাঁন্দে, কিবা জানিবে অপরে।
তুমি উমার জন্মদাতা, আমি রেখেছি জঠরে॥
একমাত্র কন্যা যার, সে বিনা কি সুখ তার,
সব দেখি অন্ধকার, গৌরী না আইলে ঘরে।
একে ত তুমি পাষাণ, কন্যা প্রতি নাহি টান,
যাও শিব সন্নিধান, কহিবে এ সব তাঁরে॥
আমার দুঃখ কহিয়ে, কহো শিবে বুঝাইয়ে,
উমারে আন তুষিয়ে, মানাইয়ে জটাধরে।
প্রসবে যত্ত বেদনা, প্রসুতি বিনা জানে না,
আর নাই উমা বিনা, মা বলে ত কে সংসারে॥
তব কথা শুনিবে না, যদি গৌরী পাঠাবে না,
তবে ত প্রাণ রবে না, মরিব উমারে স্মরে।
শিবের স্নেহের জায়া, উমা ঈশ মায়া কায়া,
আমার এক তনয়া, কত স্নেহ হতে পারে॥
মাতৃ মত মন হলে, পাঠাইত কুতুহলে,
এসব বুঝায়ে বলে, আন গে উমা সত্বরে।

মায়ার কারণে যোগী, শিব নহে মায়া ত্যাগী,
মন মায়ার প্রতিযোগী, অবশ্য হইতে পারে ॥
স্থির হও গিরি রাণী, শিবে কহে মিষ্ট বাণী,
চন্দ্র উমা দিবে আনি, এখনি তোমার পুরে ॥ (৭)

রাগিণী বিভাষ। তাল জলদ্‌তেতালা।

কাটিতে তোমার বাণী, রাণী মনে পাই ব্যথা।
না পাঠাবে শিব শিবা, যাওয়ামাত্র হবে বৃথা ॥
কভু নয়ন অন্তরে, ভব জায়া নাহি করে,
সে কি পাঠাইবে দূরে, আমার কথাতে হেথা।
গৌরীমাত্র এক জ্ঞান, গৌরী যোগে যোগধ্যান,
গৌরী তাঁর সম প্রাণ, পাঠাতে পারে কি কোথা ॥
মম বাক্য রহিবে না, শিব শিবা পাঠাবে না,
অপমান সহিবে না, বরং না যাইব তথা।
পার্ব্বতী শঙ্কর শক্তি, এই ছলে করে ভক্তি,
পাঠাতে হবে বিরক্তি, ধূর্জ্জটীর জানি প্রথা ॥
দুই দিক্ হলো দায়, বল কি করি উপায়,
চন্দ্র যদি বলে তায়, ঠেলিবে না ভক্ত কথা ॥ (৮)

রাগিণী ইমন্ কল্যাণ। তাল জলদ্‌তেতালা।

প্রাণ উমা আনিলাম ঘরে, দেখ দেখ ওহে রাণি;
অবতীর্ণ পূর্ণ শশী, গৃহে ত্যজিয়ে অম্বরে।
দিগম্বর ভয়ঙ্কর, তুষিতে তারে দুষ্কর,
অতিকষ্টে স্মরহর, দিল বিদায় উমারে ॥
গৌরীরে বিদায় করি, চক্ষে ঝরে মোহবারি,
জামাতার মুখ হেরি, দুঃখ হইল অন্তরে।
গৌরী শিব প্রাণধন, শিবানী শিব জীবন,

সে উমার অদর্শন, বিচ্ছেদ ভার হবে তাঁরে ॥
সামান্যা নহে তনয়া, মহাদেবী মহামায়া,
এই জন্যে শিব জায়া, কভু বিচ্ছেদ না করে,
যখন আসি ভবন, কহিলেন পঞ্চানন,
তিন দিনের কারণ, লয়ে যাও নিজ পুরে।
পত্নীকে এতেক স্নেহ, দেখি নাই করে কেহ,
গৃহিণী উচাতে গেহ, এস্থলে উপমা ধরে ॥
সতী বিয়োগ করিণে, জামাতা কুণ্ঠিত মনে,
পাঠাইতে গৌরী ধনে, মুখে বাক্য নাহি সরে।
জামাতার স্নেহ দেখি, হয়েছি পরম সুখী,
ধন্য উমা বিধুমুখী, স্বামী যে সোহাগ করে ॥
কে বলে শিব ভিক্ষারী, কুবের যাঁর ভাণ্ডারী,
দেখেছি কৈলাসপুরী, ধন রত্ন স্তূপাকারে।
ইথে ধন নাহি গণি, স্বামী স্নেহাধিক মানি,
ধন্য উমা চন্দ্রাননী, সুখিনী সর্ব্ব প্রকারে ॥
চন্দ্রের এই নিবেদন, শুন রাণী ও রাজন,
ভেব না কন্যা কারণ, সে যে পূজ্য ত্রিসংসারে ॥ (৯)

দশমহাবিদ্যার গান।

কালী।

রাগিণী গৌর সারঙ্গ। তাল ধিমাতেতালা।

কে ও একাকিনী, কাহার রমণী,
শশি শোভা জিনি, মসী বরণী।
দশনে রসনা ধরা, বদনে রুধিরধারা, করাল বদনী॥
এ নব বয়সী, ঘোররূপা মুক্তকেশী, শোভে দীর্ঘবেণী;
গলে দোলে মুণ্ডহার, কটিতটে অলঙ্কার নরকর কিঙ্কিণী।
পয়োধর পীনোন্নত, রুধিরধারা সন্তত, বিকটরূপিণী;
মৃতশিশু শ্রুতিমূলে, অর্দ্ধচন্দ্র সাজে ভালে, শ্মশানবাসিনী॥
অসি মুণ্ড বামকরে, দক্ষিণে অভয়বরে, রণে রণরঙ্গিণী;
ভীমবেশা ভয়ঙ্করী, ভবহৃদি পদ ধরি, দক্ষিণা রূপিণী॥
চতুর্দ্দিকে শিবা ঘেরি, বিবসনা শুভঙ্করী, শিবাগণ নিনাদিনী;
মহাকালে বিপরীত, রতি বিলাস সহিত, অট্ট অট্টহাসিনী।
চন্দ্রে দেহি এই জ্ঞান, অন্তে করি তব ধ্যান,
কালী ত্রিনয়নী॥ (১)

তারা।

রাগিণী ঝুম খাম্বাজ। তাল ঠুঙ্গরী।

ভীষণ লোলরসনা, মুণ্ডমালা বিভূষণা;
শঙ্করের হৃদিস্থিতা, প্রত্যালীঢ় শ্রীচরণা।
লম্বোদরী খর্ব্বাকারা, নীলবর্ণা ভয়ঙ্করা,
পিঙ্গবর্ণ জটাধরা, শিরে শোভে ফণি ফণা॥
চতুর্ভুজা এ রমণী, কে কর্ত্তৃ কৃপাণপাণি,

নীলোৎপল কপালিনী, ব্যাঘ্রচর্ম্ম সুশোভনা ;
নিবেদন ভবদারা, চন্দ্র তত্ত্বজ্ঞান হারা,
কৃপা করি হর তারা, এ ভব যন্ত্রণা ॥ (২)

ষোড়শী।

রাগিণী মুলতানি। তাল জলদ্‌তেতালা।

অপরূপা কে ললনা, হেরি রক্তাম্বুজাসনা।
কিঙ্কিণী মণি রচিত, মুকুট শিরো ভুষণা ॥
কুটিল দীর্ঘ কুন্তল, আবৃত মুখমণ্ডল,
ওষ্ঠ জিত বিম্বফল, প্রফুল্ল পঙ্কজাননা।
ধনু সম ভ্রূ মিলিতা, ত্রিনয়ন সুশোভিতা,
সহাস্য বদনান্বিতা, মধু মধুর বচনা ॥
মুক্তাহার বিগলিত, নব পয়োধরান্বিত,
সুবর্ণ কর্ণ-ভুষিত, মনোহর আভরণা।
কাঞ্চীযুক্ত নিতম্বিনী, ললিত ত্রিবলীশ্রেণী,
চতুর্ভুজ বিধারিণী, রক্তাম্বর পরিধানা ॥
পাশাঙ্কুশ যুগকরে, ধনুর্ব্বাণ শোভে পরে,
রোমাবলী অঙ্গোপরে, উরু কদলী তুলনা।
নিম্ন নাভি সরোবর, পদ কমঠ পিঠর,
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, বন্দিত চারু চরণা ॥
গূঢ় গুল্ফ সুশোভন, স্বচ্ছ নখ দীপ্যমান,
অঙ্গে কুম্‌কুম লেপন, তাম্বুলপূর্ণ বদনা।
জগদানন্দ জননী, বিশ্বাকর্ষণ কারিণী,
ব্রহ্মাণ্ড বীজরূপিণী, জবাকুসুম বরণা ॥
করিয়া করুণা দৃষ্টি, কর মাতঃ বিন্দু বৃষ্টি,
চন্দ্র প্রতি শুভদৃষ্টি, ষোড়শী ভব অঙ্গনা ॥ (৩)

ভুবনেশ্বরী।

রাগিণী বেহাগ। তাল জলদ্‌তেতালা।

এ কি রূপ হেরি আমরি মরি,
অঙ্গ আভা জিনি প্রভা, প্রভাতের তমোহরী।
মিলিত হিমাংশু প্রভা, শিরে কিরীটের শোভা,
মৃদুহাস্য মনো লোভা, কিবা মাধুরি॥
পাশাঙ্কুশ সব্য করে, অভয় বর অপরে,
চতুষ্করে শোভা করে, ত্রিনয়না শুভঙ্করী।
বিমল হৃদয়োপরি, পীনোন্নত কুচগিরি,
চন্দ্র প্র ত কৃপা করি, তার গো ভুবনেশ্বরী॥ (৪)

ভৈরবী।

রাগিণী বাগেশ্বরী। তাল জলদ্‌তেতালা।

এ কি রূপ নয়নে করি নিরীক্ষণ,
কে পারে স্বরূপ রূপ করিতে বর্ণন।
জিনি কোটি রবিপ্রভা, মনোহর অঙ্গ আভা,
বসন অরুণ বিভা, অতি সুশোভন॥
উচ্চ পীন পয়োধরে, রুধিরের ধারাধরে,
মুণ্ডমালা শোভা করে, গলে বিভূষণ।
জপমালা এক করে, জ্ঞানমুদ্রা ধরে পরে,
দ্বিকরে অভয় বরে, করেন ধারণ॥
সহ চন্দ্রকান্ত মণি, মুকুট শিরোভূষণী,
হে ভৈরবী ত্রিনয়নি, দেহি চন্দ্রে শ্রীচরণ॥ (৫)

ছিন্নমস্তা।

রাগিণী কেদারা। তাল ধিমাতেতালা।

কে ও বিবসনা রুধিরে মগনা, [illegible] কার নারী।

কমলকর্ণিকোপরি, যোনিরূপ যন্ত্র হেরি,
বিপরীত রতিকারী; রতিকাম তদুপরি ॥
তদূর্দ্ধে বিরাজমানা, প্রত্যালীঢ় শ্রীচরণা,
মুণ্ডমালা বিভূষণা, ত্রিনয়না শিবঙ্করী।
গলে অস্থিমালা স্থিতা, মুক্তকেশ সুশোভিতা,
শিরে সর্প বিভূষিতা, লোল জিহ্বা ভয়ঙ্করী ॥
শিরশ্ছেদ স্বয়ং করে, বামকরতলে ধরে,
শোভিত অসি খর্পরে, চমৎকার মাধুরী।
কণ্ঠ নির্গত ত্রিধার, রুধির তার একধার,
স্বাধর করে আধার, ভীমরূপা ক্ষেমঙ্করী ॥
উন্মত্তা উলঙ্গিনী, পার্শ্বদ্বয়ে দ্বিযোগিনী,
শেষ দ্বিধার ধারিণী, বিস্তার বদন করি।
জননী এই নিবেদন, করি কৃপাবলোকন,
চন্দ্রে দিও শ্রীচরণ, ছিন্নমস্তা শুভঙ্করী ॥ (৬)

ধূমাবতী।

রাগিণী ঝিজুটী। তাল যৎ।

বিষণ্না এ কাহার নারী, চিনিতে নারি।
রুক্ষবর্ণা ধূমাবতী, পয়োধর নত অতি,
কলহ করিতে মতি, মলিনাংশুপরি ॥
কাকধ্বজ রথে বালা, ক্ষুধাতুরা সচঞ্চলা,
দশনাবলী বিরলা, দীর্ঘকায়া হেরি।
সূর্প বামকরে ধরে, অপর সহিত বরে,
দ্বিকরে কি শোভা করে, আমরি মরি ॥
কুটিল নাসিকা নত, নয়ন-কোটর স্থিত,
চন্দ্রে শ্রীচরণাশ্রিত, কর গো শঙ্করী ॥ (৭)

বগলা।

রাগিণী খাম্বাজ। তাল ধিমাতেতালা।

এ কি রূপ অপরূপ করি নিরীক্ষণ, অসাধ্য বর্ণন।
রূপের মাধুরি হেরি, জুড়ালো নয়ন॥
মণিমণ্ডপ উপরি, রত্নবেদী শোভা করি,
সিংহাসন তদুপরি, অতি সুগঠন।
সিংহাসনে বিরাজিত, উজ্জ্বল বরণ পীত,
পীতাম্বর পরিহিত, তাহে সুশোভন॥
কিবা শোভে আভরণ, পুষ্প মাল্য বিভূষণ,
সুগন্ধি অঙ্গে লেপন, কুসুম চন্দন।
সব্যে শত্রু জিহ্বাধরি, মুদ্গর অপরে করি,
ক্রোধিতা হয়ে শঙ্করী, করেন তাড়ন॥
বগলা করুণা করি, চন্দ্রে দিয়ে চরণ তরি,
পার কর ভববারি, লইলাম শরণ॥ (৮)

মাতঙ্গী।

রাগিণী টোড়ি। তাল একতালা।

অপরূপ কামিনী, নীরদবরণী, শশধর আভা জিনি।
শশাঙ্ক শোভে শিখরে, সিংহাসনাসনোপরে,
বিরাজিতা চতুষ্করে, স্বর্ণ মুকুট ধারিণী॥
খেট খড়্গ বাম করে, পাশাঙ্কুশ দক্ষে ধরে,
চন্দ্রে তার কৃপা করে, হে মাতঙ্গী ত্রিনয়নী॥ (৯)

কমলা।

রাগিণী আড়ানা বাগেশ্বরী। তাল জলদ্তেতালা।

এ কি রূপ হেরি নয়নে, স্বর্ণের লাবণ্য সুদুষ্কর বর্ণনে।
প্রফুল্ল কমলাসন, তদুপরি কৃত্ত্যাসন,

চপলাজিত বরণ, মৃদুহাস্য চন্দ্রাননে ॥
সুললিত চতুর্ভুজ, সব্যে অভয় অম্বুজ,
দক্ষিণে বর সরোজ, অতি সুশোভন।
মুক্তাহার মনোহর, শোভে পয়োধরোপর,
কমলা করুণা কর, চন্দ্রে রাখ শ্রীচরণে ॥ (১০)

ত্রিপুটা।

রাগিণী বারোঁয়া। তাল ঠুংরী।

এ কামিনী কার কামিনী, সুরতরুমূলে একাকিনী।
রমণীয় পারিজাত, বন-বিহারিণী ॥
মণিমণ্ডপ উপরে, রত্ন সিংহাসন বরে,
প্রফুল্ল পঙ্কজান্তরে, ষট্ কোণ বাসিনী।
পদ্মপাশ শরাসন, পদ্ম অঙ্কুশ মার্গণ,
ষড়্ভুজে করি ধারণ, রত্ন মৌলি ত্রিনয়নী ॥
রত্ন নূপুর চরণে কাঞ্চী কণ্ঠ-বিভূষণে,
শোভে সুবর্ণ বরণে, বক্ষোজ নমনী।
সখি মধ্যে বিরাজিতা, চন্দ্রের হৃদয়-স্থিতা,
ত্রিপুটা করুণান্বিতা, ভব কালান্ত কারিণী ॥ (১১)

ত্বরিতা।

রাগিণী সিন্ধু ভৈরবী। তাল ঠুংরী।

শ্যামবর্ণে শোভা ধরে, কার বনিতা।
পট্ট-বস্ত্র পরিধানা, অষ্ট সর্প বিভূষিতা ॥
দ্বিকরে অভয় বরে, তাড়াঙ্গদে মনোহরে,
কটি কাঞ্চী গুণধরে, পদে মঞ্জীর রঞ্জিতা।
ময়ুর-পিচ্ছ শিখর, ত্রিনয়নে শোভা-কর,

পীনোন্নত পয়োধর, গুঞ্জ মালা সুশোভিতা ॥
পতিত ভব সাগরে, তুমি বিনা কে উদ্ধারে,
চন্দ্র নিতান্ত কাতরে, ত্বরিতে তার ত্বরিতা ॥ (১২)

চৈতন্য ভৈরবী।

রাগিণী খাম্বাজ। তাল ধিমাতেতালা।

নব প্রভাকর প্রভা।
হেরি নয়নে ভূষিতা, নানা আভরণে অনুপম শোভা ॥
শশি মুকুট মণ্ডিতা, মুক্তা বস্ত্র বর ধৃতা,
পীনোন্নত কুচান্বিতা, চতুষ্কর মনোলোভা।
প্রফুল্ল কমল করে, পাশাঙ্কুশ শোভা করে,
দক্ষিণ অভয় বরে, কিবা মনোহর প্রভা ॥
বিবিধ সংসার পাশ, চৈতন্য ভৈরবী নাশ,
চন্দ্রের এই অভিলাষ, জননী হর-বল্লভা ॥ (১৩)

অষ্টকূটা ভৈরবী।

রাগিণী সিন্ধু। তাল জলদ্‌তেতালা।

এ কি শোভা মনোলোভা, জবাকুসুম বরণা।
অরুণবর্ণ বসন, অঙ্গে সাজে সুশোভন, মুণ্ডমালা বিভূষণা ॥
সুবর্ণ কলসবর, উচ্চ পীন পয়োধর,
প্রভাজিত প্রভাকর, চতুষ্কর শোভাকর, পাশাঙ্কুশ ধারণা।
দক্ষিণে পুস্তক ধরি, জপমালা শোভাকরি,
অষ্টকূটা শুভঙ্করী, শুভদা ভবশঙ্করী,
চন্দ্রের এই বাসনা ॥ (১৪)

দুর্গা।

রাগিণী পরজ। তাল ধিমাতেতালা।

কে ও দশভুজা রমণী, হেম বরণী।

জটাজূট শোভে শিরে, ইন্দু মৌলি ত্রিনয়নী ॥
জিতচন্দ্র চন্দ্রানন, সর্ব্বাভরণ ভূষণ,
শোভে পীনোন্নত স্তন, নব যৌবনী।
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমাকারা, দন্তপঙ্‌ক্তি মনোহরা,
দক্ষে শূল অসি ধারিণী ॥
শক্তি চাপ চক্র বাণ, করে পরশু বিধান,
বামে খেট শোভমান, পাশাঙ্কুশ পাণি।
চরণে মহিষাসুর, ছিন্নশির দৈত্য ক্রূর,
নিরখি ক্রোধিতা ভবানী ॥
শূল বিদীর্ণ হৃদয়, নাগপাশ লব্ধ জয়,
সপাশ তৎ কেশচয়, কর্ষণ কারিণী।
সিংহস্থ দক্ষ চরণা, দেবগণ স্তূয়মানা,
দৈত্য দানব দলনী।
দুর্গে দুর্গতি নাশিনী, চন্দ্র বিপদ্ হারিণী,
মহিষাসুর মর্দ্দিনী, সর্ব্বকাম প্রদায়িনী ॥ (১৫)

রাগিণী পরজ। তাল ধিমাতেতালা।

প্রলয়ানল প্রবলা ভীষণা, এ কার নারী।
কালরাত্রি স্বরূপিণী, মৃগরাজ স্কন্ধোপরি ॥
রক্ত নেত্র ত্রয়ান্বিতা, অগ্নিকণা বিনির্গতা,
শত্রুগণ দাহে রতা, আদিত্যমণ্ডলে হেরি।
যুগভুজা মহাঘোরা, শূল পাশান্বিত করা,
দশনে অধর ধরা, শূলে শত্রু ভেদ করি ॥
ভ্রূকুটি ভীষণাননা, দুর্গে দুর্গতি হরণা,
পূরয় চন্দ্র কামনা, নিবেদন শুভঙ্করী ॥ (১৬)

দুর্গা।

রাগিণী আলেইয়া। তাল জলদ্‌তেতালা।

মৃগরাজে বিরাজে, কেও বিদ্যুত বরণা।
অষ্টভুজা ত্রিনয়না, চন্দ্রভূষণা ভীষণা॥
চক্রাম্বুজ শরাসন, অসি খেট পাশ বাণ,
তর্জ্জনী করে ধারণ, সখীসঙ্ঘ সেব্যমানা।
দুর্গে দুর্গতি সংহর, কিঙ্করে কটাক্ষ কর,
চন্দ্র কলুষ নিবার, শ্রীপদে এই বাসনা॥ (১৭)

রাগিণী পিলু। তাল মধ্যমানের ঠেকা।

লক্ষ ভানু সম শোভা, সিংহোপরে কে বিরাজে।
ভুজঙ্গ ভূষিত অঙ্গ, খড়্গ খেটক দ্বিভুজে॥
নয়ন ত্রয় নির্গত, অগ্নিকণা শত শত,
ত্রিভুবন ভয়ান্বিত, ভয়ঙ্কর সাজে।
শ্রীচরণে নিবেদন, দুর্গে দুর্গমে শরণ,
অন্তে দিও দরশন, চন্দ্রের হৃদি সরোজে॥ (১৮)

ভদ্রকালী।

রাগিণী ঝিঝুটী খাম্বাজ। তাল ধিমাতেতালা।

কৃষ্ণবর্ণা চতুর্ভুজা, এ নারী কে ভয়ঙ্করী।
পাষাণ ডমরু শূল, নৃকপাল করে করি॥
হিমাংশুকলা শেখরে, ঊর্দ্ধপিঙ্গ জটা শিরে,
শুক্ল-দন্ত ভয়ঙ্করে, ভয়ানক বেশ হেরি।
এই নিবেদন করি, চন্দ্র প্রতি কৃপা করি,
ভদ্রকালী ভয় হরী, সদয়া হইও শঙ্করী॥ (১৯)

ভদ্রকালী।

রাগিণী বিভাস। তাল জলদ্‌তেতালা।

মহামেঘ প্রভা ঘোরা, লোল-জিহ্বা ভয়ঙ্করী।
ঘোর-দন্তা নীলাম্বরী॥
অর্দ্ধচন্দ্র শোভা শিরে, নয়ন স্থিত কোটরে,
এক জটা স্পর্শ করে, অমর বক্ষ উপরি।
ভুজঙ্গ শয়নে স্থিতা, নাগ যজ্ঞ উপবীতা,
নাগ-হার সুশোভিতা, সাট্ট-হাসা মহোদরী॥
পঞ্চাশ মুণ্ডমালিনী, নর-কুণ্ডল ধারিণী,
নবরত্ন বিভুষনী, শোভে শেষ শিরে ধরি॥
নাগ-কান্তি বিভূষিতা, নাগগণে সুবেষ্টিতা,
ভীষণা দ্বিভুজান্বিতা, বাম পার্শ্বে ত্রিপুরারি॥
বামে তক্ষক কঙ্কণ, অনন্ত দক্ষে ভূষণ,
নারদাদি মুনিগণ, সেবিতা ঈশান নারী।
শবাস্বাদন কারিণী, সাধকাভীষ্ট দায়িনী,
জগদুৎপত্তি কারিণী, তারিণী শুভঙ্করী॥
চন্দ্র অধীন নির্গুণে, কিঞ্চিৎ কটাক্ষ দানে,
তার মা আপন গুণে, ভদ্রকালী ক্ষেমঙ্করী॥ (৯০)

শ্মশানকালী।

রাগিণী কালেঙ্গড়া। তাল একতালা।

অঞ্জনাদ্রি প্রভা ভীমা, কেও শ্মশান-বাসিনী।
সদা শব মগ্না নগ্না, মাংস চর্ব্বণ কারিণী॥
পিঙ্গাক্ষী রক্ত লোচনা, শুষ্ক-মাংসাতি ভীষণা,
ঈষৎ সহাস্য বদনা, বিমুক্ত কেশ ধারিণী।
নানালঙ্কার ভূষিতা, যুগল ভুজ শোভিতা,

বামে মাংস মদ্য-ধৃতা, সদ্যঃকৃত্তা শব পাণি ॥
চন্দ্রের এই প্রার্থনা, তব শ্রীচরণ বিনা,
অন্তে না হই অন্য মনা, শ্মশানকালী সর্ব্বাণি ॥ (২১)

যামবতী।

রাগিণী ইমন্ কল্যাণ। তাল তিয়ট।

অসিত জলদ বরণা।
হেরি চন্দ্রাননা, বিরাজে কার অঙ্গনা ॥
হারাবলী পয়োধরে, চতুর্ভুজে শোভা করে,
শূল পাশাঙ্কুশ করে, কপাল ধারণা।
সুচিক্কণ নীলাম্বর, যামবতী শোভা কর,
চন্দ্রে অনুকম্পা কর, সতত এই বাসনা ॥ (২২)

সিন্ধুদুর্গা।

রাগিণী যোগীয়া। তাল জলদ্তেতালা।

শরচ্চন্দ্র প্রভা বামা, কেও দ্বিভুজান্বিতা।
মুখ-নির্গত অমৃত, করে পাশাঙ্কুশ-ধৃতা ॥
ভব কষ্ট এই বার, সিন্ধুদুর্গে কর পার,
চন্দ্রে কর মা নিস্তার, কৃপাময়ী কৃপান্বিতা ॥ (২৩)

ত্রিপুরা-ভৈরবী।

রাগিণী খাম্বাজ। তাল ধিমাতেতালা।

কেও বালার্ক সহস্র বরণা।
লোহিতাক্ত পয়োধরা, লোহিত বসনা ॥
চতুর্ভুজা ত্রিনয়নী, অভয় বর ধারিণী,
পুস্তকাক্ষমালাপাণি, সহাস্য বদনা।
রত্নময় কিরীটিনী, সুধাকর কপালিনী,
মনুজ মুণ্ডমালিনী, সরসিজাসনা ॥

তব তত্ত্ব নাহি জানি, অনুমানি ত্বং ভবানী,
ত্রিপুরা-ভৈরবী বাণী, জপে চন্দ্রের রসনা ॥ (২৪)

নিত্যাভৈরবী।

রাগিণী সিন্ধু। তাল ধিমাতেতালা।

রক্তবর্ণা রক্তাম্বর, পরিধানা কার নারী।
ভুবন মোহন, অনুপ রূপ মাধুরী ॥
চতুর্ভুজা ত্রিনয়না, রক্তাভরণ ভূষণা,
অমর বন্দ্য চরণা, ইন্দু শোভে শিরোপরি।
পদ্ম-পাশাঙ্কুশ করে, পূর্ণ কপাল অপরে,
রক্তাঙ্গ রাগাঙ্গোপরে, শোভিতা সুর সুন্দরী ॥
মদিরা বিহ্বলাঙ্গিনী, নিত্যাভৈরবী তারিণী,
চন্দ্রে চরণ তরণী, অন্তে দিও গো শঙ্করী ॥ (২৫)

বজ্র-প্রস্তারিণী।

রাগিণী শারঙ্গ। তাল একতালা।

রক্তার্ণবে রক্তপীঠে, কেও রক্ত বরণা, ষড়ভুজ ধারণা।
দ্বাদশ দল-কমল বাসিনী, রত্ন-মৌলি ত্রিনয়না ॥
পাশাঙ্কুশ ধনুর্ধারিণী, দাড়িম্ব কপালবাণ পাণি,
অর্দ্ধচন্দ্র শেখরা, কুচভরা নম্রাকারা, সহাস্য বদনা।
কৃপাময়ী কৃপা কর, এ ভব কষ্টে ত্রাণ কর,
চন্দ্রের কলুষ হর, নিরন্তর——
বজ্র-প্রস্তারিণী এ প্রার্থনা ॥ (২৬)

জয়দুর্গা।

রাগিণী ভয়রোঁ। তাল ধিমাতেতালা।

কে নীল নীরদ বরণা, শোভে ত্রিনয়না।
চতুর্ভুজ ধারণা, সিংহোপরি বিরাজমানা ॥

ত্রিশূল শঙ্খ কৃপাণ, করে চক্র পরিধান,
নিজ তেজে দীপ্ত ত্রিভুবন।
অর্দ্ধচন্দ্র শোভা ভালে, কটাক্ষে বিপক্ষ জালে,
সদা ভয় দাত্রী বিভীষণা॥
কৃপা করি জয়দুর্গে, চন্দ্রে রক্ষা কর দুর্গে,
তব পদে এই প্রার্থনা॥ (২৭)

রাগিণী ভৈরবী। তাল বিমাতেতালা।

নীল নীরদ বরণা, কে শোভা করে ! —
পাষাণ কপাল শূল, খড়্গ ধরে চতুষ্করে॥
ভয়ঙ্করী ত্রিনয়না, পরাজিত শত্রুগণা,
দুর্গতি-ভঙ্গ-নিপুণা, অর্দ্ধ শশাঙ্ক শেখরে।
চন্দ্রের এই নিবেদন, করি কৃপাবলোকন,
থাকে যেন ভক্তি ধন, জয়দুর্গে মমান্তরে॥ (২৮)

শূলিনী।

রাগিণী মালকোষ। তাল যৎ।

জলদ শ্যামবরণা কে রে, সিংহপৃষ্ঠোপরে,
শোভে অষ্টকরে।
ছুরী শূল বাণ কৃপাণ ধরে, পদ্ম গদা চাপ পাশ অপরে॥
ত্রিনয়নে শোভমানা অর্দ্ধশশধরে,
কৃপাণ খেটক অস্ত্র, চারি সখী করে।
শূলিনী কর মা কৃপা, তনয় উপরে,
চন্দ্রে এইরূপ দেখে, নয়ন গোচরে॥ (২৯)

গৌরী।

রাগিণী গৌরী। তাল জলদ্‌তেতালা।

হেমবর্ণা চতুর্ভুজা, বিরাজে কার অঙ্গনা।,

দর্পণ অঞ্জন পাশ, অঙ্কুশ করে ধারণা ॥
সর্ব্বালঙ্কার ভূষিতা, গৌরী গিরিশ বন্দিতা,
চন্দ্রে হইও কৃপান্বিতা, শ্রীচরণে এ প্রার্থনা ॥ (৩০)

ত্রিপুরা সুন্দরী।

রাগিণী লুম্ ঝিঝুটী। তাল যৎ।

বালার্ক-মণ্ডল প্রভা, কে বিরাজমানা।
চতুর্ভুজা পাশাঙ্কুশ, ধনুর্ব্বাণ ধারণা ॥
শ্রী ত্রিপুরা সুন্দরী, ত্রিনেত্রে ঈক্ষণ করি,
ত্রাণ কর ভব বারি, চন্দ্রের এই বাসনা ॥ (৩১)

উচ্ছিষ্টমাতঙ্গী।

রাগিণী লুম। তাল একতালা।

শ্যামবর্ণা কেও, বীণা বাদ্য বিনোদিনী।
মুক্ত কেশান্বিত সিত, শঙ্খ কুণ্ডলিনী ॥
পরিধান কৃষ্ণাম্বর, বিম্বসম ওষ্ঠাধর,
মাণিক্য পুষ্পমালিনী, দ্বিভুজ ধারিণী।
বলয়াঞ্চিত চরণা, সতত স্মিত বদনা,
উচ্ছিষ্টমাতঙ্গী, ঈশানী চন্দ্র নিস্তারিণী ॥ (৩২)

মাতৃকা।

রাগিণী খট্। তাল জলদতেতালা।

পঞ্চাশদ্বর্ণ রূপিণী, বিরাজে কার রমণী।
জটাজূট শোভে শিরে, অর্দ্ধচন্দ্র মৌলিনী ॥
শুদ্ধ স্ফটিক বরণা, মুক্তা রত্ন বিভূষণা,
শুক্ল ক্ষৌম পরিধানা, চতুর্ভুজ ধারিণী।
কমণ্ডলু বর করে, পুস্তকাক্ষমালা ধরে,
চন্দ্র প্রতি কৃপা ভরে, মাতৃকা তার তারিণী ॥ (৩৩)

মঙ্গলচণ্ডী।

রাগিণী ভৈরবী। তাল তিওট।

কেও রত্ন পদ্মাসনা, গৌর বরণা, হারালঙ্কার ভূষণা।
রক্ত কৌষেয় বসনা, স্মেরমুখী শুভাননা॥
দ্বিভুজ ধারণা, শোভমানা, বরাভয়ান্বিতা বামা,
সুনবীন যৌবনা।
চার্ব্বঙ্গী মনোহরা, মঙ্গলচণ্ডী পরাৎপরা,
চন্দ্র দুঃখ হরা হও মা তারা, এ ভব যন্ত্রণা সহে না
ভব অঙ্গনা॥ (৩৪)

রুদ্রভৈরবী।

রাগিণী টোরি ভৈরবী। তাল ধিমাতেতালা।

এ বালা কার বালা, অপরূপা হেরি।
তরুণ অরুণ জিনি, বর্ণ প্রভাকরী॥
ভালে অর্দ্ধচন্দ্রান্বিতা, নয়নত্রয় শোভিতা,
নানা ভূষণ ভূষিতা, সিংহাসনোপরি।
শোণিত বসনান্বিত, মুণ্ডহার বিভূষিত,
দশপাণি সুশোভিত, কিবা মাধুরি॥
শূল ডমরু খেটক, পাশ অঙ্কুশ পুস্তক,
কৃপাণ ধনু সায়ক, অক্ষমালা ধরী।
শত্রুচ্ছেদ স্বয়ং করি, রুদ্রভৈরবী শঙ্করী,
চন্দ্র প্রতি কৃপা করি, ভব শুভঙ্করী॥ (৩৫)

অন্নপূর্ণা।

রাগিণী ঝিঝুটী। তাল ধিমাতেতালা।

অপরূপ কার বামা, রক্তাম্বর পরিধানা।
অর্দ্ধচন্দ্র শোভা শিরে, লোহিত বরণা॥

পয়োধর ভারে নতা, অন্ন প্রদান-নিরতা,
হর নর্ত্তন হর্ষিতা, সংসার দুঃখ হরণা।
করি কৃপাবলোকন, কর কষ্ট নিবারণ,
অন্নপূর্ণে নিবেদন, চন্দ্রের হর বেদনা॥ (৩৬)

অন্নপূর্ণেশ্বরী।

রাগিণী ঝিঝুটী। তাল জলদ্‌তেতালা।

তপ্ত-কাঞ্চন বরণা, কায় বালা বিরাজিতা।
নবীন শশি শেখরে, রত্ন-মুকুট অন্বিতা॥
চিত্র বস্ত্র পরিধানা, সফরাক্ষী ত্রিলোচনা,
অন্ন প্রদান নিপুণা, নিতম্বে মেখলাধৃতা।
সুবর্ণ কলসাকার, পীনোন্নত পয়োধর,
শোভিত হৃদয়োপর, সানন্দ মুখ শোভিতা॥
গোক্ষীর সমবরণ, পঞ্চ-বক্ত্র ত্রিলোচন,
নীলকণ্ঠ হাস্যানন, জটিল কৃশাম্বুরেতা।
অগ্রে শোভে ত্রিপুরারি, নিরন্তর নৃত্যকারী,
হেরি অন্নপূর্ণেশ্বরী, অনিশ আনন্দ-রতা॥
মম পুরে হয়াবলা, থাক হয়ে অচঞ্চলা,
প্রকাশি করুণা চন্দ্রে, মহেশ বনিতা॥ (৩৭)

ত্রিপুরা।

রাগিণী ললিত। তাল জলদ্‌তেতালা।

একি রূপ চমৎকার, হেরি আমরি আমরি।
অঙ্গ আভা মনোলোভা, প্রভাতের তমো হরি॥
চতুর্ভুজ ত্রিনয়নী, অঙ্কুশ ধনুর্ধারিণী,
পাশ বাণে দক্ষ পাণি, অতিশয় শোভা করি।
নিবেদন তব পদে, সদা থাকি চন্দ্র হৃদে,

রক্ষা করিবে বিপদে, ভবে ত্রিপুরা-সুন্দরী ॥ (৩৮)

পারিজাত সরস্বতী।

রাগিণী সোহিনী। তাল মধ্যমানের ঠেকা।

হংসারূঢ়া কার বালা, নির্ম্মল হাস্য-বদনা।
শুক্লহার শোভে গলে, শ্বেত সরসিজাসনা ॥
শশি-সম সুবরণ, শিরে চন্দ্র শোভমান,
বামে পুস্তক ধারণ, করে সুমধুর বীণা।
শোভা করে দক্ষকরে, পুরিত পীযুষাধারে,
অক্ষমালা তদুপরে, চতুর্ভুজ ধারণা ॥
কৃপা করি চন্দ্র প্রতি, সদা হৃদি কর স্থিতি,
পারিজাত সরস্বতী, সম্পূর্ণ কর বাসনা ॥ (৩৯)

মহালক্ষ্মী।

রাগিণী সিন্ধু ভৈরবী। তাল জলদ্‌তেতালা।

কেও কমলোপরি, বিরাজে হেম বরণী।
পট্টাম্বর পরিধানা, চতুর্ভুজ বিধারিণী ॥
দক্ষ করে পদ্মবর, পদ্মাভয়ান্বিতাবর,
শিরে শোভা কিরীটের, মুকুন্দ মনোহারিণী।
জিত হিমালয় গিরি, চতুর্ভুজে ঘট ধরি,
অভিষিক্ত করেছ, বারি, অপরূপ রূপিণী ॥
মহালক্ষ্মী করি দয়া, বিনাশি সংসার মায়া,
চন্দ্রে দিও পদছায়া, হরিপ্রিয়ে নিস্তারিণী ॥ (৪০)

মহালক্ষ্মী।

রাগিণী কল্যাণ। তাল জলদ্‌তেতালা।

বিরাজে কে নারী, বারিজোপরি সুন্দরী,
সৌন্দর্য্য রত্নাকরী।

তরুণ সিন্দূরারুণা, বলয় হার ভূষণা,
কেও শোভন শিরোরুহ, শোভে শিরোপরি ॥
কটি সূত্র কটিধরে, চরণে নূপুর পরে,
ধরে বলয় করে, হার শিরোধরে ধরি।
যুগল কমল করে, যুগল কমল ধরে,
আদর্শ ধনাধারে, চতুর্ভুজা সুন্দরী ॥
পরিচর্য্যা পরায়ণী, চতুষ্পার্শ্বে সখীশ্রেণী,
জিনি শত সৌদামিনী, হরিপ্রিয়া ঘেরি।
মহালক্ষ্মী সৌরি দারা, সুবিত্তর ধনধারা,
চন্দ্রাগারে ভব স্থিরা, কৃপাপাঙ্গে হেরি ॥ (৪১)

মহালক্ষ্মী।

রাগিণী সিন্ধু ভৈরবী। তাল জলদ্‌তেতালা।

তরুণারুণকারা, শিরঃ স্থির সুধাকারা,
বেদ বাহু ধরাপরা, উদারাদারা।
কমল কৌস্তুভ করে, মঞ্জরী রত্ন অপরে,
রত্নহার কণ্ঠোপরে, রত্ন নূপুরা ॥
প্রফুল্লাব্জ ত্রিনয়না, মহালক্ষ্মী স্মেরাননা,
চন্দ্রালয়ে বিরাজমানা, ভব সুস্থিরা ॥ (৪২)

ধনদা।

রাগিণী ঝিঝুটী খাম্বাজ। তাল ধিমাতেতালা।

কল্পবৃক্ষতলে স্বর্ণগৃহে, কে ও সিংহাসনোপরি।
তরুণ যৌবনান্বিতা, এ নারী কাহার নারী ॥
কুম্‌কুম সম বরণা, রক্ত বস্ত্র পরিধানা,
মণিহার বিভূষণা, ঈষত্তুচ্ছ কুচ হেরি।
মৃণাল কোমল কর, পদ্ম দ্বয়ে শোভাকর,

তাহে অঙ্গদ কেয়ূর, অতিশোভাকারি ॥
মানিক্য মুকুট শিরে; মণি কুণ্ডল কর্ণোপরে,
চরণ শোভে নূপুরে, অপরূপ মাধুরি।
নীল নলিন নয়না, ধনদে পুরাও বাসনা,
চন্দ্রের ভব যন্ত্রণা, হর শুভঙ্করি ॥ (৪৩)

কামাখ্যা।

রাগিণী চেতা-গৌরী। তাল জলদ্‌তেতালা।

কে ও বামা স্মিতমুখী, রত্নসিংহাসন স্থিতা।
কল্পবৃক্ষতলে রত্ন অলঙ্কার বিভূষিতা ॥
জিত নীল ঘন ঘনা, পট্টাম্বর পরিধানা,
দ্বিভুজ ধারণা ত্রিনয়না, বরাভয়ান্বিতা।
কালী কলুষ নাশিনী, অখিলানন্দকারিণী,
বুদ্ধিবৃত্তি স্বরূপিণী, হরি বিধি শিব বন্দিতা ॥
ললিত বেশ ধারিণী, কামাখ্যা কামদায়িনী,
চন্দ্রে মোক্ষ প্রদায়িনী, হও গো ভব বনিতা ॥ (৪৪)

মহাকালী।

রাগিণী সিন্ধুকাপি। তাল জলদ্‌তেতালা।

কৃষ্ণবর্ণা কৃষ্ণাম্বর পরিধানা।
কটিতটে ব্যাঘ্রচর্ম্ম, গলে শিরে মুণ্ডমালা ধারণা ॥
স্বর্গ স্পর্শে এক জটা, নাগহারযুক্ত লোহিত লোচনা।
শব হৃদি বামপদ, সিংহপৃষ্ঠ স্থিত দক্ষিণ চরণা ॥
মহাঘোরা চতুষ্করা, সাট্টহাসা শব দ্বয় লেলিহানা।
দক্ষে খড়্গযুগ ইন্দীবর, সব্যে কৃত্তি কর্পর শোভমানা ॥
ভয়ানক রব কারিণী, ভীষণা অঙ্গনা কার অঙ্গনা।
মহাকালী কৃপা করি, দীন চন্দ্রে করো না প্রতারণা ॥ (৪৫)

তারিণী।

রাগিণী সিন্ধুকাপি। তাল ধিমাতেতালা।

কৃষ্ণবর্ণা কার নারী, লম্বোদরী মহাঘোরা।
রক্তমুখী লোলজিহ্বা, কৃতনাগ কর্ণপুরা॥
শবোর্দ্ধে কপাল হেরি, বিরাজিতা তদুপরি,
পীনোন্নত কুচগিরি, পরিহিত রক্তাম্বরা।
বিপুল নাগ বেষ্টিতা, বিপুল নাসিকান্বিতা,
নাসিকাগ্র ধ্যানরতা, শোভিত দীর্ঘ চিকুরা॥
দীর্ঘাঙ্গী দীর্ঘ জঘনা, চন্দ্র সূর্য্যাগ্নি নয়না,
রুধির পানে মগনা, পর্ব্বতস্থা চতুষ্করা।
দক্ষ করে পদ্মধৃতা, তদধোবর অন্বিতা,
বামে অভয় শোভিতা, তদূর্দ্ধে কপাল ধরা॥
নাগ যজ্ঞোপবীতিনী, সর্ব্ব সিদ্ধি প্রদায়িনী,
শত্রুগণ বিনাশিনী, ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃত শিরা।
সাধক সুখদায়িনী, ভুবন ত্রয় জননী,
নিত্যরূপা সনাতনী, সর্ব্বলোক ভয়ঙ্করা॥
ত্রাণকর্ত্রী ত্রাণ কর, সঙ্কট ভবে শঙ্কর,
চন্দ্রের দুঃখ সম্বর, তারিণী ঈশানদারা॥ (৪৬)

কাত্যায়নী।

রাগিণী খাম্বাজ বেহাগ। তাল ধিমাতেতালা।

কেও প্রসন্নবদনা, বিরাজমানা।
কোটি চন্দ্র প্রভা, হার ভূষণ ত্রিনয়না॥
দক্ষ পদ সিংহোপরি, অপর মহিষে ধরি,
সুবিচিত্র পট্টাম্বরী, মঞ্জীর চরণা।
দিক্‌ভুজে কেয়ূর প্রভা, শিরে অর্দ্ধচন্দ্র আভা,

ত্রিশূল খেটক শোভা, শর শস্ত্রাসি ধারণা ॥
শঙ্খ ঘণ্টা শরাসনা, পাশ নলিনী ধারণা,
লোকপাল সেব্যমানা, সুরগণ স্তুয়মানা।
কাত্যায়নী এই বার, চন্দ্রে কষ্ট অনিবার,
করুণা করি নিবার, বিপদ ভঞ্জনা ॥ (৪৭)

কালিকা।

রাগিণী সিন্ধু। তাল ধিমাতেতালা।

ইন্দ্রনীল সম বরণা, সুরাসুর বিমর্দ্দিনী।
যুগভুজ মহাঘোরা, বিরাজে কার কামিনী ॥
চন্দ্রসূর্য্যোপরি স্থিতা, ভৈরব প্রেত বেষ্টিতা,
শব-সমূহ মিলিতা, শ্মশানালয়বাসিনী।
বেষ্টিত ভুজঙ্গগণা, সর্ব্বাভরণ ভুষণা,
শোভান্বিত ত্রিনয়না, কপাল কর্ত্তৃকা পাণি ॥
কালিকে কৃপা বিস্তার, সঙ্কটে চন্দ্রে উদ্ধার,
অন্তে কাল ভয় বার, সর্ব্বসিদ্ধি প্রদায়িনী ॥ (৪৮)

উগ্রচণ্ডা।

রাগিণী ভীম-পলাসি। তাল ধিমাতেতালা।

ভিন্নাঞ্জনচয়প্রভা, কেও সিংহবাহিনী।
জটাজূট চন্দ্রখণ্ড, মুকুট ধারিণী ॥
নাগাবল্লী শোভিতা, স্বর্ণহারান্বিতা, সুস্পষ্ট অষ্টাদশ পাণি।
দক্ষিণে শূল খড়্গ শঙ্খ শর, চক্র শক্তি বজ্র দণ্ড ভয়ঙ্কর,
তদধো গদাশালিনী ॥
বামে ঘণ্টা খেট চর্ম্ম পাশ, পরশু মুষল চাপাঙ্কুশ প্রাস,
তদধো পানপাত্র ধারিণী।
সুধাপূর্ণ কলস মস্তকোপরি, দন্ত শোভাকারি,

সর্প সজ্জ অঙ্গোপরি, আবৃত কোটি যোগিনী ॥
উগ্রচণ্ডা রক্তনেত্রা মহাকায়া, চন্দ্র নির্গুণে কর দয়া,
দয়াময়ী তারিণী ॥ (৪৯)

মহিষমর্দ্দিনী।

রাগিণী সিন্ধু। তাল ধিমাতেতালা।

মরকত সম বরণা, মণি মৌলী সুশোভনা, বিরাজমানা।
মহিষ শিরোবাসিনী, দেবী মহিষমর্দ্দিনী,
অষ্টভুজ বিধারিণী, সুভালেক্ষণা ॥
শঙ্খ চক্র পাশ করা, তর্জ্জনী সুধনুর্ধরা,
খেট শূলে শোভে তারা, চন্দ্র ধারণা।
চন্দ্রের এই অভিলাষ, অন্তে যেন না পাই ত্রাস,
কটাক্ষে কলুষ নাশ, ভব অঙ্গনা ॥ (৫০)

অপরাজিতা।

রাগিণী লুম। তাল জলদ্‌তেতালা।

কেও পর্ব্বতবাসিনী, চতুর্ভুজ ধারিণী,
চন্দ্রাননা ত্রিনয়নী, সুন্দরাঙ্গিনী ॥
গ্রৈবেয় হারভূষিতা, বলয় কুণ্ডলান্বিতা,
শঙ্খ চক্র বরধৃতা, অভয় পাণি ॥
ইন্দ্রাদি দেব নমিতা, পার্শ্বে মৃত্যুঞ্জয়ান্বিতা,
চন্দ্রে অপরাজিতা, কৃপা কর গো জননী ॥ (৫১)

গঙ্গা।

রাগিণী সিন্ধু ভৈরবী। তাল ধিমাতেতালা।

সুরূপা কার অঙ্গনা, সুনয়না চন্দ্র সম বরণা, বীজ্যমানা।
সুপ্রসন্ন সুবদনা, আর্দ্র গন্ধ বিলেপনা,
সুধাপ্লাবিত ভূপূর্ণা, শ্বেত ছত্র শোভমানা ॥

দিব্য মাল্যানুলেপনা, দিব্য রূপ বিভূষণা,
সতত ভক্তে করুণা, দেবগণ স্তূয়মানা।
গঙ্গে ত্রিলোকপাবনী, ভবভয় নিবারিণী,
চন্দ্রে উদ্ধার কারিণী, হও গো এই প্রার্থনা॥ (৫২)

গঙ্গা।

রাগিণী আড়ানা। তাল জলদ্‌তেতালা।

মা জগত জননী, গঙ্গে তারিণী।
বিশ্বময়ী বিশ্বপূজ্যে, বিশ্ব পবিত্রকারিণী॥
দ্রবময়ী তুমি ধন্যা, হিমালয় গিরিকন্যা,
সদা সদাশিব মান্যা, শিব গৃহিণী।
তুমি মা সংসারকর্ত্রী, আদ্যারূপা জগদ্ধাত্রী,
ভক্তে সুখ মোক্ষদাত্রী, দেব বন্দিনী॥
বেদান্ত পুরাণে উক্তি, দেবাদি দেবের শক্তি,
দীন চন্দ্রে দিও মুক্তি, কৃপাশালিনী॥ (৫৩)

লক্ষ্মী।

রাগিণী সিন্ধু ভৈরবী। তাল ধিমাতেতালা।

কমলোপরি বিরাজিতা, কাহার বনিতা।
সর্ব্বালঙ্কার ভূষিতা, ত্রিলোক মাতা॥
দক্ষপার্শ্বে পাশ অক্ষ, পদ্মাঙ্কুশে বাম পক্ষ,
গৌরবরণা দ্বিভুজান্বিতা।
স্বর্ণপদ্ম বামকরে, অপর সহিত বরে,
চন্দ্রে লক্ষ্মী হইও সদা কৃপান্বিতা॥ (৫৪)

আদ্যাকালী।

রাগিণী লুম্‌ ঝিঁঝুটি। তাল ধিমাতেতালা।

এ কার অঙ্গনা, অম্বুদ বরণা, চন্দ্র শেখর ত্রিনয়না।

রক্তবস্ত্র পরিধানা, রক্তকমলাসনা,
দ্বিভুজ ধারণা, বরাভয় শোভনা ॥
মধুপান কৃত, কাল নৃত্যে রত,
ফুল্ল বক্ত্র ধৃত, অনঙ্গ অরি অঙ্গনা।
আদ্যাকালী কৃপালেশে, বিনাশি চন্দ্র কলুষে,
মুক্ত কর মায়াপাশে, দিও না যাতনা ॥ (৫৫)

কামেশ্বরী।

রাগিণী ঝুম্। তাল পোস্তা।

এ নারী কার নারী, চিনিতে নারি।
সুবর্ণ সমান বর্ণ, পদ্মনেত্র শোভাকারী ॥
অঙ্গদ হার ভূষণা, অলঙ্কার অঙ্গোপরি।
চন্দ্র প্রতি কৃপা করি, তার ভবে কামেশ্বরী ॥ (৫৬)

তারা।

রাগিণী ভয়রোঁ। তাল জলদ্‌তেতালা।

শ্যামবর্ণা ত্রিনয়না, সহাস্য বদনা।
দ্বিভুজে অম্বুজবর, ধারণ শোভনা ॥
সিতমুক্তা বিভূষণা, ত্রিবিধ রূপ ধারণা,
শক্তিগণাবরণা, রত্নপাদুকা চরণা।
চন্দ্রের এই প্রার্থনা, বিতর করুণাকণা,
নিখিল দুঃখ হরণা, ভবে ভব ভবাঙ্গনা ॥ (৫৭)

শ্রীবিদ্যাধ্যান।

রাগিণী সুরট। তাল তিয়ট।

সহস্র তরুণ অরুণ সমান বরণা, বিরাজিতা কার অঙ্গনা।
রক্তোৎপলদলাকার, পদতল শোভাধার,
মঞ্জীর রত্নহার, বিরাজিত শ্রীচরণা ॥

রত্নাঞ্চিত পদাঙ্গুলি, উরু তুলনা কদলী,
অঙ্গোপরি লোমাবলী, নিম্ন নাভি মধ্য ক্ষীণা।
রক্তাম্বর পরিহিতা, কিঙ্কিণী মেখলান্বিতা,
উচ্চ পয়োধর স্থিতা, কৃশোদর শোভমানা॥
রত্নে কণ্ঠ শোভাধার, গলে শোভে মুক্তাহার,
কর্ণমূলে পরিষ্কার, কর্ণপূর বিভূষণা।
রতন মুকুটান্বিতা, দিব্য জ্বলতা ভূষিতা,
সরত্ন তিলকাঙ্কিতা, চঞ্চল পদ্মলোচনা॥
অর্দ্ধচন্দ্র শিরোপরে, ত্রিনয়নে শোভা করে,
প্রবালাভ চতুষ্করে, শোভিতা কমলাননা।
ইষুধি ইক্ষু সমান, পাশাঙ্কুশ পুষ্পবাণ,
করে করি পরিধান, সিদ্ধি প্রদান নিপুণা॥
সর্ব্ব কামনা দায়িনী, সর্ব্বদেব স্বরূপিণী,
চন্দ্র দুঃখ নিবারিণী, শ্রীবিদ্যা শঙ্করাঙ্গনা॥ (৫৮)

দুর্গাধ্যান।

রাগিণী সুরট। তাল জলদ্‌তেতালা।

ভানু বিম্ব গতা, এ নারী কে ভীষণা।
সহস্রাদিত্য সন্নিভা, সহস্র ভুজ ধারণা॥
সহস্র হস্ত চরণা, দশ শত বিলোচনা,
সহস্র সংখ্য বদনা, সহস্র নাগ ভূষণা।
বিকটাকার অঙ্গনা, কম্পিত ভীত ভুবনা,
চন্দ্রে কে করে তারণা, দুর্গে দুর্গে তুমি বিনা॥ (৫৯)

বাগীশ্বরীধ্যান।

রাগিণী ভৈরবী। তাল একতালা।

শ্বেতপুষ্পাভরণা, অনুপমা কার বালা।

অত্যন্ত শুভ্র বসনা, কর্পূর ধবলা ॥
বজ্র মৌলি বিভূষণা, চতুর্ভুজ শোভমানা,
পুস্তকাভয় ধারণা, ধৃত মুক্তামালা।
চন্দ্রের এই মনোভীষ্ট, করি দূর দুরদৃষ্ট,
বাগীশ্বরী নাশ স্বষ্ট, এই ভব জ্বালা ॥ (৬০)

কালী।

রাগিণী বাগেশ্বরী। তাল জলদ্‌তেতালা।

কালী তোমার মহিমা, কে বুঝিতে পারে।
ভুবন করিলে রক্ষা, দৈত্যদল সংহারে ॥
তুমি কালী আদ্যাশক্তি, ত্রিভুবন ধৃতি শক্তি,
বর্ণিবারে কারো শক্তি, বিনা মহেশ্বরে।
তোমার মহিমা যত, কে বুঝিতে পারে তত,
স্বয়ং শম্ভু অবগত, কিঞ্চিত প্রকারে ॥
এই করি নিবেদন, শমনে কর দমন,
চন্দ্রে দিও শ্রীচরণ, কৃপাময়ী ভব পারে ॥ (৬১)

রাগিণী শোহিনী। তাল ধিমাতেতালা।

জপ মন নিরন্তর, কালী কালী ত্রিনয়নী।
করাল বদনী শিবে, চতুর্ভুজ ধারিণী ॥
ভয়ঙ্করী ঘোর বেশা, তাহে বিগলিতকেশা,
সদাশিবে মনাবেশা, জগত জন জননী।
দশ মহাবিদ্যা যিনি, সর্ব্বরূপা একাকিনী,
অসুর নাশ কারিণী, শঙ্কর মনোমোহিনী ॥
যাঁহার নাম স্মরণে, ভয় না থাকে শমনে,
চন্দ্রের ভাবনা মনে, সদা চরণ দুখানি ॥ (৬২)

শ্যামা।

রাগিণী সিন্ধু-ভৈরবী। তাল জলদ্‌তেতালা।

কালী বিনা গতি আর, নাহি মন ত্রিভুবনে।
ভজনা মজনা শ্যামা, শিব সেব্য শ্রীচরণে॥
বিধান বিলয় পাত্রী, জগন্ময়ী জগদ্ধাত্রী,
ভাব শিবা দিবা রাত্রি, বিহিত ভক্তি সাধনে।
কর কালী পদ সার, চন্দ্র ত্যজ অহঙ্কার,
যাবে ভবসিন্ধু পার, ভব ভাবিনী ভজনে॥ (৬৩)

শ্যামাবিষয় সমাপ্ত।

গণেশ।

রাগিণী বেহাগ। তাল জলদ্‌তেতালা।

সিন্দূর বরণ ত্রিনয়ন, স্থূলোদর চতুষ্কর শোভাকর।
দন্ত পাশ যুগ্ম করে, মোদকাঙ্কুশ অপরে,
গজেন্দ্রবদন করে, বীজপূর ধর॥
বিগলিত মদাবৃত, গণ্ডস্থল সুশোভিত,
সর্প ভূষণে ভূষিত, পরিধান রক্তাম্বর।
স্বকীয় গুণে গণেশ, কাম ক্রোধ রাগ দ্বেষ,
চন্দ্রের এ ভব ক্লেশ, হরপুত্র হর হর॥ (৬৪)

শিববিষয়।

রাগিণী জয়জয়ন্তী। তাল একতলা।

দেবদেব মহাদেব, জয় শিব শঙ্কর।
গঙ্গাধর জটাধর, শশধর শেখর॥
শিঙ্গা ডম্বুরধর, ত্রিশূলকর বাঘাম্বর।
চর্ম্ম আসন ভস্ম লেপন, ত্রিনয়ন যোগিবর॥
ধুস্তূর পুষ্প ভূষিত, ষড় ইন্দ্রিয় বিজিত,
রুদ্রাক্ষমালা মিলিত, ফণিযুক্ত কলেবর।
সম্বিত পানানন্দ, ধূর্জ্জটী ভবানন্দ,
প্রমথগণ বন্দ্য, স্বয়ম্ভু দিগম্বর॥
রজত গিরি সম জ্যোতি, মনমোহন মূরতি,
আশুতোষ পশুপতি, সতী বামে শোভাকর।
প্রসন্ন বদন পঞ্চানন, নীলকণ্ঠ সুশোভন,
মদন দমন বৃষবাহন, যোগাসন বম্ বম্ হর॥
ত্বং বিরূপাক্ষ ভঙ্গী, ভোলা প্রমথ সঙ্গী,
মৃড় সর্ব্বদা রঙ্গী, ত্বং হি ঈশান ঈশ্বর।
অহো কৈলাস ভূপ, অনুপ জ্যোতি স্বরূপ,
চন্দ্র নিরখ রূপ, নয়ন মনোহর॥

(১)

রাগিণী ঝিঝুটী। তাল একতালা।

শিব শঙ্কর দিগম্বর, গঙ্গাধর হো।
ত্রিপুরারি ত্রিশূলধারী, বাঘাম্বর হো।
চর্ম্ম আসন, ভস্ম লেপন, ফণি ভূষণ হো;
মদন দাহন, বৃষবাহন, পঞ্চানন হো॥

শোভে জটাজাল, নয়ন বিশাল, শশাঙ্ক ভাল হো ;
রৌপ্যগিরি দ্যুতি, চন্দ্র সম জ্যোতি, শরীর বিশাল হো ॥
যোগী মৃত্যুঞ্জয়, ভব বিশ্বময়, ত্বং হি আশুতোষ হো ;
ঈশ বিরূপাক্ষ, ধারণ রুদ্রাক্ষ, সর্ব্বদা অরোষ হো ॥
বিশ্ব বিধারণ, বিশ্ব বিনাশন, ত্বং হি ত্রিনয়ন হো ;
কণ্ঠ সুনীলা, বম্ বম্ ভোলা, প্রসন্ন আনন হো ॥
ত্বং হি বিশ্বেশ, হর হর ক্লেশ, ত্বং হি নির্ব্বিশেষ হো ;
মৃড় ভবানন্দ, ভব সদানন্দ, ঈশ অশেষ হো ॥
ভীম যোগ ধ্যান, ত্বং হি মহাজ্ঞান, বাস শ্মশান হো ;
রক্ষ মে সম্পদ, বিনাশ বিপদ, রাখ চন্দ্র মান হো ॥ (২)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল কওয়ালি।

শঙ্কর শঙ্কর, ত্রিশূলধর হো।
ভূত সঙ্গ জটাগঙ্গ, যোগিবর হো ॥
মন্মথ দাহন, সদানন্দ মন,
শশাঙ্ক শোভন, রাজশেখর হো।
মৃত্যুঞ্জয়কারী শিঙ্গাকরধারি,
শ্মশানবিহারী পরশুধর হো ॥
নীলকণ্ঠ জ্যোতি, শ্বেতবর্ণ দ্যুতি,
মৃড় পশুপতি স্বয়ম্ভু ঈশ্বর হো।
শোভে ত্রিনয়ন, ভব পঞ্চানন,
ভভূত লেপন, ভুবনেশ্বর হো ॥
চর্ম্ম পরিধান, আশু কৃপাবান,
দেব ভগবান্, অব্যয় অমর হো।
রুদ্রাক্ষ মালিন, ময়পুর হারিণ,
ডমরু ধারিণ, বরাভীতিকর হো ॥

বম বম্ স্মরে, সর্ব্ব দুঃখ হরে,
কলুষ সংহরে, প্রভু দিগম্বর হো।
চন্দ্র ক্ষোভ নাশ, কর কৃত্তিবাস,
এক তেরো আশ, চন্দ্রশেখর হো॥ (৩)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল কওয়ালির ঠেকা।

হর শঙ্কর মদন দাহন, শ্বেতবরণ ত্রিনয়ন ফণিভূষণ।
গলে রুণ্ডমাল, পিঙ্কে বাঘছাল, শশিভাল ভস্ম অঙ্গলেপন॥
পিনাকী ত্রিশূলধারী, যোগী ত্রিপুরারি,
রয়্সো ছবি বলিহারি, বৃষবাহন।
রুদ্রাক্ষ জপমালা, বম্ বম্ বম্ ভোলা,
গরল কণ্ঠ নীলা, ডমরু-করশোভন॥
শিব আশুতোষ, ন দোষ ন রোষ,
সতত সন্তোষ, প্রফুল্ল বদন।
যোগিগণ অগ্রগণ্য, দেবদেব সদা মান্য,
প্রভু বিশ্বেশ ধন্য, তারণ কারণ॥
দক্ষ যজ্ঞ নাশক, জগত বিধায়ক,
তারকব্রহ্ম নায়ক, পতিত পাবন।
ত্বং হি কৈলাসভূপ, ত্বং হি অনুপরূপ,
ত্বং হি জ্যোতিঃ স্বরূপ, মৃড় পঞ্চানন॥
ভূতেশ ভূতপতি, মোহন মুরতি,
রজতগিরি দ্যুতি; জটা ধারণ।
তাণ্ডব আনন্দ, ত্বং হি সদানন্দ,
নাশ নিরানন্দ, মেরো তামস মন।
ত্বং তারকেশ্বর, ঈশ্বর দিগম্বর,
ভব গঙ্গাধর, চর্ম্ম আসন॥

ত্বং হি দেব প্রধান, তুহি ভুবিধান,
সদা সম্মিত পান, ঢল ঢল নয়ন।
তুহি অবিনাশ, নির্ব্বাস কৃত্তিবাস,
চন্দ্র তবৈক আশ, যুগল চরণ॥ (৪)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল চৌতালা।

ভজ শিব শঙ্কর, আশুতোষ গঙ্গাধর।
রজতগিরি সমান, শ্বেতকান্তি কলেবর॥
ভোলানাথ ভয়হারী, পীনাকী ত্রিশূলধারী,
নীলকণ্ঠ ত্রিপুরারি, কৃত্তিবাস যোগিবর।
ভূতেশ সর্পভূষণ, দেবদেব বৃষাসন,
চন্দ্র ভাল ত্রিনয়ন, কৈলাসেশ দিগম্বর॥
গলে রুদ্রাক্ষমালা, বম্ বম্ করে ভোলা,
বামে শোভে গিরিবালা, চন্দ্র দুঃখ হর হর॥ (৫)

রাগিণী বাহার। তাল কওয়ালির ঠেকা।

বম্ বম্ শিব শম্ভু, ভোলানাথ।
যোগিবর গঙ্গাধর শঙ্কর, পরাৎপর প্রভু বিশ্বনাথ॥
পিঠে বাঘছাল, শশী শোভে ভাল,
গলে হাড়মাল, সদা গৌরী সাথ।
ফণী অঙ্গ সদা রঙ্গ, ভ্রমণ প্রমথ সঙ্গ,
যোগ অভঙ্গ পিয়ে ভঙ্গ, শিঙ্গা ডম্বরু হাথ॥
ভস্ম তনু ভূষিত, নয়ন অর্দ্ধ মুদিত,
চন্দ্র অস্তুত প্রণীত, অবলম্ব তেরো পাথ॥ (৬)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল কওয়ালি।

শিব শম্ভু বম্ বম্ ভোলা।
ডম্বুরু পিনাকধারী, গলে রুণ্ডমালা॥

ভস্ম অঙ্গরাগ, বিভূষণ নাগ,
জগত বিরাগ, নয়ন বিশালা।
দিগম্বর যোগিবর, গঙ্গাধর শঙ্কর,
স্মর হর সুন্দর, পিন্ধে বাঘছালা॥
সদা সম্বিত পান, বৃষাসন ঈশান,
ত্বং হি কৃপানিধান, শোভিত কণ্ঠনীলা।
ভূতেশ ভূতনাথ, ন ছোড়ুঁ তেরো সাথ,
ত্বং হি এক চন্দ্র পাথ, জটা শশী ভালা॥ (৭)

রাগিণী বেহাগ। তাল একতালা।

ত্বাং নমামি বিরূপাক্ষ, মৃড় চর্ম্ম বসনং।
ত্বাং নমামি আশুতোষ, অক্ষমালা ভূষণং॥
ত্বাং নমামি চন্দ্রভাল, শঙ্কর ত্রিলোচনং।
ত্বাং নমামি ভূতনাথ, সর্ব্বক্লেশ মোচনং॥
ত্বাং নমামি জটাধারি, ভস্ম অঙ্গ লেপনং।
ত্বাং নমামি মৃত্যুঞ্জয়, মূঢ় জন তাপনং॥
ত্বাং নমামি যোগিবর, নীলকণ্ঠ শোভনং।
ত্বাং নমামি ভোলানাথ, সন্তোষী অক্ষোভনং॥
ত্বাং নমামি পশুপতি, ব্যাঘ্রচর্ম্ম আসনং।
ত্বাং নমামি ত্রিপুরারি, পুষ্পবাণ নাশনং॥
ত্বাং নমামি দিগম্বর, মহাকাল রূপিণং।
ত্বাং নমামি সতীপতি, সত্য সর্ব্বব্যাপিনং॥
ত্বাং নমামি রৌপ্যবর্ণ, জটিল পঞ্চাননং।
ত্বাং নমামি অবিনাশ, স্বয়ম্ভু অজন্মনং॥
ত্বাং নমামি কৃত্তিবাস, সর্ব্বেশ নিরঞ্জনং।
ত্বাং নমামি সদানন্দ, চন্দ্র ভয় ভঞ্জনং॥ (৮)

রাগিণী জয়জয়ন্তী। তাল একতালা।

নীলকণ্ঠ শিতিকণ্ঠ, মহাদেব জটাধরং।
কৃত্তিবাস শৈলবাস, ত্রিনয়ন বাঘাম্বরং॥
সদানন্দ ভবানন্দ, পুরহর গঙ্গাধরং।
ভূতনাথ বিশ্বনাথ, শ্বেতবর্ণ যোগিবরং॥
শূলপাণি শোভে ফণি, ভস্ম অঙ্গ অক্ষকরং।
যোগধ্যান লোক জ্ঞান, সর্ব্বময় যোগেশ্বরং॥
মৃত্যুঞ্জয় কামজয়, পঞ্চবক্ত্র মহেশ্বরং।
বৃষাসন সচেতন, হেমকেশ দিগম্বরং॥
সতীপতি পশুপতি, দেবদেব পরাৎপরং।
মহাকাল ক্ষেত্রপাল, সর্ব্বগুরু শুভঙ্করং॥
শ্মশানেশ ব্যোমকেশ, ভগবান অনশ্বরং।
তবাধীন চন্দ্র দীন, ত্বং হি প্রভু তমোহরং॥ (৯)

রাগিণী মল্লার। তাল একতালা।

গঙ্গাধর জটাধারী, দিগম্বর ত্রিপুরারি,
ফণিভূষণ ভস্ম লেপন হো।
শ্বেত অঙ্গ ভূত সঙ্গ, মৃত্যুঞ্জয় কপর্দ্দিন,
সদানন্দ ভবানন্দ, যোগধ্যান ত্রিনয়ন হো॥
উমাপতি শৈলপতি, নীলকণ্ঠ বৃষাসন,
ব্যোমকেশ শ্রীমহেশ, বিরূপাক্ষ নিরঞ্জন হো।
চর্ম্ম আসীন শিঙ্গাধারিণ, ধূর্জ্জটী প্রশান্ত মন,
ডম্বুরকর শিব শঙ্কর, আশুতোষ সচেতন হো॥
ভোলানাথ বিশ্বনাথ, বিশ্ববীজ সনাতন,
দেবপূজিত চন্দ্ররাধিত, চন্দ্রশেখর নারায়ণ হো॥ (১০)

রাগিণী জয়জয়ন্তী। তাল একতালা।

পশুপতি খণ্ডপরশু, শম্ভু ঈশান ঈশ্বরং।
শূলিন ভূতেশ ঈশ, শিব সর্ব্ব মহেশ্বরং॥
গিরীশ কৃত্তিবাসস, প্রমথাধিপ শঙ্করং।
মৃত্যুঞ্জয় পিণাকিন, শ্রীকণ্ঠ চন্দ্রশেখরং॥
কপর্দ্দিন কপালভৃৎ, সিতিকণ্ঠ গঙ্গাধরং।
বামদেব মহাদেব, বিরূপাক্ষ উগ্রহরং॥
কৃশানু রেতস্ হীর, ত্রিলোচন স্মরহরং।
সর্ব্বজ্ঞ ধূর্জ্জটী ভর্গ, ত্র্যম্বক রুদ্রাক্ষকরং॥
নীল লোহিত কামারি, বৃষধ্বজ বাঘাম্বরং।
উমাপতি ব্যোমকেশ, ভব ভীম ফণিধরং॥
ত্রিপুরান্তক উমেশ, স্থাণু রুদ্র যোগিবরং।
অন্ধক রিপু শৈলেশ, ভীম শ্বেত কলেবরং॥
ক্রতু ধ্বংসিন শ্মশানী, ভবদেব সর্ব্বপরং।
রক্ষ মে অনাথ নাথ, চন্দ্র সহ পরিকরং॥ (১১)

রাগিণী বেহাগ। তাল জলদ্‌তেতালা।

গঙ্গাধরং মহেশ্বরং, নমামি শঙ্করং শিবং।
বাঘাম্বরং জটাধরং, নমামি শঙ্করং শিবং॥
অক্ষকরং স্মরহরং, নমামি শঙ্করং শিবং।
কৃত্তিবাসং কামনাশং, নমামি শঙ্করং শিবং॥
ব্যোমকেশং অবিনাশং, নমামি শঙ্করং শিবং।
ত্রিলোচনং বৃষাসনং, নমামি শঙ্করং শিবং॥
বামদেবং মহাদেবং, নমামি শঙ্করং শিবং।
উমাপতিং পশুপতিং, নমামি শঙ্করং শিবং॥
শিতিকণ্ঠং নীলকণ্ঠং, নমামি শঙ্করং শিবং।

ভোলানাথং ভূতনাথং, নমামি শঙ্করং শিবং ॥
কপর্দ্দিনং ত্রিশূলিনং, নমামি শঙ্করং শিবং।
ত্রিপুরারিং ভস্মধারিং, নমামি শঙ্করং শিবং ॥
ফণিমালং চন্দ্রভালং, নমামি শঙ্করং শিবং।
সর্ব্বগুরুং কল্পতরুং, নমামি শঙ্করং শিবং ॥
রৌপ্যভাতিং বর্ণজ্যোতিং, নমামি শঙ্করং শিবং।
পিণাকিনং কপালিনং, নমামি শঙ্করং শিবং ॥
শম্ভুধ্যানং চন্দ্রজ্ঞানং, নমামি শঙ্করং শিবং ॥ (১২)

রাগিণী জয়জয়ন্তী। তাল চৌতালা।

মন্মথ মোহন, মন্মথ দাহন, ভজমন সর্ব্বক্ষণ শ্রীহরি শ্রীহর।
নীলবরণ শ্বেতবরণ, সর্ব্বভুরদৃষ্ট হর ॥
পীতবসন ত্রিভঙ্গী, বাঘাম্বর ভোলা ভঙ্গী,
গোপবালক সঙ্গী, ভূত সেবিত শঙ্কর।
শোভে ধটী চূড়া বেণী, জটাজূট মন্দাকিনী,
শিঙ্গারব বংশীধ্বনি, নীলকণ্ঠ নটবর ॥
বনমালা বিভূষণ, রুদ্রাক্ষ করে ধারণ,
চন্দন অঙ্গে শোভন, ভস্মভূষ কলেবর।
কৃষ্ণ শোভে ভুজগারি, ফণী সহ ত্রিপুরারি,
য়য়্সো ছবি বলিহারি, অপরূপ শোভাকর।
কৃত সমুদ্র মথন, অর্দ্ধাঙ্গ রূপ ধারণ,
শোভে শিব নারায়ণ, চন্দ্র দেয়ী মনোহর ॥ (১)

রাগিণী জয়জয়ন্তী। তাল চৌতালা।

গণপতি বৃষপতি, ভজো খগপতি শ্রীরাম।
ব্রহ্মা ভগবতী রাধিকা, শ্রী জানকী বলরাম॥
কুবের তথা বরুণ, পবন আওর্ অরুণ,
নিশাকর হুতাশন, নিরাকার নিত্যধাম।
মৎস্য কূর্ম্ম শূকর, নৃসিংহ খর্ব্ব কলেবর,
সহস্র লোচন ধর, কল্কী পরশুরাম॥
দিক্‌পাল অবতার, কার্য্য কারণ প্রচার,
এক প্রভু নানাকার, করো পূর্ণ চন্দ্র কাম॥ (১)

শ্রীরামবিষয়ক।

রাগিণী ইমনকল্যাণ। তাল চৌতালা।

কৌশল্যাগর্ভ-সম্ভূত, দশরথ রাজসুত,
রাবণারি ধনুর্দ্ধারী, শ্রীসীতাপতয়ে নমঃ।
আজানুলম্বিতকর, মূর্ত্তি অতি মনোহর,
সুকোমল কলেবর, শ্রীসীতাপতয়ে নমঃ॥
অদ্ভুত প্রতাপশালী, বলিয়ো মে মহাবলী,
এক বাণ বধেও বালী, শ্রীসীতাপতয়ে নমঃ।
পিতৃ ভক্ত প্রধান, দয়াময় সুবিধান,
অব্যর্থ দৃঢ় সন্ধান, শ্রীসীতাপতয়ে নমঃ॥
সুধীর অদ্ভুত কর্ম্ম, যাগ যজ্ঞ রতো ধর্ম্ম,
মনোরম শোভে বর্ম্ম, শ্রীসীতাপতয়ে নমঃ।
সাগর সম মহিম, গুণভাজন অসীম,
উপমা অতি গরিম, শ্রীসীতাপতয়ে নমঃ॥
নীলকমল লোচন, প্রফুল্ল হাস্য বদন,
সকল গুণভাজন, শ্রীসীতাপতয়ে নমঃ।
হো নাথ! অনাথ নাথ! কব্ ছোড়ুঁ তেরো সাথ,
চন্দ্র গলবাসকৃত, শ্রীসীতাপতয়ে নমঃ॥ (১)

রাগিণী জঙ্গলা খাম্বাজ। তাল ঠুংরী।

রাঘব রাম দুর্ব্বাদলশ্যাম, সুঠাম অভিরাম বীর হো।
বিশালনয়ন প্রফুল্লবদন, কৌশল্যা-নন্দন গম্ভীর হো॥
রাজনকে মহারাজ আয়োধপতি, মোহন মূরতি ধীর হো।
সীতাবল্লভ জগত দুর্লভ, সীতল য়ায়্সৌ নীর হো॥

বশীকৃত ইন্দ্রিয়, সর্ব্বলোকপ্রিয়, অদ্বিতীয় শরীর হো।
ত্রিলোকরঞ্জন রাক্ষস ভঞ্জন, ধারণ ধনুক তীর হো॥
কৃপানিধান পরমপ্রধান, তুম্ বিনু চন্দ্র অধীর হো॥ (২)

রাগিণী বাগশ্রী। তাল জলদ্‌তেতালা।

পুরুষপ্রধান কৃপানিধান, রাঘব রাম হো।
অমোঘ সন্ধান, দূর্ব্বাদলশ্যাম হো॥
আজানুলম্বিত, বাহু সুশোভিত,
সুন্দর গুণান্বিত, শরীর সুঠাম হো।
ক্ষত্রিয়কুল উদ্ভব, মধুর গম্ভীর রব,
সকল গুণ সম্ভব, নিষ্ক্রোধ নিষ্কাম হো॥
মহারাজ সূর্য্যবংশী, সত্যসন্ধ গুণরাশি,
সুপ্রফুল্ল মিষ্টভাষী, ধানকী অভিরাম হো।
বীরজন অগ্রগণ্য, রাজগণ সদা মান্য,
মহাবলী অসামান্য, সর্ব্বগুণধাম হো॥
প্রভু মোহন মুরতি, জিতেন্দ্রিয় মহামতি,
নিষ্পাপ নির্ম্মল জ্যোতি, ভজো চন্দ্র রাম হো॥ (৩)

রাগিণী ইমন্‌কল্যাণ। তাল জলদ্‌তেতালা।

শ্রীরাম লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্ন, দশরথনন্দন চার ভাই হো।
স্বয়ং প্রভু অবতংস, ভয়ো দিবাকর বংশ,
কৃপা কিও মান বড়াই হো॥
অদ্ভুত রাজ্যকীর্ত্তি, অদ্ভুত শরীর স্ফূর্ত্তি,
অদ্ভুত মনোবৃত্তি, সত্যসন্ধ ব্রতাই হো।
দুষ্ট রাক্ষস মর্দ্দন, স্বয়ম্ভুব জনার্দ্দন,
কুল আনন্দবর্দ্ধন, নাম মে পাপী তরাই হো॥
অবতার তুহি প্রধান, মহাবীর মতিমান,
রাখো চন্দ্র প্রভু মান, কৃপাবান রঘুরাই হো॥ (৪)

রাগিণী জঙ্গলা খাম্বাজ। তাল ঠুংরী।

রাম গুণধাম, রাম সে কাম,
রাম সে সব সিদ্ধি হোই য়ে।
রাম অনাথ বন্ধু, রাম করুণাসিন্ধু,
রাম সে সব সুখ পাই য়ে॥
রাম কৃপাবান, রাম গুণনিধান,
আওর কৌন্ তুম্মে মিলি য়ে।
ভকতবৎসল, অকপট নির্ম্মল,
আওর কাহা ভলা দেখি য়ে।
সর্ব্বদা প্রফুল্ল, নাহি রাঘব তুল্য,
প্রভু য়য়্সো কঁাহাঁ ভেটি য়ে।
শ্যামরূপ অনুপ, মন্মথ স্বরূপ,
রাজগণ প্রধান জানি য়ে॥
এক হি রাম জ্ঞান, এক হি রাম ধ্যান,
দুস্রা ছোড়ো রাম লাগি য়ে।
এক রামকো জপো, এক রামকো তপো,
এক রামকো করো সহাই য়ে॥
জগমে রামময়, জগমে রামজয়,
এক রামকো আশা কিজি য়ে।
শ্রীরাম পাপহারী, রাম মহিমা ন্যারি,
শ্রীরাম পাতকী তরাই য়ে॥
ধৈর্য্য বীর্য্য গাম্ভীর্য্য, অদ্ভুত বলবীর্য্য,
প্রভু জিতেন্দ্রিয় স্মরাই য়ে।
তাব তেজ্‌কো সূনু, বংশ উদ্ভব ভানু,
তেরো চরণ রেণু চাহি য়ে॥ (৫)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল একতালা।

রাম পূজন রাম ভজন, করো নর রাম সাধন।
রাম অনুপ রাম-স্বরূপ, রাম স্বয়ং সনাতন॥
রাম নাম জপো, রাম নাম তপো,
রাম কো সোঁপিয়ো মন।
রাম কৃপা সিন্ধু, রাম দীন বন্ধু,
রাম হি কো করো যতন॥
রাম নিত্য ভজো, রামি প্রেমে মজো,
করো সদা রাম কীর্ত্তন।
রাম মহাদ্যুতি, রাম মহা যতি,
রাম মূরতি শোভন॥
রাম কৃপা নিধি, রাম সত্য সুধী,
রাম গুণ নিধি সুজন।
রাম মহাবীর, রাম মহাধীর,
রাম গম্ভীর বদন॥
রাম গুণ রাশি, রাবণ বিনাশী,
কিয়ো সন্তোষী ভুবন।
শ্রীরাম ধানকী, শ্রীরাম জানকী,
চন্দ্র করো নিরীক্ষণ॥ (৬)

রাগিণী বেহাগ। তাল একতালা।

সূর্য্যবংশ অবতংস, ক্ষত্রিয় কুল উদ্ভব।
শ্রীদশরথ তনয়, কৌশল্যা-গর্ভ সমুদ্ভব॥
সর্ব্ব দক্ষ গুণ রাশি, রণ-নিপুণ সন্তোষী,
মহারাজ অয়োধ বাসী, সকল গুণ সম্ভব।
সদা প্রফুল্ল বদন, বিশাল শোভে নয়ন,

মৃদু মধুর বচন, রাম তারণ ভবার্ণব ॥
ক্ষত্রিয় কুল বালক, ক্ষত্রিয় কুল পালক,
চন্দ্র তেরো উপাসক, কর যোড় করে স্তব ॥ (৭)

রাগিণী কালেংড়া। তাল ঠেকা।

রাম সো বীর নহি, রাম সো ধীর নহি,
নহি রাম সো গম্ভীর হো।
রাম সো কৃপাল নহি, রাম সো ভূপাল নহি,
নহি রাম সো সুবীর হো ॥
নহি রাম সো মিষ্টভাষী, নহি রাম সো গুণ রাশি,
নহি রাম সো সুধীর হো।
রাম রাজ্য সুবিস্তার, রাম ধন্য অবতার,
দেখ চন্দ্র রাম শরীর হো ॥ (৮)

রাগিণী ঝিঝুটী খাম্বাজ। তাল আদ্ধা কওয়ালি।

রাম কো সত্তা মানো, রাম কো কর্ত্তা জানো।
রাম কৃপা নিধান, রাম অবতার প্রধান ॥
সকল গুণ বিশিষ্ট, শ্রীরাম সর্ব্ব গরিষ্ঠ,
রাম হি কো রাখো নিষ্ঠ, রাম জপ হি বিধান।
স্মরো সদা রাম নাম, পূরি হোবে মনস্কাম,
পাওগে কৈবল্য ধাম, রাম নাম জপে ত্রাণ ॥
রত্নাকর পাপ কিয়ো, তপে বাল্মীকি ভয়ো,
ব্রহ্ম রাম নাম দিয়ো, পাপ খণ্ডে পায়ো জ্ঞান।
রাম সো গুণ বিশাল, রাম সো কৌন্ কৃপাল,
রাম সো কৌন্ ভুপাল, রাম সো কৌন্ মহান ॥
রাঘব যাকো নেহারে, তাকো অস্তক নিবারে,
রাম চন্দ্র রথ ওয়ারে, রাম হি কো করো ধ্যান ॥ (৯)

রাগিণী ঝিঁঝিটী খাম্বাজ। তাল একতালা।

সীতাপতি রাঘবেন্দ্র, সুন্দর মহামতি।
সুঠাম অভিরাম, মনোহর মুরতি॥
দুষ্ট রাক্ষস বংশ, দেব রক্ষা কৃত ধ্বংস,
ক্ষত্রিয় কুলাবতংস, বীর অয়োধপতি।
দশরথ রাজ সূনু, ত্বং হি প্রভু বংশ ভানু,
শূর চিহ্ন দৃঢ় তনু, শশাঙ্ক সম-জ্যোতি॥
ধরণী সমান ধৈর্য্য, তপনে সমান বীর্য্য,
অদ্ভুত শ্রীরাম কার্য্য, নির্ম্মল সৎ প্রকৃতি।
লক্ষ্মীরূপা সাধ্বী দারা, কোমল নির্দ্দোষ ধারা,
আসমুদ্র বসুন্ধরা, একচ্ছত্র ভূপতি॥
সজ্জন মন রঞ্জন, দুর্জ্জন অহং ভঞ্জন,
চন্দ্র শ্রীরাম বন্দন, কৃত অস্তুত আরতি॥ (১০)

রাগিণী বাগেশ্বরী। তাল ঠুংরী।

রাম গুণ ধাম, দূর্ব্বাদল শ্যাম,
অভিরাম রঘুকুল তিলক হো।
কমল লোচন, বিষাদ মোচন,
প্রভু সূর্য্যবংশ বালক হো॥
তেজস্বী-সম তপন, ধরাসম ধারণ,
দয়াল অক্রোধন, প্রজাপালক হো।
সর্ব্ব গুণার্জ্জিত, দোষ বিবর্জ্জিত,
পশু বশীকৃত, মেলক হো॥
সংসার সার, রাম অবতার,
জগ প্রচার, মূলক হো।

তোম্হারে বংশ কহাই, ক্ষত্রিয় কো বঢ়াই,
নেহারে চন্দ্র পূলক হো ॥ (১১)

রাগিণী জঙ্গলা খাম্বাজ। তাল ঠুংরী।

রঘুকুল তিলক, প্রজাপুঞ্জ পালক,
সূর্য্যবংশ বালক, শ্রীল রাম হো।
ব্রাহ্মণ ভক্তিমান, রক্ষ অমর মান,
রক্ষ ধ্বংস বিধান, অভিরাম হো ॥
খর্ব্ব মদন রূপ, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুরূপ,
গর্ব্ব বর্জ্জিত ভূপ, শ্রীসুঠাম হো।
বাঞ্ছিত সাধুজন, লাঞ্ছিত দুষ্টগণ,
অঞ্চিত সর্ব্বক্ষণ, মনস্কাম হো ॥
শ্রেষ্ঠ ভু অধিকারি, গরিষ্ঠ অস্ত্রধারি,
বলিষ্ঠ যুদ্ধকারি, অবিরাম হো।
শ্রীমূর্ত্তি গরীয়ান, স্ফুর্ত্তি সিংহ সমান,
কীর্ত্তি যথা মহান, জিত-কাম হো ॥
সদা সুপ্রফুল্লিত, কদাচ ন তাপিত,
সর্ব্বদা অক্রোধিত, গুণধাম হো।
দুর্দ্দিন কর নাশ, সুদিন সদা আশ,
দীন চন্দ্র প্রয়াস, নিত্যধাম হো ॥ (১২)

রাগিণী সিন্দোড়া। তাল ঝাপতাল।

ভক্ত মনোরঞ্জন, দারিদ্র্য ভঞ্জন,
দুষ্ট জন গঞ্জন, রাম দয়াল হো।
সীতা মনোরমণ, রাবণ সূদন,
কৌশল্যা-নন্দন, নয়ন বিশাল হো ॥

চারো ভাই নাহি ভেদ, যো কিয়োচ্ছেদ, সপ্ত শাল হো।
শূর বীর অতিধীর, গম্ভীর প্রভু
শীতল জয়সো নীর কৃপাল হো ॥
সূর্য্যবংশ অবতংস, নাহি অংশ পূর্ণ প্রণতপাল হো।
রাক্ষসবংশ ধ্বংসকারি রাম সুঠাম
উজ্জ্বল শ্যাম প্রসন্ন ভাল হো ॥ (১৩)

ব্রহ্মবিষয়ের শেষ।

রাগিণী কানেড়া। তাল ঠেকা।

মনের দ্বিধা কেন, আমার গেল না।
ভাবিয়ে কিছু স্থির হলো না, শাস্ত্রের বিরুদ্ধ কিবা ভাবিব॥
উপাধি কল্পনা শূন্য তাঁরে ভাবি করি জন্য,
অদৃশ্যে কেমনে দেখিব।
অচিন্ত্য অব্যক্ত রূপায়, কিরূপে জানিব তায়,
কি সাহসে তাঁর চিন্তা করিব॥
শাস্ত্রে কহে বাক্যাতীত, শাস্ত্রে কহে মনোতীত,
কি উপায়ে তাঁরে জানিব।
নয়নের অগোচর, বিরাট অকলেবর,
কিরূপে তাঁরে ভজিব॥
ইন্দ্রিয়ের অগোচর, স্তুতি করি যথা পর,
নানা হেন দেখিব।
উপাধি কল্পনা শূন্য, তাঁর নাম জল্পনা ধন্য,
কেমনে তাহা পারিব॥
ব্রহ্ম স্বতে বিরাজমান, চন্দ্র বেদান্ত বিধান,
পৃথক্‌ নাহি মানিব॥ (১)

রাগিণী আড়ানা। তাল জলদ্‌তেতালা।

বিষয়ে বিলুপ্ত হয়ে, কত দিন রবে মন।
সঞ্চয় অনেক দেখি, তথাপি আশা ধন॥
বাসনা মহাদুর্জ্জয়, কথঞ্চিৎ নিবারণ।
কামনা যথা গর্হিত, অর্জ্জনে হয়ে যতন॥
তত দিন ধনে সুখ, যত দিন এ জীবন।
দেহান্তে কিবা হইবে, তার নাহি নিরূপণ॥
ধন লোভ মহা লোভ, শান্তি নহে কদাচন

লোভে পাপ পাপে নাশ, ইহা অকাট্য বচন ॥
আজন্ম ধনোপার্জ্জনে, কেন কর বিচরণ।
মোহ বশে ধন নাশে, কর মন্দ আচরণ ॥
সঙ্গে ধন লয়ে তব, নাহি হইবে গমন।
ভাণ্ডার পূর্ণিত রবে, যবে আসিবে শমন ॥
সম্পদ মহা বিপদ, কুরীতির নিদর্শন।
দম্ভভাবে কত রবে, সম্ভব নহে এমন ॥
আমি তথায় লুব্ধ সদা, মহা আশা এ কেমন।
অনেক বিধ বিভব, নানাবিধ আয়োজন ॥
কোথা রবে ভাই বন্ধু, কোথা রবে প্রিয়জন।
ধন লয়ে কেন আর, কর হে কাল ক্ষেপণ ॥
কুটিরে বসিয়ে চন্দ্র, অকায় কর জাপন ॥ (২)

শ্যামাবিষয়ের শেষ।

রাগিনী জয়জয়ন্তী। তাল একতালা।

শশধর সন্নিভা, শ্যামবর্ণ প্রভা,
শশাঙ্ক শেখর, প্রমোদিনী।
তড়িত মিলিত, অঞ্জন দলিত,
চিক্কণ ললিত, বরাননী ॥
আসবে আবেশ, অবাস অবেশ,
সমরে প্রবেশ উলঙ্গিনী।
দনুজ অহিত, অসুরে আহিত,
ভুবন মোহিত, নিনাদিনী ॥
ক্রোধিতা গর্জ্জিতা, ধীরতা বর্জ্জিতা,
নাশিতা জর্জ্জিতা, বিলাসিনী।

সাধক রঞ্জিত, দনুজ গঞ্জিত,
পাষণ্ড ভঞ্জিত, উন্মাদিনী ॥
শ্যাম সৌদামিনী, গজেন্দ্র গামিনী,
মহেশ কামিনী, নারায়ণী।
ভব প্রসবিনী, চন্দ্রস্থ পাবনী,
কলুষ বারিণী, নিস্তারিণী ॥ (১)

রাগিণী আড়ানা বাহার। তাল জলদ্‌তেতালা।

কিঙ্করে কুরু করুণা, হে মাতঃ শঙ্কর জায়া।
কাল অতি ভয়ঙ্কর, শুভঙ্কর করি দয়া ॥
কাল ভয়ে সদা ভীত, শ্রদ্ধা-বিহীনে তাপিত,
সময় হয় অতীত, বশীভূত মোহ মায়া।
ভব জলধি অপার, বিনা পুণ্যে নহে পার,
পুণ্যের নাহি সঞ্চার, পাপ পূর্ণ মম কায়া ॥
নাস্তি ভজন পূজন, নাস্তি তপ আরাধন,
বিষম বিষয় ধন, তাহে বাসনা অক্ষয়া।
মহা বলবতী আশা, মিলিত লোভ পিপাসা,
সঞ্চয়ে পূর্ণ লালসা, বাসনা সুখ বিষয়া ॥
মন চিত্র সুপবিত্র, মায়াবশে অপবিত্র,
জননীর কি বিচিত্র, দিতে চন্দ্রে পদ-ছায়া ॥ (২)

রাগিণী ঝিঝুটী। তাল একতালা।

• শ্যামা আমার কেন গো, বিবসনে শবাসনে।
দলিত অঞ্জন বর্ণে, রসনা ধরি দশনে ॥
কেরে দামিনী দমন রূপ শ্যামা, অদ্বিতীয় প্রয়াস গরিমা,
অসীম উপমা, নাহি যার সীমা, নরকর/বসনে।
এত ক্রোধ কেন, হুতাশন যেন, দিতি-তনয় নিধনে ॥

উঙ্কু কর্ম্মে ব্রতী, পদে পশুপতি, না হের নয়নে।
কর কমলে কঠিন অসি, গৌরাঙ্গী বরণ মসি,
দারুণ হুঙ্কারে সমরে পশী, চন্দ্রে রেখ চরণে॥ (৩)

রাগিণী ভৈরবী। তাল জলদ্‌তেতালা।

আমারে বিষয় বন্ধনে, কত দিন রাখিবে কালী।
দারা সুত পরিবার, মায়ার পুত্তলি॥

শিববিষয়ের শেষ।

রাগিণী লুম খাম্বাজ। তাল ঠুংরি।

জয় শিব বিশ্বনাথ, বিশ্বেশ্বর।
বিশ্ববীজ বিশ্বপতে, মহেশ্বর॥
মহাকাল জটাধর, শোভা কর।
উমাপতি নীলকণ্ঠ, বাঘাম্বর॥
ভবানন্দ ভগবান, দিগম্বর।
না মুর্ত্তি যোগ গুরু, অক্ষকর॥
দেবদেব আশুতোষ, গঙ্গাধর।
মৃত্যুঞ্জয় পিণাকধৃক্‌, সর্ব্বপর॥
কল্পতরু মহাযোগী, অনশ্বর।
সর্ব্বানন্দ ভব ঈশ, সর্ব্বেশ্বর॥
ভস্ম অঙ্গ ফণি মাল, শ্রীশঙ্কর।
ব্যোম কেশ বামদেব, ক্লেশ হর॥
রুদ্র রূপ মহাজ্ঞানী, যোগিবর।
বৃষ ধ্বজ বৃষাসন, ভীম হর॥
বম্‌ বম হর হর, ধ্যান পর।
চন্দ্র ক্লেশ নিবারণ, শুভঙ্কর॥ (১)

রাগিণী জয়জয়ন্তী। তাল একতালা।

জয় জয় ভোলানাথ, জটিল বৃষাসন হো।
জয় জয় ভবনাথ, অখিল বিশেষণ হো॥
সদাশিব মহেশ্বর, সর্ব্ব দেবতা ঈশ্বর, পঞ্চানন হো।
নমামি প্রমথ নাথ, নমামি পার্ব্বতী নাথ, সনাতন হো॥
অহো ভব গঙ্গাধর, অহো ভীম জটাধর, পদ্মাসন হো।
নমস্তে ত্রিশূলধারী, নমস্তে কাম সংহারি, সুশোভন হো॥
দিগম্বর বিশ্বপতে, বাঘাম্বর পশুপতে, ত্রিনয়ন হো।
হাড়মাল চন্দ্রভাল, চন্দ্র দয়াল কৃপাল, সম্মোহন হো॥ (২)

রাগিণী সুরট। তাল একতালা।

জটিলং ধূর্জ্জটিং বিভুং, দেবদেবং মহেশ্বরং।
গোপালং গোবিন্দং কৃষ্ণং, রাধানাথং রাসেশ্বরং॥
রাঘবং শ্যামলং রামং, সীতানাথং মহাবীরং।
কালিন্দী ভেদনং রামং, শঙ্কর্ষণং নীলাম্বরং॥
গণেশং বিঘ্নেশং খর্ব্বং, সিদ্ধিদাতা লম্বোদরং।
তপনং তমোঘ্নং সূর্য্যং, ভানুং সুরং দিবাকরং॥
কালিকাং ভবানীং শক্তিং, আদ্যাং তারিণীং সংসারং।
অকারং অকায়ং ব্রহ্ম, চন্দ্র ভজামি ঈশ্বরং॥ (৩)

রাগিণী জয়জয়ন্তী। তাল একতালা।

কৃষ্ণ বিষ্ণু জিষ্ণু সখা, অতুল বনওয়ারি।
কিশোর কিশোরীনাথ, অমোল বংশীধারি॥
কেশব মাধব যাদব, সত্তম বনবিহারি।
শুভ দর্শন সদা হর্ষণ, উত্তম বলহারি॥
চন্দ্রবংশ অবতংস, দানব ধ্বংসকারি।
অনন্তশায়ী সর্ব্ব-বিজয়ী, গোপাল কংসারি॥

যশোদানন্দ মন আনন্দ, গোবর্দ্ধন ধারী।
ব্রহ্মমোহন খাণ্ডব দাহন, চন্দ্র ক্লেশ সংহারী॥ (৪)

কৃষ্ণ বিষয়।

রাগিণী খাম্বাজ। তাল একতালা।

রাধারমণ রাধামোহন, নন্দ-নন্দন কৃপানিধান।
বংশীবদন, কংসমর্দ্দন, পাষণ্ড দলন ভক্ত বিধান॥
শ্রীবৃন্দাবনবিহারী, কালিনাগ দর্পহারী,
দানবকুল সংহারী, তুম্ অবতার প্রধান॥ (১)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল একতালা।

প্যারিবল্লভ জগত দুর্লভ, মন্মথমোহন শ্যাম।
বংশীধারী, মনোহারী, রূপ অনুপম সুঠাম॥
শ্রীরাধিকা মনোরম, মূর্ত্তি অতি অনুপম,
শ্যামল পুরুষোত্তম, বঙ্কিম ছবি অভিরাম॥ (২)

রাগিণী পরজ বাহার। তাল কওয়ালি ঠেকা।

আমার অবশিষ্ট, জীবনের সব সুখ ঘুচিল।
ঈশ্বর সাক্ষী তুমি, সে কে যে হরিল॥

ভক্তিগানামৃত সম্পূর্ণ।

সংগীতবিলাস হইতে উদ্ধৃত।

কৃষ্ণ বিষয়।

রাগিণী লুম। তাল ছবকী।

কর কৃপাবলোকন, এই করি নিবেদন।
ঘৃণা নাহি কর কেশব, বলে অভাজন॥
আমি অতি মূঢ়মতি, ভক্তি নাহি তব প্রতি,
অন্তিমে দিও শ্রীপতি, তব শ্রীচরণ।
কি ভজন কি সাধন, না করি ধ্যান পূজন,
দেখে চন্দ্রে দীন হীন, না কর হেলন॥ (১)

রাগিণী মুলতানী। তাল জলদ্‌তেতালা।

মন কেন ধন লোভে, ভুলে শ্রীবৎসলাঞ্ছনে।
না করে ভজন ধ্যান, ব্যস্ত বৃথা উপার্জ্জনে॥
যত দেখ নহে সার, হরি নাম এই সার,
ঐ নাম নিরন্তর, জপিবে রাখিবে মনে।
বিষয় আবৃত ধন, দেহ ত্যাগী হৈলে প্রাণ,
সব হয় অকারণ, রহিবে অন্য কারণে॥
জায়া পুত্র মায়া যাবে, প্রাণান্তে কে সঙ্গে যাবে,
দেখ ভেবে উপায় ভবে, আছে কি গোবিন্দ বিনে।
অতএব সাবধান, ত্যজ ধন পরিজন,
সতত চন্দ্রের মন, লিপ্ত থাক নারায়ণে॥ (২)

রাগিণী ঝিঝোটি। তাল ধিমাতেতালা।

সতত ভাব মন হরি চরণ।
যে পদ সংযোগে যোগী দেব পঞ্চানন॥

যাঁর পদ-দ্রব-বারি, সুরধুনী নাম ধরি,
ব্রহ্মাণ্ড পবিত্রকারী, শঙ্কর শিরো ভূষণ।
যে পদ সংপ্রাপ্তে বলি, আপনারে ধন্য বলি,
শিরে ধরে মহাবলী, করিয়ে যতন॥
পাইয়ে যে পদ চিহ্ন, কালীয় হইল ধন্য,
গয়াসুর অতিমান্য, পদ ধারণ কারণ।
শ্রীপদ পরশ করি, স্বর্ণময় কাষ্ঠতরি,
পাষাণী গৌতম-নারী, সুদেহ করে ধারণ॥
ধ্যান করে যেই পদ, ইন্দ্রাদি পাইল পদ,
সে পদ চন্দ্র সম্পদ, হইবে কখন॥ (৩)

রাগিণী শোহিনী। তাল ধিমাতেতালা।

কেন ভুল মনে কর, সেই শ্রীমধুসূদনে।
তরিবে এ ভবসিন্ধু, যাহার নাম স্মরণে॥
দেহে রহে রিপুগণ, সৎ সঙ্গে না লওয়ায় মন,
কুপথে কর গমন, কহিতেছে সর্ব্বক্ষণে।
শুন বলি মন তোরে, কৃষ্ণনাম দিনান্তরে,
যদি কেহ জপ করে, ভয় না থাকে শমনে॥
হেন নাম না করিয়ে, কুসঙ্গেতে মন দিয়ে,
থাক মন কি লাগিয়ে, চন্দ্রের কথা নাহি শুনে॥ (৪)

রাগিণী মুলতানী। তাল জলদ্‌তেতালা।

অন্ত নাহি পেলেম হরি, একান্ত ভাবিয়ে মনে।
সাকার কি নিরাকার, অস্তি নাস্তি কেবা জানে॥
অসংখ্যক মুনিগণ, দৃষ্ট করে নারায়ণ,
কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞান, ব্যক্ত হয়েছে পুরাণে।
কেহ বা বলে সাকার, কেহ বলে নিরাকার,

কি আকার কি প্রকার, কি তত্ত্ব কেহ না জানে॥
মহামুনি দ্বৈপায়ন, করে সমস্ত পুরাণ,
তথাচ সন্ধান হীন, দেখিয়া কৃষ্ণ নয়নে।
মহাঋষি সকলের, ব্রহ্ম না হইল স্থির,
ধ্যান করে বারম্বার, যুগান্তর একাসনে॥
মহাজ্ঞানি জন সব, না পাইল অন্ত তব,
চন্দ্র কি করিবে স্তব, তব তত্ত্ব নাহি জেনে॥ (৫)

রাগিণী বারোঁয়া। তাল ঠুঙ্গরি।

হরি নাম সুসার কর, মন আমার।
অনিত্য জানিবে মন, অসার সংসার॥
নাহি ভুল কদাচন, হরি বলিবে রে মন,
কুসঙ্গ ত্যজ এখন, হরিপদ ধ্যান কর।
শুনিয়ে নামের গুণ, কেন না কর ভজন,
বিস্মরণ অনুক্ষণ, বলিতেছি বারম্বার॥
একবার দিনান্তরে, মনে কর বংশীধরে,
যাবে ভবসিন্ধু পারে, চন্দ্রের বচন ধর॥ (৬)

রাগিণী পরজ। তাল ধিমাতেতালা।

হরি বিনা কেহ নহে আপনার।
সব অকারণ জান, কৃষ্ণনাম এই সার॥
বৃথা কর উপার্জ্জন, সব হবে অকারণ,
সঙ্গেতে না যাবে ধন, কেন কর না বিচার।
স্ত্রী পুত্ত্রেতে যত স্নেহ, নাহি রবে সেই মোহ,
প্রাণ যাবে ত্যজে দেহ, পড়ে রবে এ সংসার॥
বন্ধু আর বান্ধব, ত্যজিতে হইবে সব,
সঙ্গী কেবল মাধব, চন্দ্র করিতে উদ্ধার॥ (৭)

রাগিণী পরজ। তাল খিমাতেতালা।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ, বল আমার মন।
দীনবন্ধু ভবসিন্ধু, নিস্তার কারণ॥
শুন বলি মন তোরে, শত শত পাপ করে,
কৃষ্ণনাম গুণে তরে, যে তাঁরে করে স্মরণ।
শুন রে সুযুক্তি সার, হরিনাম সদা কর,
সযম যম কিঙ্কর, হইবে দমন॥
এখন যদি না বল, সেই দিনে হরিবল,
চন্দ্রের চরম কাল, হইবে যখন॥ (৮)

রাগিণী লুম। তাল ছক্কী।

দীনে তার দয়াময়, আমি লইলাম আশ্রয়।
কাতরে কিঙ্করে কৃপা কর কৃপাময়॥
ভজন বিহীন জন, যেবা বলে নারায়ণ,
অনায়াসে উদ্ধারণ, হয় পাপাশয়।
আমার নাহি সম্বল, কৃষ্ণ নাম এই বল,
নিবারি কালেরি বল, যদি কৃপা হয়॥
না জানি হে সাধন, ভজন বিহীন জন,
চন্দ্রের অন্তিম দিন, হইও সদয়॥ (৯)

রাগিণী লুম। তাল ছবকী।

এ দীনে করিবে তারণ, ওহে লক্ষ্মী নারায়ণ।
তব নাম গুণে তরে, মহা পাপিগণ॥
শাস্ত্রে শুনি অনিবার, দয়াময় নাম ধর,
দীনে সদা দয়া কর, যে লয় স্মরণ।
যে করে হৃদয়ঙ্গম, দিনান্তরে করে নাম,
অন্তে পায় মোক্ষ ধাম, নামেরি কারণ

এই নিবেদন লৈয়ো, সতত সহায় রৈয়ো,
চন্দ্রে না বিস্মৃত হৈয়ো, দিও শ্রীচরণ ॥ (১০)

রাগিণী লুম। তাল ছবকী।

তরাবেন কেশব রায়, এই অধীন জনায়।
পদছায়া দিয়ে সদা, হইবেন সহায় ॥
আমি তো ভাবি তোমারে, মন থাকে অন্যান্তরে,
স্থির না রহে অন্তরে, বিষয় আশায়।
শাস্ত্রের এই লিখন, নাম তব নারায়ণ,
সকাতরে বলি শুন, আপন কৃপায় ॥
ভব সিন্ধু তরিবার, কৃষ্ণ নাম কর্ণ ধার,
চন্দ্রে করিবারে পার, তুমি হে উপায় ॥ (১১)

রাগিণী লুম। তাল ছবকী।

হরি হে চিন্তি কেমনে, আমি একান্ত মনে।
বিষয় বিষের জ্বালায়, অস্থির মনে ॥
মনে জানি সুনিশ্চয়, মিথ্যা বিষয় আশয়,
হয়ে তারি মায়াশ্রয়, ব্যস্ত অর্জ্জনে।
নিরন্তর এই মন, কিসে হবে উপার্জ্জন,
নাহি তব প্রতি ধ্যান, মত্ততা ধনে ॥
তুমি হও বিশ্বাধার, উদ্ধারণ মূলাধার,
হৈয়ো চন্দ্র কৃপাধার, অন্তিম দিনে ॥ (১২)

রাগিণী খাম্বাজ। তাল ধিমাতেতালা।

কৃষ্ণ নাম লইতে, মন ভুলনা।
তরিবে যে নাম গুণে, এ ভব যন্ত্রণা ॥
ষড়রিপু অন্তরে, আছে দেহের অন্তরে,
ভুলাবে মন তোমারে, কথা শুন না।

একবার দিনান্তরে, কৃষ্ণ বল ওষ্ঠাধরে,
যাবে ভব সিন্ধু পারে, না পাবে যাতনা ॥
আদৌ না ভজিলে মন, অন্তিমে করিয়ে ধ্যান,
বলে যেন নারায়ণ, চন্দ্রের রসনা ॥ (১৩)

রাগিণী বাউলিয়া। তাল একতালা।

মিছে পূজা করিস্ রে কেন, তুই না চিনে নারায়ণ।
কেবা তিনি তাহা না বুঝে, আত্মক্লেশ পরিশ্রম কররে মিছে,
কেবা তুমি কার ধ্যান, কর হত জ্ঞান যেন ॥
মন কর রে শোধন, তবে আত্ম কর ধ্যান,
জগজন, ওরে হিংসা ত্যজ সত্যে ভজ,
চন্দ্র এই কহে শুন ॥ (১৪)

সম্পূর্ণ।